www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

রাহাতিল ক্বুলুব

মাহ্‌বুব-ই-ইলাহি
হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া
রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাহাতুল কুলুব

[হৃদয়ের শান্তি]

অমীয় বাণী ঃ

হযরত খাজা শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি

কলমবন্দী করেছেন ঃ

হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদক

কফিলউদ্দিন আহ্মদ চিশ্তী

রশীদ বুক হাউস

৬ প্যারীদাস রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

হযরত খাজা গরীব নওয়াজ-এর ৭৯১তম উরস উদযাপন

উপলক্ষে ২য় প্রকাশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশনায় ঃ
চিশ্‌তী আফজাল-উন-নিছা
চিশ্‌তীয়া পাবলিকেশান্স
ট-৭৬/২, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ
১লা রজব, ১৪২৫ হিজরী
১৮ই আগস্ট, ২০০৪

সর্বস্বত্ব ঃ অনুবাদকের

ডিজাইন ঃ শাকিল আহ্‌মেদ চিশ্‌তী

গ্রাফিক্স ঃ ফেরদৌস আহ্‌মেদ
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ জবা কম্পিউটার
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সহযোগিতায় ঃ
আশফাক আহ্‌মেদ চিশ্‌তী, রোখসানা আহ্‌মেদ চিশ্‌তী
জামিল আহ্‌মেদ চিশ্‌তী, শাকিল আহ্‌মেদ চিশ্‌তী

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা

RAHATUL QULUB [PEACE OF OF HEART]
By Hazrat Khawja NASIRUDDIN MAHMOOD (R.A)
PRICE : Taka One hundred Ten Only.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

খাজায়ে খাজেগান	পীরে পীরান
কুতুবে রব্বানী	মাহ্‌বুবে সোবহানী
গাওসে সামদানী	সুলতানুল আউলিয়া
বাদশাহে হিন্দ	চিরাগে চিশ্‌তীয়া
রওশন জমির	আতায়ে রসুল
কুতুবুল মাশায়েখ	রাহাতিল আশেকীন
মুরাদিল মুস্‌তাকিন	সামসিল আরেফীন
সিরাজুস্ সালেকিন	বুরহানুল আশেকীন

হযরত খাজা গরীব নওয়াজ
শায়খ সৈয়দ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তি সন্‌জরী
ছুম্মা আজমেরী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর
পবিত্র কর কমলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রাপ্তিস্থান

বারগাহে চিশ্‌তীয়া, ট-৭৬/২, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।
বাংলা মিল স্টোরস, ২২৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা।
চিশ্‌তীয়া হাউস
বাড়ী # ১১, রোড # ২ ব্লক # ই
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
নজরুল হোমিও হল, ৩/৩-এ, বিজয় নগর, ঢাকা।
ফারুক হোমিও হল, ২০৯ শান্তিবাগ, ঢাকা।
হক লাইব্রেরী, বায়তুল মুকাররম বই মার্কেট, ঢাকা।
গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
আমিনবাগ জামে মসজিদ, শান্তি নগর, ঢাকা।
মুহাম্মদী কুতুবখানা, ৪২, জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আমাদের প্রকাশিত কিতাবসমূহ

(১) আনিসুল আরওয়া—কথা ঃ হযরত খাজা ওসমান হারূনী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(২) দলিলুল আরেফীন—কথা ঃ খাজা গরীব নওয়াজ মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৩) ফাওয়ায়েদুস্ সালেকীন—কথা ঃ হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৪) রাহাতুল মুহেব্বীন—কথা ঃ হযরত খাজা শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৫) রাহাতুল কুলুব—কথা ঃ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৬) ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ—কথা ঃ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৭) খায়রুল মাজালিস আপনাদের কর কমলে পেশ করছি।

(৮) রুহে তাসাউওফ—কথা ঃ সৈয়দ মুহাম্মদ গেসু দারাজ বান্দা নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি। (যন্ত্রস্থ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুস্তক পরিচিতি

রাহাতুল কুলুব পুস্তকটির প্রথম প্রকাশ ৭ম শতকে। আজ হতে প্রায় ৮ শত বছর পূর্বে। হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহতুল্লাহি আলাইহি প্রায় এক বৎসরকাল তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময়ে তাঁর সম্মুখে যতগুলো মজলিস হয়েছে তা তিনি তাঁর মুর্শিদের নির্দেশে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীতে "রাহাতুল কুলুব" নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বরাত সহ প্রতিটি মজলিসের অমিয়বাণীগুলো তরীকত ও শরীয়ত পন্থীদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। বিশেষ করে তরীকত পন্থীদের জন্য তাদের চলিত জীবনের গতি পথকে গতিশীল রেখে মন্‌জিলে মাকসুদে পৌঁছার এক অনন্য মহাসম্পদ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশিকার কথা

প্রথম প্রকাশের বইগুলো শেষ হয়ে গেছে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এবার আপনাদের সামনে নতুনভাবে পুরাতনের পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে এলাম। আপনারা আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধুদের এ অমীয় বাণীগুলো পাঠ করে উপকৃত হলে আমরা ধন্য হব। এবং পরবর্তী পরিশ্রমের ফসল আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। আমাদের বিশ্বাস পরম করুণাময়ের করুণা ও আপনাদের দোয়া আমাদের সাথে থাকলে আমরা থেমে থাকবো না।

বিনীত–
চিশ্‌তী আফজালুন নিসা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহতায়ালার বন্ধুদের শানে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কয়েকটি বাণী

ফাস্‌আলুকা অহ্‌লাজ্ জিকরি ইনকুন্‌তুম লা তা'মালুন।

অর্থ—আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, তোমরা যা না জান, জেকেরকারীগণকে জিজ্ঞেস কর।

ইন্নানি আনাল্লাহু লা-ই-লাহা ইল্লা ফাবুদ্‌নি ওয়া আকিমুস্ সালাতা লিজিকরি। (সূরা ত্বাহা ঃ ১৪)

অর্থ—আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার জিকিরের জন্য সালাত কায়েম কর।

আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ্ লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম লা ইয়াহ্ জানুন। (সূরা ইউনুস ঃ ৬২ আয়াত)

অর্থ—সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অলীদের (বন্ধুদের) কোন ভয় নেই এবং তারা সন্তাপগ্রস্তও হবে না।

ইন্না আউলিয়া আল্লাহু লা ইয়ামুতুন বাল ইয়ানতাকিলু মিন দারুল ফানা ইলা দারুল বাকা। (আল হাদীস)

অর্থ–নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয় ধ্বংসশীল ইহ্‌জগত হতে স্থায়ী পরজগতে।

আল্ আউলিয়াও রায়হানুল্লাহ–(আল হাদীস)

অর্থ—আউলিয়া আল্লাহ্‌র সুবাস।

কারামাতুল আউলিয়াউন হাক্কুন–(আল্ হাদীস)

অর্থ—আউলিয়াহেদ অলৌকিক ক্ষমতা সত্য।

ইন্না আউলিয়াই তাহ্‌তা কাবাই লা ইয়ারিফুহুম গায়রী ইল্লা আউলিয়াই। (হাদীসে কুদ্‌সী।)

অর্থ–নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন, আমি ভিন্ন তাঁদের পরিচিতি সম্বন্ধে কেহই অবহিত নহে, আমার আউলিয়া ব্যতীত।

কুলুবুল ইন্‌ছানি বাইতুর রহমান ওয়া কুলুবুল মুমিনিনা আরশুল্লাহে তায়ালা। (আল্ হাদীস)

অর্থ–মানুষের হৃদয় আল্লাহ্‌র ঘর এবং মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্‌র সিংহাসন।

কুলুবুল মুমিনীনা মিরআতুল্লাহ্। (হাদীসে কুদ্‌সী)

অর্থ—মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্‌র দর্পণ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদকের কথা

অনাদ্যন্ত সদা বিদ্যমান পরম করুণাময় কৃপাণিধান আল্লাহ্ জাল্লে শানহু-র অফুরন্ত ও অবারিত দয়ায় খাজেগান-এ-চিশত্ রাদি আল্লাহু আনহুম দ্বারা বিরচিত বিভিন্ন মজলিসে আলোচিত কথামালার চতুর্থ পুস্তক "রাহাতুল কুলুব" (হৃদয়ের শান্তি)-এর অনুবাদ করতে পেরে মহামহিমের দরবারে পেশ করছি অগণিত শুকরিয়া ও সেজদা।

অনুবাদ কর্মের ধারা ও পদ্ধতি বিভিন্ন গুণীজন বিভিন্নভাবে অনুসরণ করে থাকেন। আমি গোনাহ্গার খাজেগান-এ-চিশত্ রহমতুল্লাহি আলাইহিদের দাসানুদাস আদি কিতাবের প্রতিটি লাইন ও শব্দকে অবিকৃত রেখো ঠিক যেমনি আছে তেমনিভাবে অনুবাদ করেছি। কোন শব্দকে যেমন বাদ দেইনি তেমনি কোন শব্দ নতুন বর্ধিতও করিনি। এর কারণে কোথাও কোথাও বাংলায় অনুবাদ খাপছাড়া মনে হলেও আমার কিছু করার নেই। আশা করছি সুধী পাঠক-সমাজ ক্ষমা-সুন্দর হৃদয়ে পুস্তকটি গ্রহণ করবেন এবং এর মাধ্যমে কোন উপকার সাধিত হলে তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করবেন এবং আমার জন্য বারগাহে ইলাহিতে দোয়া প্রার্থনা করবেন।

বিনীত
অনুবাদক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুস্তক পরিচিতি	৩
হযরত খাজা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।	
প্রথম মজলিশ	১৩
যাকাতের বিভিন্ন স্তর। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক দরবেশী খিরকা প্রদান।	
দ্বিতীয় মজলিস	১৯
তরীকত পন্থীদের দান-খয়রাত, ওলীদের আহার-নিদ্রা ও জীবন-যাপন ব্যবস্থা।	
তৃতীয় মজলিস	২৪
তরীকত পন্থীদের জন্য দুনিয়া প্রেমের কুফল।	
চতুর্থ মজলিস	২৯
শ'বে মি'রাজ ও তার ফজিলত।	
পঞ্চম মজলিস	৩৬
মুরীদ হওয়া ও মুরীদ করা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।	
ষষ্ঠ মজলিস	৪৪
নামাজ পাঠের উপকারিতা ও না পাঠের কুফল।	
সপ্তম মজলিম	৪৯
কাশফ্ ও কারামত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।	
অষ্টম মজলিশ	৫৮
তরীকত শিক্ষা ও শিক্ষার্থী বিষয়ে বিশেষ আলোচনা।	
নবম মজলিশ	৬৬
রমজানুল মোবারক সম্বন্ধে কথাবার্তা।	
দশম মজলিশ	৭৩
হিন্দু যোগীর দরবারে আগমন ও তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।	
একাদশ মজলিশ	৭৬
তরীকত পন্থীদের কারও কোন উপহার ও উপঢৌকন গ্রহণ না করার বিষয় আলোচনা।	
দ্বাদশ মজলিশ	৮০
ইসলামে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার।	
ত্রয়োদশ মজলিশ	৮১
দুনিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা।	
চতুর্দশ মজলিশ	৮৬
ইল্ম ও ফজল।	
পঞ্চদশ মজলিশ	৯০
কর্ম, নফ্স ও তার বশ্যতা।	
ষোড়শ মজলিশ	৯৭
জিলহজ্ব মাসের ফজিলত ও সে মাসে করণীয় কর্ম।	

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তদশ মজলি	১০৪
চার মযহাব ও চার ইমাম সম্বন্ধে আলোচনা।	
অষ্টাদশ মজলিশ	১১৪
দরূদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।	
ঊনবিংশ মজলিশ	১২০
দোয়া ও দোয়া সম্বন্ধে আলোচনা।	
বিংশ মজলিশ	১৩১
মহর্‌রম মাস সম্বন্ধে আলোচনা।	
একবিংশ মজলিশ	১৩৫
আশুরা সম্বন্ধে আলোচনা।	
দ্বাবিংশ মজলিশ	১৪১
সফর মাস ও এ মাসে নাজিলকৃত বালা ও মুসিবত সম্বন্ধে আলোচনা।	
ত্রয়োবিংশ মজলিশ	১৪৬
জেহাদ বা মুজাহিদা সম্বন্ধে আলোচনা	
চতুর্বিংশ মজলিশ	১৫৩
হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বেলায়েত দান ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেছাল শরীফের বর্ণনা।	

—o—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত খাজা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রকৃত নাম মাস্‌উদ বিন সোলায়মান। তাঁর পদবী ছিলো ফারুকী। অর্থাৎ তিনি হযরত আমিরুল মুমেনীন ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু-এর বংশধর। বংশ তলিকায় ১৬জন অতিক্রম করার পর হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু-এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তাঁর আম্মার নাম বিবি ফরসুম খাতুন বিন্‌তে মওলানা ওয়াজিহউদ্দিন। প্রকাশ আছে যে তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আরিফে কামিল মহিলা ছিলেন, যার প্রমাণ অনেক কিতাবে পাওয়া যায়। হযরতের পদবী ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ এবং হরীকুল মুহাব্বাত (প্রেমাগ্নি)। এলাহির ইশক (প্রেম) ও মুহাব্বাত তাঁর দেহকে এমনভাবে দগ্ধিত করেছে যে তাঁর অস্তিত্বের কোন কিছুই বাদ রাখেনি। ফরিদউদ্দিন আত্তার রচিত তাজকেরাতুল আউলিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে, 'ফরিদউদ্দিন' পদবী তাকে অদৃশ্যলোক হতে দান করা হয়েছে। 'গঞ্জেশকর্' পদবী সম্বন্ধে 'সায়ের' কিতাবে তিনটি ঘটনার উল্লেখ আছে—(১) সে সময় তিনি দিল্লীতে রোজা রেখে অবস্থান করছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের পর ইফতার করলেন। কিন্তু এমন কিছু পেলেন না যদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায়। অর্ধরাত্রির পর অনন্যোপায় হয়ে ক্ষুধা নিবারণের জন্য স্বীয় হস্ত ভূতলে নিক্ষেপ করলেন, পাথরের কিছু টুকরো হাতে এলো, তিনি সেগুলো মুখের ভিতর পুরে দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার কি অপার মহিমা! সেই নুড়িগুলো মুখে প্রবেশ করতেই চিনিতে পরিণত হলো। যখন এ সম্বাদ তাঁর পীর ও মুর্শেদের নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, ফরিদ হচ্ছে গঞ্জেশকর্। দ্বিতীয় ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ একবার তিনি হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন কখতিয়ার কাকী কুদ্দিসা সির রুহুল আজিজ-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাড়ী হতে রওয়ানা হলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পথে কোথাও কোন আহার্যবস্তু ভাগ্যে জুটলো না। এভাবে কয়েকদিন চলার পর অনাহারের দুর্বলতায় একদিন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। এতে যে মাটি তাঁর পবিত্র মুখে প্রবেশ করলো তা চিনিতে রূপান্তরিত হলো। এ সংবাদ যখন তাঁর মুর্শেদের নিকট পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, ফরিদ হচ্ছে গঞ্জেশকর্ (চিনির ভাণ্ডার)। তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে, একদিন তিনি পথ চলতে ছিলেন এমন সময় এক ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাৎ হলো যার গাড়ীর মধ্যে চিনি ভর্তি বস্তা ছিলো। তিনি ঐ ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, এসবের মধ্যে কি আছে? সে পরিহাস করে বললো, 'নিমক'। এ উত্তর শুনে শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন "বেশ, যদি নিমক থাকে তাহলে নিমকই হবে।" এ কথা বলার সাথে সাথে বস্তার চিনিগুলো নিমকে রূপান্তরিত হয়েছিলো। ঐ ব্যবসায়ী তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যখন মাল নামালো তখন তার চক্ষু স্থির। একি! সব চিনিই দেখি লবণ হয়ে গেছে। সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে হযরত শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, "হুজুর গোলামের অফরাদ হয়েছে, না বুঝে চিনির বস্তাগুলোকে ঠাট্টা করে 'লবণ' বলে ছিলাম, আসলে ঐ বস্তাগুলোতে নিমক ছিলনা, চিনি ছিলো। আপনি আমায় ক্ষমা করুন হুজুর, আপনার কথাতেই চিনিগুলো লবণে রূপান্তরিত হয়েছে। হযরত শায়খ ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "বেশতো, যদি চিনির বস্তা হয় তাহলে চিনিই হবে।" এরপর যখন সে ব্যবসায়ী ফিরে গেলো তখন সব লবণের বস্তার লবণ চিনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার এ পবিত্র বাণীতেই নিমক পুনরায় চিনিতে পরিবর্তিত হয়ে ছিলো। এ সম্বন্ধে কবি একটা সুন্দর রুবাই (কবিতা) লিখেছেন—

কিয নমক ও গঞ্জে শকর্ শায়খ ফরিদ
কান গঞ্জে শকর্ কান নমক কারাদ্ পেদ্দিদ
দর কানে নমক কারাদ্ নজরগাশত শকর্
শিরীন তর আঁযি কারামাতে কিছ নাশুনিদ!

কবিতাটির বাংলা রূপ—
নিমক ও চিনির ভাণ্ডার শায়খ ফরিদ,
করেছে রূপান্তর চিনিকে নিমকে যিনি।
নিমক ভাণ্ডারে করেছেন দৃষ্টি, হয়েছে চিনি
মধু হতে অধিক মিষ্টি তার কারামত, কে শুনেনি?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ ঘটনার পর হতে তিনি 'গঞ্জে শকর্' বা 'চিনির ভাণ্ডার' নামে অভিহিত হয়েছেন। তাঁর আর একটি লকব (উপাধি) হচ্ছে শায়খুল ইসলাম।

হযরত খাজা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি খোয়িওয়াল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এখন সে স্থানের নাম 'মাশায়েখের চাওলী'। স্থানটি 'পাকপাটান' ও মেহরানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। পাকিস্তানের মুলতান জেলায় এ স্থানটি অবস্থিত।

প্রথম হতেই তিনি বহু গুণে গুণান্বিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ের প্রায় সব অলী আল্লাহ্র ফয়য ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অমিয়বাণীতে প্রকাশ রয়েছে যে, যখন তিনি দিল্লী পৌঁছলেন, হযরত খাজা শহীদুল মুহাব্বাত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খ্যাতি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা শুনতে পেয়ে তিনি তার খেতমতে উপস্থিত হলেন। পবিত্র খেদমতের প্রথম উপস্থিতির দিনেই তিনি তার শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় আকর্ষিত হয়ে মুরিদ হলেন। প্রেমের-অগ্নি খাজা শায়খ ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বলেছেন, আমি পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ স্থান ও দেশ ভ্রমণ করেছি। হাজার হাজার আল্লাহ্র অলিদের সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ করেছি। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব খাজা কুতুবের মাঝে দেখেছি তা অন্য কারও মাঝে পাইনি। আমি তাঁর মুরিদ হওয়ার মাত্র তিনদিন পর তিনি তাঁর দয়া-দানের দ্বার উন্মুক্ত করে আমায় ঐশ্বর্যশালী করেছেন।

শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্বন্ধে তাঁর পীর ও মুর্শেদ খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, ফরিদ কামেল হওয়ার পর আমার কাছে এসেছে।

বয়াত গ্রহণের সময় তাঁর বয়স পনেরো অথবা আঠারো বছর ছিলো। মুরিদ হওয়ার পর তিনি ৮০ বছর পর্যন্ত এ ধরাধমে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ পৃথিবী তে তিনি ৯৫/৯৮ বছর ছিলেন। তিনি দরিদ্রতা ও নিঃসঙ্গতাকে এমনভাবে আঁকড়ে ছিলেন যার তুলনা বিরল। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানের লোকজন তাঁর ঐশী-জ্যোতি অবলোকন করে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতো। কিন্তু লোকজনের এরূপ ব্যবহার তাঁর মোটেই সহ্য হতো না। যার জন্য তিনি দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতেন। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীগণও যখন অনুরূপ খেদমতে নিয়োজিত হতো তখন তিনি আবার অন্যত্র চলে যেতেন। এভাবে স্থান পরিবর্তন করতে করতে এক সময় তিনি অযোধন (অযোধ্যা) পৌঁছলেন, সেখানকার লোকজন নাস্তিক ও অত্যন্ত বদমেজাজী ছিলো, যার জন্য তারা এ দরবেশকে কোন রূপ আদর আপ্যায়ন তো করলোই না বরং উল্টো তাঁর বিরূপ সমালোচনা শুরু করলো। যখন তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লোকজনের নিকট হতে এরূপ অশুভ ব্যবহার পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং নিজের নফ্সকে (নিজেকে) বললেন যে, 'হে ফরিদ, এটাই থাকার জন্য তোর উপযুক্ত স্থান, কিন্তু শহরের লোকজনের মাত্রাতিরোক্ত অশুভ আচরণ তাঁকে শহর ছাড়তে বাধ্য করলো। অবশেষে তিনি শহর ত্যাগ করে গ্রামের একটা ঝাঁকড়ানো আম গাছের নীচে নিজের আবাসস্থল নির্ধারণ করলেন এবং সেখানেই তিনি আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। এরপর তিনি এ স্থানকেই তাঁর সংসারী জীবনের জন্যও নির্বাচিত করেন। তাঁর সন্তান সন্ততিও এখানেই জন্ম গ্রহণ করেন এবং লালিত পালিত হন। তিনি কঠোর সাধনা ও রিয়াজতের মাধ্যমে প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কালাতিপাত করতে থাকেন। এরূপ নাস্তিক ও জালিম অধ্যুষিত এলাকাতেও তিনি খুব বেশী দিন নিজকে গোপন রাখতে পারলেন না। ফলে ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্ষমতা, করুণা ও দয়ার দ্বার মানুষের জন্য উন্মুক্ত হতেই বহু দরবেশ, মাশায়েখ ও লোকজন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে, সে স্থানের নাম 'অযোধনের' পরিবর্তে পাক পাটান-এ রূপান্তরিত হলো। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত পালনের মাধ্যমে ৪ জন স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁর ৫ জন পুত্র ও ৩ জন কন্যা সন্তান ছিলো। নাতি নাতনীর সংখ্যা ছিলো অগণিত। এ সম্বন্ধে "ছায়ের" কিতাবে বিস্তারিত লিখা আছে, যা এ সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। "ছায়ের" কিতাবটি শিক্ষার্থী অবশ্য পাঠ করা উচিত। হযরত শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কারামত সম্বন্ধে লিখতে গেলে একটা পৃথক পুস্তকের প্রযোজন। তাঁর কারামাত সম্বন্ধে শুধু এতটুকুই বলা চলে যে তিনি ছিলেন কারামাত রাজ্যের রূপকথার এক মনোমুগ্ধকার রাজকুমার। যদি কোন দুঃশচরিত্র, নীচ ও হীন ব্যক্তিত্ব তাঁর নিকট মুরিদ হওয়ার জন্য আসতো তাকেও তিনি ইলাহির রহমতের ভাণ্ডার হতে এমনভাবে করুণা দান করতেন, যার ফলে সে অধম ব্যক্তিও মুরিদ হওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয়ে মারফতের অতি উচ্চস্তরে পৌছে যেতো। তাঁর খলিফার সংখ্যা ছিলো ৪৫,৩৪২ জন এবং মুরিদের সংখ্যা যে কত লক্ষ ছিলো তা 'খলিফার' সংখ্যা হতে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবানের রাজত্বকালে হিজরী ৬৬৮ সালের ৫ই মহররম মঙ্গলবার দিন ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মাজার শরীফ পাকপাটানে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার করুণা বর্ষিত হোক পাঠক, লেখক ও অনুবাদকের উপর। আমিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম মজলিস

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ মাহ্বুবে এলাহি নিজামউদ্দীন আউলিয়া কুদ্দেসি সির রুহুল আজীজ তার রচনায় বর্ণনা করেছেন যে ৬৫৫ হিজরীর রজব মাসের ১০ তারিখে বুধবার আমি হযরত সায়্যেদুল আবেদীন সন্দুল আরেফীন খাজা শায়খ ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহির কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তিনি তাঁর পবিত্র দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে শিষ্যত্বে স্থান দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কুল্লাহ চাহার তর্কী (চার টুকরা কাপড়ের তৈরী এক ধরনের টুপী)* তাঁর খিরকার (আজানু লম্বা জামা) পকেট হতে বের করে আমাকে পরিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজের পবিত্র খিরকা ও এক জোড়া খড়মও দান করলেন এবং এরশাদ করলেন, "আমার ইচ্ছা ছিলো হিন্দুস্থানের বেলায়েত কোন অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করবো কিন্তু তুমি রাস্তায় ছিলে তাই আমার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার ইলহাম হলো, "এ নেয়ামত নিজামউদ্দীনের প্রাপ্য, যখন সে আসবে, তাকে দান করবে।" এরপর আমার ইচ্ছা হলো প্রারম্ভিক প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ আর একবার কদমবুসি করবো। কিন্তু তাঁকে দেখার পর এমন বিহ্বল ও ভীত হয়ে পড়লাম যে আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা ও বাসনা ভুলে গেলাম। হুজুর তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, আমার প্রতি তোমার প্রেম উত্তপ্ত ও অত্যধিক ছিলো। তারপর বললেন, লেকুল্লে দাখেলুন দাহাস্তা لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَتِهٖ - অর্থাৎ প্রত্যেক নব্য প্রবেশকারীর মনেই এরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এরপর বললেন, "আমার প্রতি খেয়াল করো আমি যা বলি তা অতি যত্নে মনে রাখো।" আমি ভুলে যাবো এ সন্দেহে তিনি পুনরায় বললেন, 'সেই সব মুরীদই ভাগ্যবান যারা পীরের মুখ হতে নিঃসৃত বাণী অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং লিখে রাখে। যারা এরূপ করে তারা প্রতিটি অক্ষরের জন্য হাজার বছর ইবাদতের ছওয়াব লাভ করবে এবং ইহলোক ত্যাগ করার পর শ্রেষ্ঠ বেহেস্তে স্থান পাবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতার পংক্তি দু'টো আমাকে শোনালেন।

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে খাজা গরীব নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত আনিসুল আরওয়াহ্ পাঠ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লোকজনের নিকট হতে এরূপ অশুভ ব্যবহার পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং নিজের নফ্সকে (নিজেকে) বললেন যে, 'হে ফরিদ, এটাই থাকার জন্য তোর উপযুক্ত স্থান, কিন্তু শহরের লোকজনের মাত্রাতিরোক্ত অশুভ আচরণ তাঁকে শহর ছাড়তে বাধ্য করলো। অবশেষে তিনি শহর ত্যাগ করে গ্রামের একটা ঝাঁকড়ানো আম গাছের নীচে নিজের আবাসস্থল নির্ধারণ করলেন এবং সেখানেই তিনি আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। এরপর তিনি এ স্থানকেই তাঁর সংসারী জীবনের জন্যও নির্বাচিত করেন। তাঁর সন্তান সন্ততিও এখানেই জন্ম গ্রহণ করেন এবং লালিত পালিত হন। তিনি কঠোর সাধনা ও রিয়াজতের মাধ্যমে প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কালাতিপাত করতে থাকেন। এরূপ নাস্তিক ও জালিম অধ্যুষিত এলাকাতেও তিনি খুব বেশী দিন নিজকে গোপন রাখতে পারলেন না। ফলে ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্ষমতা, করুণা ও দয়ার দ্বার মানুষের জন্য উন্মুক্ত হতেই বহু দরবেশ, মাশায়েখ ও লোকজন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে, সে স্থানের নাম 'অযোধনের' পরিবর্তে পাক পাটান-এ রূপান্তরিত হলো। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত পালনের মাধ্যমে ৪ জন স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁর ৫ জন পুত্র ও ৩ জন কন্যা সন্তান ছিলো। নাতি নাতনীর সংখ্যা ছিলো অগণিত। এ সম্বন্ধে "ছায়ের" কিতাবে বিস্তারিত লিখা আছে, যা এ সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। "ছায়ের" কিতাবটি শিক্ষার্থী অবশ্য পাঠ করা উচিত। হযরত শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কারামত সম্বন্ধে লিখতে গেলে একটা পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। তাঁর কারামাত সম্বন্ধে শুধু এতটুকুই বলা চলে যে তিনি ছিলেন কারামাত রাজ্যের রূপকথার এক মনোমুগ্ধকার রাজকুমার। যদি কোন দুঃশচরিত্র, নীচ ও হীন ব্যক্তিত্ব তাঁর নিকট মুরিদ হওয়ার জন্য আসতো তাকেও তিনি ইলাহির রহমতের ভাণ্ডার হতে এমনভাবে করুণা দান করতেন, যার ফলে সে অধম ব্যক্তিও মুরিদ হওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয়ে মারফতের অতি উচ্চস্তরে পৌছে যেতো। তাঁর খলিফার সংখ্যা ছিলো ৪৫,৩৪২ জন এবং মুরিদের সংখ্যা যে কত লক্ষ ছিলো তা 'খলিফার' সংখ্যা হতে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবানের রাজত্বকালে হিজরী ৬৬৮ সালের ৫ই মহররম মঙ্গলবার দিন ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মাজার শরীফ পাকপাটানে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার করুণা বর্ষিত হোক পাঠক, লেখক ও অনুবাদকের উপর।

আমিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম মজলিস

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ মাহ্বুবে এলাহি নিজামউদ্দীন আউলিয়া কুদ্দেসি সির রুহুল আজীজ তার রচনায় বর্ণনা করেছেন যে ৬৫৫ হিজরীর রজব মাসের ১০ তারিখে বুধবার আমি হযরত সায়্যেদুল আবেদীন সন্দুল আরেফীন খাজা শায়খ ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহির কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তিনি তাঁর পবিত্র দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে শিষ্যত্বে স্থান দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কুল্লাহ চাহার তর্কী (চার টুকরা কাপড়ের তৈরী এক ধরনের টুপী)* তাঁর খিরকার (আজানু লম্বা জামা) পকেট হতে বের করে আমাকে পরিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজের পবিত্র খিরকা ও এক জোড়া খড়মও দান করলেন এবং এরশাদ করলেন, "আমার ইচ্ছা ছিলো হিন্দুস্থানের বেলায়েত কোন অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করবো কিন্তু তুমি রাস্তায় ছিলে তাই আমার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার ইলহাম হলো, "এ নেয়ামত নিজামউদ্দীনের প্রাপ্য, যখন সে আসবে, তাকে দান করবে।" এরপর আমার ইচ্ছা হলো প্রারম্ভিক প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ আর একবার কদমবুসি করবো। কিন্তু তাঁকে দেখার পর এমন বিহ্বল ও ভীত হয়ে পড়লাম যে আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা ও বাসনা ভুলে গেলাম। হুজুর তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, আমার প্রতি তোমার প্রেম উত্তপ্ত ও অত্যধিক ছিলো। তারপর বললেন, লেকুল্লে দাখেলুন দাহাস্তা لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَتِهٖ - অর্থাৎ প্রত্যেক নব্য প্রবেশকারীর মনেই এরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এরপর বললেন, "আমার প্রতি খেয়াল করো আমি যা বলি তা অতি যত্নে মনে রাখো।" আমি ভুলে যাবো এ সন্দেহে তিনি পুনরায় বললেন, 'সেই সব মুরীদই ভাগ্যবান যারা পীরের মুখ হতে নিঃসৃত বাণী অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং লিখে রাখে। যারা এরূপ করে তারা প্রতিটি অক্ষরের জন্য হাজার বছর ইবাদতের ছওয়াব লাভ করবে এবং ইহলোক ত্যাগ করার পর শ্রেষ্ঠ বেহেস্তে স্থান পাবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতার পংক্তি দু'টো আমাকে শোনালেন।

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে খাজা গরীব নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত আনিসুল আরওয়াহ্ পাঠ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اے اتش فراقت دلها کباب کرده
سیلاب اشتیاقت جانها خراب کرده ۔

বাংলা ঃ আয়ে আতশে ফিরাকত দিল্‌হা কাবাব কার্‌দাহ
সয়লাবে ইশতিয়াকাত জান্‌হা খারাপ কার্‌দাহ।

বাংলা ঃ হে বিচ্ছেদের অগ্নি করেছো কাবাব তার অন্তর,
আকাঙ্ক্ষার বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে যার প্রাণ।

এরপর এরশাদ করলেন যে, লোকদের এমন থাকা উচিত যেন মুহাব্বাত তাদের প্রতি সর্বাবস্থায় বর্ষিত হয়, কেননা এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত হয় না যখন অন্তরে এ আওয়াজ না আসে যে, زنده دل وه هے جسمیں محبت خدا هے জিন্দা দিল ওহ হ্যায় জিসমে মুহাব্বাতে খোদা হ্যায়। অর্থাৎ সেই অন্তরই জীবিত যার মাঝে খোদার মুহাব্বাত বিদ্যমান। এরপর 'দরবেশী' সম্বন্ধে বললেন যে, 'দরবেশীটা সম্পূর্ণ একটা গোপনীয় ব্যাপার এবং খিরকা (আজানু লম্বা জামা) পরা তারই সাজে যে মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সম্প্রদায় লোকের সম্বন্ধে কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা বাক্যালাপ না করে এবং দুনিয়ার যে সব জিনিসপত্র তার নিকট আসে সে সবই আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বিলিয়ে দেয়, যার মধ্য হতে একটা কানাকড়িও যেন কোন কারণে জমা করে না রাখে। এরপর এরশাদ বললেন যে আসহাবে তরীকত (তরীকতের সঙ্গীগণ) ও মাশায়েখে কুবার (সম্মানিত আধ্যাত্মিক শিক্ষক, গুরু ও পীরগণকে বুঝায়) তাঁদের উপক্রমে বর্ণনা করেছেন যে যাকাত তিন প্রকারে বিভক্ত।

১। যাকাতে শরীয়ত (শরীয়তের নিয়মানুযায়ী যাকাত)

২। যাকাতে তরীকত (তরীকতের নিয়মানুযায়ী যাকাত)

৩। যাকাতে হকিকত (আল্লাহ্ প্রাপ্তদের নিয়মানুযায়ী যাকাত)

যাকাতে শরীয়ত ঃ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যাকাত, যেমন শতকরা ২½% হিসেবে (অবশ্য যে পরিমাণ টাকা থাকলে তার উপর যাকাত ধার্য্য)। অর্থাৎ দু'শ টাকার জন্য ৫ টাকা যাকাত প্রদান করা।

যাকাতে তরীকত ঃ যাকাতে তরীকতের হিসাব হচ্ছে দু'শ টাকার মধ্যে নিজের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা রেখে ১৯৫ (একশত পঁচানব্বই) টাকা যাকাত হিসেবে প্রদান করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাকাতে হকিকত ঃ হকিকত পন্থীদের যাকাতের নিয়ম হচ্ছে নিজের কাছে যা থাকে সব বিলিয়ে দেয়া। অর্থাৎ দু'শ টাকা থাকলে দু'শ টাকাই বিলিয়ে দেয়া, কেননা দরবেশী হচ্ছে আল্লাহতে বিলীন হওয়ার পথ। সুতরাং লয়প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু থাকা অন্যায়।

এরপর হুজুর এরশাদ করলেন যে, আমি হযরত খাজা শায়খ শিহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দর্শন পেয়েছি এবং তাঁর সান্নিধ্যে কয়েকদিন খেদমত করার সুযোগও লাভ করেছিলাম। তখন দেখেছি যে, এমন কোন দিন ছিলনা, যে দিন তাঁর খানকাহ্ শরীফে ১০/১২ হাজার ফুতুহ (নজর, নিয়াজ, হাদিয়া ইত্যাদি) না আসতো। কিন্তু সমস্ত জিনিস সেই দিনই তিনি আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। এক পয়সাও সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতেন না। তিনি বলতেন যদি আমি যেদিনের জিনিস সেদিন বিলিয়ে না দিই তাহলে আমাকে দরবেশ বলা হবে না বরং ধনী বলা হবে। এরপর এরশাদ করলেন যে ধৈর্য ও অভাবই হচ্ছে দরবেশের সঙ্গী। যদি দরবেশের নিকট কোন প্রকার নজর নিয়াজ (ফুতুহ) নাও আসে তবু সে বলবে না যে আমি কিছু পাইনি। 'সুলুকে'র কিতাবে বর্ণিত আছে, মালেক বিন্ দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি একজন বুজুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। উভয়ে আলাপ আলোচনা করতে করতে আহারের সময় হয়ে গেলো। দরবেশের মেয়ে লবণ বিহীন দুটো গমের রুটী দুজনের জন্য সম্মুখে এনে রাখলো। দরবেশ মালেক বিন্ দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহিকে আহারের জন্য অনুরোধ জানালো। মালেক বিন্ দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অনুরোধে শরীক হলেন। কিন্তু রুটী কামড় দিয়ে দেখেন রুটীতে লবণ নেই। তিনি বললেন, রুটীতে নিমক নেই, একটু নিমক হলে ভালো হতো। দরবেশের মেয়ে যখন এ কথা শুনলেন তখন তিনি দৌড়ে মুদি দোকানে গেলেন এবং নিজের লোটাটি বন্ধক রেখে নিমক এনে আহারের জন্য পেশ করলেন। উভয়ে নিমক সহকারে আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। আহারের পর মালেক বিন্ দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ্ তায়ালার শুকুর গুজারী করে বললেন, 'ধৈর্য ধারণ করা ভালো'। দরবেশের মেয়ে মালেক বিন্ দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এ উক্তি শুনে বললেন, "যদি আপনার নিজের ধৈর্য হাসিল হয়ে থাকতো তাহলে নিমকের জন্য আমার লোটা বন্ধক রাখতে হতোনা এবং দরবেশ বললেন, আজ ১৭ বছর হলো নিজের নফসকে নিমক হতে বঞ্চিত রেখেছি। আমি এখন এও জানিনা যে নিমকের রং কেমন! হে মালেক, তুমি কি আমাকে আহার সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছ? মালেক, প্রকৃত দরবেশী অন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিনিস এবং পোষাকী দরবেশী অন্য জিনিস। তুমি কি জাননা দরবেশদের উপর কি ধরণের দুঃখ, কষ্ট, বালা, মসিবত, বাধা, বিপত্তি নিপতিত হয়? দরবেশের কথায় তিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন।

পরবর্তী আলোচনা খিরকা সম্বন্ধে শুরু হলো, হুজুর এরশাদ করলেন যে হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ হতে ফিরে আসার পর নিজের সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুমদেরকে ডেকে এরশাদ করলেন যে আমার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হয়েছে যে, আমার দরবেশী খিরকা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করবো যে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। আমি জানিনা, সঠিক উত্তর আমি কার নিকট হতে পাব? প্রথম আমিরুল মু'মেনীন হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদি আল্লাহু আনহু-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, যদি আমি তোমাকেই এ দরবেশী খিরকা দান করি তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? **হযরত আবু বক্‌র সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহু জওয়াব দিলেন, বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবো, মওলার বন্দেগীতে কছুর (ত্রুটি) করবো না এবং যে সব মাল আমার নিকট আছে এবং ভবিষ্যতে যা আসবে তার সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিব।** এরপর হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ওমর এ খিরকা যদি তোমাকে দেয়া হয় তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? **আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আপিন যদি আমাকে এ দরবেশী খিরকা দান করেন তাহলে বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবো; আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো এবং অত্যাচারীদের প্রতিশোধ নিব।** তারপর হযরত ওসমান গণী রাদি আল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমাকে এ দরবেশী খিরকা প্রদান করা হয় তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? **উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খিরকা যদি আপনি আমাকে দান করেন তাহলে আমি উদারতা, বদান্যতা ও বিনয়াবনতা অবলম্বন করবো অর্থাৎ এ খিরকার যে হক আছে তা পরিপূর্ণরূপে আদায় করবো।** সর্বশেষে আমিরুল মো'মেনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, যদি এ দরবেশী খিরকা তোমাকে দেয়া হয় তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? **উত্তরে হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া সরদারে দু' আলম, যদি আমাকে এ খিরকা**

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দান করেন তাহলে আমি আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত বান্দাদের ও এ খিরকার গোপনীয়তা রক্ষা করবো। হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ জবাবই প্রকৃত জবাব যা হযরত আলী প্রদান করেছে। অতএব এ দরবেশী খিরকা তাকেই দেয়া হলো। বলতে বলতে হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং হায় হায় করে কেঁদে উঠলেন ও জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে এলে পুনরায় বলতে লাগলেন, দরবেশী হলো গোপনীয়তা। দরবেশের উচিত এ চারটি কথা স্মরণ রাখা। যদি এ চার জিনিস তার মাঝে না দেখা যায় তা হলে তাকে দরবেশ বলা চলবেনা।

(১) আল্লাহ্‌র বান্দাদের দোষ-ত্রুটি হতে নিজের চোখকে বন্ধ করে রাখা।

(২) অকথ্য কথা শ্রবণ করা হতে নিজের কানকে বধির করে রাখা।

(৩) আয়াশ আরামের আলোচনা হতে নিজের জিহ্বাকে বোবা করে রাখা।

(৪) নফসের খায়েসে যদি পা কোন নাজায়েজ বা কোন অপ্রয়োজনে কোথাও যেতে চায় তাহলে তাকে ল্যাংড়া করে রাখা।

যখন এ চার জিনিস তার হাসেল হবে তখন তাকে দরবেশ বলবে, তা না হলে সে মিথ্যা দরবেশীর দাবীদার। এরপর বললেন, শায়খ শিহাবউদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি ৪০ বছর চোখে পর্দা (পট্টী) বেঁধে রেখেছিলেন। কোন একজন এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, পট্টী এ জন্য বেধেছি যে মানুষের দোষ ত্রুটি যেন চোখে না পড়ে। তোমরা কেউ যদি এ রকম কিছু দেখো তা হলে উচিত হবে তা কারও কাছে প্রকাশ না করা। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম মোরাকাবায় বসলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মোরাকাবায় অতিবাহিত করার পর মাথা উত্তোলন করে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, দরবেশদের এমন হওয়া উচিত নয় যে, যেভাবে তার ইচ্ছা হবে সেভাবেই চলবে। যখন শায়খুল ইসলাম আলোচনায় ব্যস্ত তখন মুহাম্মদ শাহ নামে তাঁর এক পীর ভাই খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে বসার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশানুযায়ী সে বসে পড়লো। কিন্তু তার চেহারায় একটা বিশাদের ছাপ লেগেছিলো। কারণ তার ভাই মৃত্যু পথের যাত্রী ছিলো। হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা পীর ভাইয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন অবস্থা কেমন?" তার উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাও তোমার ভাই সুস্থ হয়ে গেছে।" মুহাম্মদ শাহ আদবের সঙ্গে উঠে আদব সহকারে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হলো। যখন বাড়ীতে পৌঁছলো তখন দেখলো যে তার ভাইয়ের অসুস্থতা দূর হচ্ছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। তার শরীরে তখন আর অসুস্থতার কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন যে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খুতবার মাঝে প্রায়ই পাঠ করতেন, 'আমি হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিঁ ওয়া সাল্লামকে জীবনেও দেখিনি যে তাঁর নিকট কোন নজর হাদিয়া পৌঁছলে তা তিনি সকাল হতে সন্ধ্যার মধ্যে বিলিয়া না দিতেন। অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় তাঁর নিকট কোন নজর হাদীয়ার জিনিস অবশিষ্ট থাকতো না।

এ আলোচনার সময় মাওলানা বদরুদ্দিন ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি আরজ করলেন যে اِسْرَاف (ইস্‌রাফ অর্থাৎ ব্যয়বহুলতা, অপচয়, অপব্যয়) কি এবং এর মাত্রা ও সীমা কতদূর পর্যন্ত? উত্তরে তিনি বললেন, যে খরচ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ধর্মের নিয়তে জনকল্যাণে নয় সেটাই 'ইস্‌রাফ' বা অপব্যয় এবং যদি সমস্ত জগতের ঐশ্বর্যও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা হয় তবু সেটা অপব্যয় বা ইস্‌রাফ নয়। হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন এ অমিয়বাণী বর্ণনা করছিলেন তখন যোহরের নামাজের আজান ভেসে এলো। তিনি মজলিস বরখাস্ত করে নামাজে নিমগ্ন হলেন। অন্যান্যরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

—আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় মজলিস

৬৫৫ হিজরীর ১৬ই রজব, সোমবার। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী, শায়খ জামালউদ্দিন হাছবী, মাওলানা শরফউদ্দিন নিবিয়াই ও কাজী হামিউদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি খেদমতে হাজির ছিলেন। হুজুর এরশাদ করলেন, দরবেশদের নিকট ধনী-দরিদ্র যে কেউ আসুক তাঁর উচিত কাউকে নিরাশ না করা, যা কিছু উপস্থিত থাকে তা তাদেরকে প্রদান করা। এরপর বললেন যে, অনেকে আছে যারা আমার নিকট কিছু নজর নিয়ে আসে, কিন্তু যদি কোন ফকির শূন্য হাতে আসে তাহলে আমার জন্য ফরজ হয়ে যায় তাকে কিছু দান করা। এবার তাঁর চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সাহাবাগণ আসতেন এবং যে সব উপদেশ, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ ও জ্ঞান অর্জন করতেন সে সব তাঁরা তাঁদের অনুপস্থিত ভাইদের নিকট বলতেন এবং সে সমস্ত পালনের জন্য উপদেশ দিতেন। এরপর বললেন শহীদুল মুহাব্বাত হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিয়ম ছিলো, যেদিন তাঁর লঙ্গরখানায় কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য মওজুত থাকতোনা সেদিন তিনি খানকার খাদিম শায়খ বদরুদ্দিন গজনবীকে বলতেন যদি পানি মওজুদ থেকে থাকে তাহলে পানিই পরিবেশন কর। কেননা এ দিনটিও যেন অনুগ্রহ ও দান হতে বাদ না পড়ে। এরপর এরশাদ করলেন, বাগদাদ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যখন আমি ভ্রমণ করেছি তখন খাজা আযল সিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আমি তাঁকে সালাম পেশ করলাম তিনি সালামের জবাব দিয়ে মুসাফা (ইসলামী কায়দায় করমর্দন) করলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—

بیا اے لنگر عالم که نیك آمدی -

বিয়া আয়ে লঙ্গরে আলম কে নেক আমদি

"হে লঙ্গর বিশারদ পবিত্র তব আগমন"

আমি এ কথা শুনে বসে গেলাম। তিনি তাঁর কৃপা ও দয়া দ্বারা আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বর্ণনা করলেন। তাঁর অভ্যাসের মধ্যে দেখলাম তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অভ্যাগতদেরকে শূন্য হস্তে বিদায় দেন না। বিশেষ করে আমি কখনও দেখলাম না যে কোন আগন্তুক তাঁর নিকট হতে খালি হাতে গেলো। যখন কিছুই থাকতোনা তখন তিনি নিজের শুকনো খোরমা হতে দান করতেন। আমার বিদায় সময়ে তিনি দোয়া করলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা তোমার রিজিক্ বৃদ্ধি করুন।" আমি ফেরার পথে শুনতে পেলাম তিনি 'বাক্সিদ্ধ মহাপুরুষ' যাকে যখন যা বলেন সাথে সাথে তাই হয়ে যায়। এমন কি এ দোয়া তার পরবর্তী বংশধরদের পর্যন্তও স্থায়ী থকে। ঐ অঞ্চলে আরও একজন খ্যাতনামা বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো; সৌজন্য বাক্য বিনিময়ের পর তিনি আমাকে বসতে বললেন, আমি তার আদেশ পালন করলাম। তাঁর বাসস্থান ছিলো জনকোলাহল হতে বহু দূরে, নির্জনে; যেখানে পশু পাখির আনাগুনাও ছিলোনা। এ অবস্থা দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, এ বুজুর্গ এ নির্জনস্থানে কেন বাস করছেন এবং এর উদ্দেশ্যই বা কি? এ প্রশ্ন আমার মন হতে অন্তর্ধান না হতেই তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "হে ফরিদ, ৪০ বছর অতিবাহিত হলো আমি এ বিজন গুহায় বাস করছি। জঞ্জাল ও আবর্জনা প্রীতি এড়ানো ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য এর পিছনে নেই।' আমি তাঁর সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি (কাশ্ফ) অবলোকন করে বিহ্বল হয়ে তাঁর কদম মোবারকে মাথা রাখলাম এবং কিছুদিন তাঁর খেদমতে কাটালাম। এরপর সেখান থেকে বোখারার দিকে রওয়ানা হলাম। বোখারায় শায়খ সায়ফউদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর মজলিসে প্রবেশ করে সালাম নিবেদন করলাম। তিনি বসার জন্য নির্দেশ দিলে বসে পড়লাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ছেলে একদিন সাহেবে খান্কা (দরবেশী আশ্রমের অধিশ্বর) হবে। একটু পরে তাঁর পবিত্র কাঁধে রক্ষিত কম্বলটি নামিয়ে আমাকে দান করলেন এবং বললেন, এ গলীম (পশমী কম্বল) গায়ে জড়িয়ে নাও। আমি তাঁর এ নির্দেশকে সৌভাগ্য মনে করে পালন করলাম এবং কিছু দিন তাঁর খেদমতে অতিবাহিত করলাম। এর মধ্যে এমন কোনদিন দেখলাম না যেদিন এক হাজার লোকের কম তাঁর দস্তরখানে আহার করে এবং আগন্তুকদের মধ্য হতে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। এর পর আমি সেখান হতে রওয়ানা হয়ে এক মসজিদে রাত্রি যাপন করলাম। শুনতে পেলাম সেখানে ইবাদতখানায় এক বুজুর্গ বাস করেন। আমি শুনামাত্র তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং মহামান্যের দর্শনে ভাগ্যবান হলাম। তিনি তখন ধ্যানমগ্ন হয়ে ঐশী-অচৈতন্য-লোকে দণ্ডায়মান ছিলেন। চার দিন পর তিনি চেতনার জগতে ফিরে এলেন। আমি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সালাম আরজ করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করেছো, এখন বসো। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। তিনি তাঁর নিজের কথা বলতে লাগলেন, "আমি হযরত শাম্স্উদ্দিনের বংশধর। ত্রিশ বছর যাবৎ এখানে বাস করছি। হে ফরিদ, এ ৩০ বছরে ভয় ও ভীতি ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারিনি। আমার বিশ্বাস তুমি এর কারণ বুঝতে পেরেছো।" আমি বললাম, আপনার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি, দয়া করে জ্ঞান দান করলে বাধিত হব। তিনি বললেন, এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী পথ। যে ব্যক্তি এ পথে পা রেখেছে সে মন্জিলে মাকসুদে পৌছে গেছে। বন্ধুর মিলন সে লাভ করবে। যদি এ পথে বন্ধুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ পা রাখে তাহলে সে জ্বলে যাবে। এরপর বললেন, যেদিন আমার ইলাহির বন্ধুত্ব হাসেল হলো সেদিন আমার ও আল্লাহ্ তায়ালার মাঝে ৭০ হাজার পর্দা ছিলো। আওয়াজ হলো সামনে এসো, তখন প্রথম পর্দা উঠে গেল। দেখলাম একটা দরবারে বন্ধুর সহচর নিজের দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ রেখেছে এবং বলছে আমি তোমার দর্শন প্রার্থী। এর পর দ্বিতীয় পর্দা উঠে গেলো, সেখানেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। এমনিভাবে যখন খাস ও প্রকৃত পর্দার নিকট পৌছলাম তখন আওয়াজ হলো, হে অমুক, এ পর্দা সেই উন্মোচন করতে পারে যে দুনিয়াকে ত্যাগ করে নিজের অস্তিত্ব হতে ভিন্ন হয়ে আমার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। আমি আরজ করলাম, আমি সব কিছুকে বর্জন করেছি। আওয়াজ হলো, যদি তুমি সকল জিনিস ত্যাগ করে থাক তাহলে তুমি আমারও বন্ধু হলে! তারপর আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজেকে এ ইবাদতখানায় দেখতে পেলাম। হে ফরিদ, অবশ্যই বুঝতে পারছো যে, এ পথে সমস্ত কিছু ত্যাগ করেই আল্লাহ্ তায়ালার আপন ও বন্ধু হতে হয়। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন যে, তাঁর সাথে এ সব কথাবার্তায় সন্ধ্যা নেমে এলো, আমি তাঁর সঙ্গে এক সাথে নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষ হওয়ার পর দেখতে পেলাম অদৃশ্যলোক হতে চারটে রুটী ও দু' পেয়ালা ঝুল (সুরওয়া) নেমে এলো। তিনি আমাকে আহার করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি এক সঙ্গে তাঁর সাথে ঐ খাবার খেলাম সে খাবারের স্বাদ অকল্পনীয় ও অভূতপূর্ব ছিলো, যা আজও আমি অন্য কোন খাবারের মাঝে পাইনি। আমি সে রাত সেখানেই কাটালাম। পরে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুলতান পৌছলাম। শ্রদ্ধেয় মাওলানা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমার সাথে হাত মুসাফা করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বীয় কর্মে কতদূর অগ্রসর হয়েছো? আমি উত্তরে বললাম, আমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কর্মের পূর্ণতা এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, যদি আমি এ চেয়ারটিকে, যেটায় আপনি উপবিষ্ট আছেন, উড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেই তাহলে সাথে সাথে সে হাওয়ার উপর ভর করে চলতে থাকবে। এ কথা আমার মুখ থেকে সম্পূর্ণ নির্গত হওয়ার পূর্বেই চেয়ারটি মাওলানাকেসহ হাওয়ায় ভাসতে লাগলো। হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া নিজের হাত চেয়ারের উপর মেরে নির্দেশ দিলেন নীচে নেমে যাও। কিন্তু চেয়ার তাঁর নির্দেশ মানলো না। পরে তিনি আমাকে বললেন। তুমি অত্যন্ত উচ্চ স্থানে পৌঁছেছ। আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে দিল্লী গেলাম। দিল্লীতে আমি কয়েকদিন বিশ্রাম নিলাম। আমি হযরত খাজা শায়খ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী আউশী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর গোলামী হাসিল করেছি এবং এ গোলামীর মাধ্যমে যে আজমত ও নিয়ামত লাভ করেছি তা এ সব সফরের কোন ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে লাভ করতে পারিনি। আমি তাঁর মুরীদ হলাম। তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর দয়া ও করুণার দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, ফরিদ স্বীয় কর্মে পরিপূর্ণতা (কামালিয়াত) অর্জন করার পর আমার নিকট এসেছে। তিনি এ কথা বর্ণনা করার সময় এতো জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে বেহুশ হয়ে গেলেন। তিন দিন পর যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার বীর পুরুষগণ বহু বুজুর্গের সঙ্গ ও নৈকট্যলাভের সৌভাগ্য অর্জন করার পরই এমন উচ্চাসনে স্থান পেয়েছে। এ সৌভাগ্যের পথ সমস্ত বনি আদমের জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে এবং আল্লাহ্ তায়ালার আশীষও সকলের জন্যই খোলা আছে কিন্তু গ্রহণকারীকে বীরদীপ্ত হতে হয়, যাতে সে জীবনের সাথে সংগ্রাম করে উচ্চারোহণের সোপানগুলো অতিক্রম করতে পারে। এরপর এরশাদ করলেন, এ পথে ভ্রমণ করবে আন্তরিকতার সাথে, যে পদক্ষেপ হবে সিদ্দিকের মতো আর চর্মচক্ষু ব্যতীত অবলোকন করবে। তা না হলে কোন অবস্থাতেই নৈকট্যের স্তরে পৌঁছতে পারবে না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত রূবাই পাঠ করলেন।

تو راه نرفته ترا ننمودند
ورنه که زداین در که برو نه کشودند
جان در ره دوست باز اگر میخواهی
تو نیز چناں شوی که ایشاں بودند -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা ঃ তু রাহে নারাফ্‌তা তুরা না নামুদান্দ
বরনাহ কে যাদায়েঁ দর কে বরু না কাশুদান্দ
জান দর রাহে দোস্ত বাজ আগার মিখয়া'হি
ত নিজ চুনাঁ শবি কে ইশাঁ বুদান্দ।

অর্থ ঃ তুমি রাস্তায় চল নাই তাই তুমি দেখ নাই
দরজায় আঘাত না হানলে সেটা খুলবে না।
বন্ধুর পথে প্রাণ দিতে ডাকলে প্রত্যাবর্তন করো না
যদি এমন হও তবেই তাঁকে পাবে।

হযরত শায়খুল ইসলাম পুনঃপুনঃ এ রূবাই আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং প্রতিবারই আবৃত্তি শেষ করে মাথা সেজদাবনত করে রাখতেন। পুনরায় মাথা উত্তোলন করে আবার সেটা পাঠ করতেন এবং আবার সেজদাবনত হতেন। এ রকম করতে করতে যোহরের নামাজের সময় হয়ে গেলো। মুয়াজ্জেন আজান দিলে তিনি উঠে যেয়ে নামাজে নিবিষ্ট হলেন। মজলিস শেষ হলো।

—আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয় মজলিস

৬৫৫ হিজরী, ২রা রজব, বুধবার। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। শায়খ বোরহানউদ্দিন গজনবী, শায়খ জামালউদ্দিন হাসবী, মওলানা নাসেহউদ্দিন পেসর, হাজী কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী, মাওলানা শামসউদ্দিন বোরহান এবং অন্যান্য মাশায়েখীনে ইজাম রেদওয়ানাল্লাহ্ তায়ালা আলাইহিম খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হুজুর এরশাদ করলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন— حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ - হুব্বুদ্‌দুনিয়া রায়াসু কুল্লু খাতিয়াতিন অর্থাৎ দুনিয়া-প্রেম সমস্ত পাপের মূল। অন্য একটি হাদীসে আছে— مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا مَلَكَ وَمَنْ اَخَذَ الدُّنْيَا هَلَكَ - মান তারাকাদ্‌দুনিয়া মালাকা ওয়ামান আখাজাদ দুনিয়া হালাকা অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করেছে সে ফেরেস্তা হয়ে গেছে এবং যে দুনিয়াকে আঁকড়িয়ে ধরেছে সে ধ্বংস হয়েছে। হযরত সোহেল তসতরী হতে বর্ণিত আছে যে দুনিয়া এবং দুনিয়া-প্রেম হতে বড় কোন পর্দা (প্রতিবন্ধকতা) আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে নেই। দুনিয়ার প্রতি যে যতটুকু আকৃষ্ট হবে সে ততটুকু আল্লাহ্ হতে দূরে থাকবে। এ সম্বন্ধে একটা উপমা দিয়ে বললেন যে, ধর একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সে সম্মুখের সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে কিন্তু সে যদি মুখ পিছনের দিকে ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে সে সামনের কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত দুনিয়ার প্রতি প্রেমাশক্ত না হওয়া; যদি হয় তাহলে আল্লাহ্ হতে বিচ্ছিন্ন হবে। এরপর এরশাদ করলেন যে, আমি আমার পীর ও মুর্শেদ হতে শুনেছি তিনি তাঁর উস্তাদের বরাত দিয়ে বলেছেন, যখন মানুষ দুনিয়ার প্রেম হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে নিজের অন্তর-মনকে পবিত্র করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার জেকেরে নিবদ্ধ হয় এবং সমস্ত কিছু হতে নিজেকে দূরে রাখে তখন আল্লাহ তায়ালার বন্ধুত্ব লাভ হয়। যদি এরূপ না করতে পারে তাহলে কস্মিনকালেও উদ্দেশ্য সফল হবে না। এরপর বললেন, দেহের জন্য যেমন জীবন-মৃত্যু রয়েছে তেমনি হৃদয়ের জন্যও জীবন ও মৃত্যু রয়েছে। দেহ হতে রূহ বেরিয়ে গেলে যেমন তাকে দাফন করতে হয়। কিন্তু অন্তরের মৃত্যু অন্য ধরনের। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا আওয়া মান কানা মায়তান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট না হওয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার জেকেরে নিমগ্ন থাকা। এরপর এরশাদ করলেন যে মানুষের অন্তর কিন্তু এর বিপরীত। তারা সর্বদা উত্তম খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়, আনন্দ এবং কাম প্রবৃত্তিতে সমাবৃত হয়ে পড়ে। আলস্য তার উপর ভর করে এবং কামনা ও বাসনার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, আল্লাহ্তায়ালার জেকের হতে নিবৃত হয়ে নানান কু-প্ররোচনায় পতিত হয় এবং এ ভাবেই তাদের অন্তর অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ে। অন্তরের এ অবস্থাকেই অন্তরের মৃত্যু বুঝায়। যেমন মাটিতে ঝোপ-ঝাড়ের আধিক্যে আলো প্রবেশ দুর্ভেদ্য হয়; সেখানে বীজ বপন করলে চারা গজায় না। অন্তরের অবস্থাও ঠিক এরূপই হয়ে থাকে। পূর্ব হতে সেখানে কু-প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করে আল্লাহ্তায়ালার খেয়াল হতে বিমুখ হয়ে পড়েছে। যে অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু প্রাধান্য পায় না সে অন্তরই জীবিত এবং এমন অন্তরই উজ্জ্বল অন্তরের দৃষ্টান্ত। এরপর এরশাদ করলেন যে, "উমদাহ" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এ পথ হচ্ছে পবিত্র হৃদয়ের পথ। পবিত্র হৃদয় একজনের তখনই অর্জন হয় যখন সে দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে বর্জন করে এবং সমস্ত লোভ লালসা আশা-আকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়ে পবিত্র হয়। দরবেশদের আমল ও দরবেশী এরূপই হওয়া উচিত। এ কথা বলতে বলতে হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং তিনি বললেন যে, যে দরবেশ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর সত্বাকে দুনিয়ার নিকট বিলিয়ে দেয় সে কখনও দরবেশ হতে পারে না বরং সে দরবেশ-নামের কলঙ্ক এবং তরীকত পন্থীদের মধ্যে আগাছা স্বরূপ। কেননা তার মাঝে দুনিয়ার আবর্জনা প্রবেশ করেছে। এরপর এরশাদ করলেন যে, বাগদাদে খা'জা আযল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মজলিসে শুনেছিলাম, তিনি হযরত সৈয়দ আত্তায়েফা রচিত "উমদাহ" কিতাবের বর্ণনা হতে বলেছিলেন যে, দরবেশদেরকে দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের সাথে সংস্রব রাখা হারাম। এরপর এরশাদ করলেন যে, একবার ইরাকের বাদশাহ এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো যে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো এবং এভাবে তিন বছর অতিবাহিত হলো। বাদশাহ হযরত শোহেল তসতরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর স্মরণাপন্ন হলো। খা'জা সোহেল তসতরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহের নিকট গমন করে নিজের হাত বাদশাহের শরীরে রাখতেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাতের সম্মানে তাকে রোগমুক্ত করলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ শোহেল তসতরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাজের কাফ্ফারা স্বরূপ সাত বছর পর্যন্ত দুনিয়াদারদের নিকট হতে দূরে সড়ে রইলেন। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে, বুজুর্গানে-দ্বীন ও তরীকার পীরগণের নির্দেশ রয়েছে–

صُحْبَةُ الْاَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ سَمٌّ قَاتِلٌ -

সোহ্বাতুল আগ্নিয়ায়ে লিল্ ফোকারায়ে সামুন কাতেলুন।

অর্থ—ধনীদের সঙ্গ ফকিরদের জন্য প্রাণনাশক যহর তুল্য।

অর্থাৎ ধনীদের সঙ্গ হতে ও দুনিয়ার সংস্রব হতে যথাসম্ভব বেঁচে থাকো। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে প্রেম করে তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করবে না। কেননা, দুনিয়া-প্রেম তার অন্তরে অস্ত্র হয়ে বসে আছে। যে তার সাথে প্রেম করবে সেও আক্রান্ত হবে। সম্মানিত সুফিগণ বলেন যে, যে দরবেশের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি সামান্যতম প্রেমও দেখা যাবে যে "মরদুদে তরীকত" অর্থাৎ এ পথে সে বিশ্বাসঘাতক।

এরপর জেকের সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ্তায়ালার জেকেরে এমন ভাবে মশগুল হতে হয় যেন লোমকূপগুলো জেকেরের মুখ হয়ে যায়। 'ইসরারুল আরেফীন' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হযরত খা'জা আবু সাঈদ আবুল খায়ের কুদ্দিস্সিররুহ এক সময় আল্লাহ্র জেকেরে এমনভাবে মশগুল ছিলেন যে প্রতিটি লোমের মূল হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁর ভক্ত-খেদমতগারেরা তাঁর আসনের নীচে পেয়ালা সংস্থাপন করে রেখেছিলো। কারণ, প্রবাহিত রক্ত যেন পেয়ালায় পতিত হয়। তাঁর জেকেরের হাল এমন ছিলো যে অল্প সময়ের মধ্যেই সে পেয়ালা রক্তে ভরে যাচ্ছিলো এবং ভক্তেরা তা পান করে ফেলছিলো।

এরপর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আসলে এ পথে পবিত্র অন্তঃকরণের প্রয়োজন। পবিত্র অন্তঃকরণ সেই লাভ করতে পারে যে প্রতিটি হারাম কর্ম হতে দূরে থাকে এবং দুনিয়াদারদের নিকট হতে পালিয়ে বেড়ায়। এমন না হলে তাদের কম্বল ও পশমী বস্ত্র পরিধান করা উচিত নয়। কেননা, এ কম্বল হযরত মূসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম, হযরত আদামু সফিউল্লাহ আলাইহিস্ সালাম, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম ও হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা সম্মানিত। এরপর এরশাদ করলেন যে, আমি হযরত খা'জা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, আমি হযরত খা'জা মওদুদ চিশ্তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে ১০ বছর উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে আমি কোন দিনও তাঁকে কোন ধনী ব্যক্তি বা কোন বাদশাহের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেখিনি। শুধুমাত্র জুমআ'র নামাজ পড়ার জন্য তিনি তাঁর বাসস্থান হতে জামে মসজিদে গমন করতেন। হযরত খা'জা মওদুদ চিশ্তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পবিত্র মুখে আমি শুনেছি যখন কোন দরবেশ কোন বাদশাহ্ অথবা ধনী ব্যক্তিদের দরজায় পা রাখে তখন তার কম্বল ও সাথের দরবেশী জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়া উচিত। প্রথমে তাকে নিষেধ করে সতর্ক করতে হবে যদি সে পথে না আসে তাহলে তার কম্বল ও খিরকা যা সে পরিধান করে সে সমস্ত আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়া দরকার। কেননা, দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের সঙ্গলাভকারী কখনও দরবেশ হতে পারে না। এ ধরনের দরবেশীর দাবীদার প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি বললেন, যখন কোন আহ্লে সূফ্ফা (সুফীগণ) বা কম্বল পরিধানকারীর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তখন সে দরবেশী পোষাক পরিধান করে গলায় শিকল লাগিয়ে ইলাহির দরবারে প্রার্থনা করে ঃ 'ইয়া ইলাহি, এ দরবেশী পোষাকের রবকতে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও।' তখন আল্লাহ্তায়ালা তার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। তিনি এরপর বললেন, যে ব্যক্তি পশমী জামা পরিধান করে তার উচিত নয় যে সে কোন চর্বি বা দুগ্ধজাত খাদ্য আহার করে এবং যে ব্যক্তি আহলে সুলুকের পোষাক পরিধান করে কোন বাদশাহ্ বা দুনিয়াদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং এ কাজকে উত্তম মনে করে তাহলে তার পোষাক সালেকদের মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গকারী রূপে চিহ্নিত হয়। তারপর তিনি বললেন, ইসরারুল আরেফীন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত জুন্নুন মিস্রী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট আরজ করলো, আপনার এক মুরীদ বাদশাহ্ ও দুনিয়াদারদের নিকট আসা-যাওয়া করে। তিনি সেই মুরীদকে উপস্থিত করতে নির্দেশ দেয়ায় তাকে উপস্থিত করা হলো। সে মুরীদ তখন দরবেশী পোষাকে সজ্জিত ছিলো। হযরত জুন্নুন মিস্রী রহমতুল্লাহি আলাইহি তার দরবেশী পোষাক ছিনিয়ে নিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলেন এবং সেই অবাঞ্ছিত মুরীদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিক্ষেপ করে বললেন, আম্বিয়া, আউলিয়া ও আরিফদের পোষাক প্রত্যেক দিন অপবিত্র লোকদের মাঝে নিয়ে যেয়ে কলোষিত করার পরও কি করে আশা করো যে এ বস্ত্র পরিধান করে ইলাহির মহিমান্বিতদের সম্মুখে আগমন করবে? না তা কোন অবস্থাতেই সম্ভব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নয়। এরপর হযরত মালিক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, তিনি উপরে নীচে তিনটি করে পোষাক পরিধান করতেন; যখন নামাজের সময় হতো তখন একেবারে উপরের ও নীচের পোষাক খুলে নিতেন এবং মাঝেরটা পরে নামাজ পড়তেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলতেন, উপরের পোষাক দুনিয়ার মলিনতায় মলিন। নীচের পোষাক শরীরের ময়লায় দূষিত, কিন্তু মাঝের পোষাকটি উভয় প্রকার দোষমুক্ত এবং এজন্যই আমি মাঝের পোষাক দ্বারা নামাজ সমাধান করতে উত্তম মনে করি। এরপর হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি বললেন, পূর্ববর্তীগণ এরূপ সংগ্রাম করেই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠতর স্তরে পৌঁছেছে। এ পর্যন্ত বলার পর পরবর্তী নামাজের সময় হয়ে গেলো। তিনি নামাজে নিমগ্ন হলেন। মজলিস বরখাস্ত (শেষ) হলো।

—আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ মজলিস

মঙ্গলবার, ২৭শে রজব, ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভে ভাগ্যবান হলাম। শায়খ জামালউদ্দিন হাছবী, শায়খ নজিবউদ্দিন মোতাওয়াক্কোল, শায়খ বদরুউদ্দিন গজনবী, শায়খ দবীরউদ্দিন ও অন্যান্য বহু বুজুর্গ হযরতের খেদমতে হাজির ছিলেন। আলোচনা শ'বে-মেরাজ ও তার ফজিলত সম্বন্ধে শুরু হলো। হুজুর বললেন, শ'বে-মেরাজ অত্যন্ত মহতি ও বরকতপূর্ণ রজনী। কেননা হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাত্রিতে ঊর্ধ্বলোকে স্রষ্টার সাথে স্বশরীরে সম্মুখ-সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যে ব্যক্তি এ রাতকে জীবন্ত রাখে অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগীর মাঝে সারা রাত জেগে থাকে, বহু প্রমাণ সাপেক্ষে বলা যায় যে তারও মে'রাজ লাভ হয়। অর্থাৎ মে'রাজের সৌভাগ্য ও তার ছওয়াব (পূণ্য) সেই ব্যক্তির কর্মফলে সংযুক্ত হয়। এরপর এরশাদ করলেন যে একবার আমি বাগদাদের পথে মোসাফির ছিলাম। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো কোন আল্লাহ-প্রাপ্ত মহাপুরুষের দর্শনের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হওয়া। বাগদাদে পৌঁছে আমার এ ইচ্ছা অনেকের নিকট প্রকাশ করলাম এবং বুজুর্গানে-দ্বীনদের সন্ধান করতে লাগলাম। বহু অনুসন্ধানের পর জানতে পারলাম দজলা নদীর তীরে এক বুজুর্গ বাস করেন। আমি তাঁর খেদমতে তথায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম তিনি নামাজে দণ্ডায়মান। তাঁর নামাজ শেষ না হওয়া অবধি আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাঁর নামাজ শেষ হলে আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, বসো। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। তাঁর চেহারায় দেখতে পেলাম একটা ভয়-বিহ্বলতা জড়িয়ে রয়েছে এবং চেহারাটা মনে হচ্ছিলো পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ ও আলোকিত। একটু পরে তিনি আমার প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, "কোথা হতে আসা হয়েছে?" আমি বললাম অযোধন হতে। তিনি বললেন, যদি বুজুর্গানেদ্বীনদের জিয়ারতের (দর্শনের) অভিপ্রায়ে বের হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে বুজুর্গী দান করবেন। আমি সম্মানে তাঁর প্রতি মস্তক অবনত করলাম। এরপর তিনি তাঁর নিজের কথা বলতে যেয়ে বললেন, হে মাওলানা ফরিদ, আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর হলো এ গুহায় অবস্থান করছি, আমি হযরত খা'জা জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বংশধর। জরি-বটী আমার খোরাক। গত রাতটা ২৭শে রজবের রাত ছিলো, আমি জাগ্রত ছিলাম। হে ফরিদ যদি তুমি এ রাতের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঘটনা শুনতে চাও তো বলি। আমি বললাম, অত্যন্ত সাগ্রহে শুনবো। তিনি বললেন, গত বিশ বছর যাবত রাত জেগে থাকি। কিন্তু গতরাতে হঠাৎ আমার চোখ বন্ধ হয়ে জায়নামাজে পড়ে গেছি; খোয়াব (স্বপ্ন) দেখলাম যে, ৭০,০০০ হাজার ফেরেস্তা অবতরণ করে আমার রুহকে আলমে বালায় (উর্ধ্ব জগৎ) নিয়ে গেলো। যখন প্রথম আসমানে পৌছলাম তখন দেখলাম ফেরেস্তাগণ পড়ছে 'সোবহানা জিল মুলকে ওয়াল মালাকুতে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কখন থেকে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে? আওয়াজ হলো, যেদিন হতে এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন হতে এরা এভাবে দাঁড়িয়ে এ তসবীহ পাঠ করছে। পরে দ্বিতীয় আসমানে পৌছলাম, ইলাহির কুদরত দেখে এমন বিস্ময়াবিভূত হলাম যার প্রশংসা ও অবস্থা বর্ণনার বহির্ভূত। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে এমন সৌন্দর্য ও আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস এখানে সংস্থাপন করেছেন যার তুলনা স্বচক্ষে দর্শন ব্যতীত উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এরপর আমি যখন আরশের নীচে পৌছলাম তখন আওয়াজ হলো, 'ওখানেই থামো', আমি দাঁড়িয়ে গড়লাম। আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমার দাদা হযরত জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মাথাটা একটু অবনত ও তাঁকে চিন্তিত মনে হলো। এমন সময় আমার নাম ধরে কেউ ডাক দিলো। আমি প্রতি উত্তরে "লাব্বায়েক বললাম"। নির্দেশ হলো ভালোই এসেছো এবং আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতও ভালোই করেছো। এখন তোমাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। তোমার স্থান ঈল্লীনে। আমি এ ফরমান শুনে আস্বস্ত হলাম এবং সেজদায় নত হলাম। পুনরায় নির্দেশ হলো, 'মাথা তুলো'। আমি মাথা উত্তোলন করে আরজ করলাম, আমি এর চেয়ে উচ্চতর দরজার আকাঙ্খী। আদেশ হলো, হে বান্দা, এ জায়গা হতে আগে যেতে পারবে না, মিরাজ তোমার এ পর্যন্তই। যখন এর চেয়ে অধিক কর্ম করবে তখন উচ্চতর দরজার উপযুক্ত হবে। আমি এ আওয়াজ শুনে আমার দাদা হযরত জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট এলাম এবং তাঁর পায়ে পড়ে গেলাম। পরে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এতো চিন্তিত ও মাথা অবনত করে ছিলেন কেন? তিনি বললেন, যখন তোমাকে এখানে আনা হলো তখন আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো এর দ্বারা কোন অন্যায় কার্য সমাধা হয়েছে যার জন্য একে এখানে আনা হয়েছে এবং এর জন্য আমাকে লজ্জা দেয়া হবে যে, তোমার নাতী তোমার তরীকার খেলাপ চলেছে। আমি এ কথা শুনে জেগে গেলাম এবং আমার দেহ এখানেই দেখতে পেলাম। হে ফরিদ, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, যে আল্লাহকে চায় আল্লাহ্তায়ালাও তাকে চায়। মানুষের উচিত নিজের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাধ্যাতীত চেষ্টা করতে থাকা। যে ব্যক্তি শবে মেরাজের রাত্রি জাগরণ করবে সে অবশ্যই এ রাতের সৌভাগ্য লাভ করবে। এ পর্যন্ত বলে তিনি নিশ্চুপ হলেন। আমি সে রাত তাঁর সাথেই কাটালাম এবং তাঁর বন্দেগীর পদ্ধতিও দেখতে পেলাম। তিনি এশার নামাজের পর মা'কুসের নামাজ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত পাঠ করেন। আমি সকালে সেখান থেকে বাগদাদে ফিরে এলাম। এর পর হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন যে, শবে মিরাজের রাত্রিতে নিম্ন প্রক্রিয়ায় ১০০ রাকাত নামাজ পড়া দরকার।

১। সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস ৫ বার (প্রত্যেক রাকাতে)

২। নামাজান্তে ৭ বার আস্তাগফার (সম্পূর্ণ)

৩। তারপর দরূদ শরীফ ১০০ বার (যে কোন দরূদ)

৪। এর পর সেজদায় নিজের প্রার্থনা জানাতে হবে। ইন্শাআল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা পূরণ হবে।

এরপর এরশাদ করলেন যে, কুতুবুল মাশায়েখ খা'জা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্তী সঞ্জরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, ২৭শে রজবের রাত্রি হলো রহমতের রাত্রি। যে ব্যক্তি এ রাতকে তাজা রাখবে আল্লাহ্তায়ালার জাত থেকে আশা করছি যে সে বধির থাকবে না। অর্থাৎ সে তার কাজের স্বীকৃতির ঘোষণা শুনতে পাবে। এরপর এরশাদ করলেন যে, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ২৭শে রজবের রাতে ৭০ হাজার ফেরেস্তা নিজেদের মাথায় ইলাহির নূরের তবক বহন করে জমীনে অবতরণ করে এবং যে ঘরে আল্লাহ্তায়ালার ধ্যানে লোক জাগ্রত থাকে তাদের মাথার উপর উক্ত নূরের তবক ঢেলে দেয়ার জন্য আল্লাহ্পাক নির্দেশ দেন। কথা বলতে বলতে হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি দুঃখ করে বলতে লাগলেন, জানিনা মানুষ কি কারণে এমন শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হতে দূরে থাকে। এ আলোচনা কালে হযরত শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি ছ'জন দরবেশ সঙ্গে নিয়ে হুজুরের খেদমতে হাজির হলেন এবং হযরত শায়খুল ইসলামের সন্নিকটে বসে পড়লেন। 'সামা' বা গান সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। যে যার জ্ঞান অনুপাতে সামা সম্বন্ধে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত জামালউদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সামা' অন্তরে শান্তি দান করে এবং প্রেমিকদেরকে গতিশীল করে ও প্রেম-সমুদ্রে সাঁতার কাটা শিখায়। এর সাথে আরও বললেন যে, প্রেমিকদের রীতি হচ্ছে যখন তারা বন্ধুর নাম শুনে তখন সম্মান প্রদর্শন করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এরপর হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, "সামার মধ্যে যে কিছু লোক বেহুশ হয়ে যায় তার কারণ কি?" হুজুর এর উত্তরে বললেন যে, বেহুশী (অচৈতন্যতা) "আলাস্তু বে রাব্বেকুম"* -এর দিন হতেই শুরু হয়েছে। সমস্ত রুহ যখন আলাস্তু বে রাব্বেকুম শুনেছিলো তখনই কিছু রুহ প্রেমাকর্ষণে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো। সেই বেহুশীভাবই পুণরায় প্রেমাকর্ষণে তার মাঝে ঝংকারিত হয়। এরপর সামস্ দবীর জমীনে চুমু খেয়ে আরজ করলেন, যেদিন আলাস্তু বে রাব্বেকুম বলা হয়েছিলো সেদিন কি সমস্ত রুহ একত্র ছিলো, না, পৃথক পৃথক ভাবে? উত্তরে তিনি বললেন, সকলে একত্র ছিলো। শামস্ দবীর দ্বিতীয় বার আরজ করলেন, তাহলে এতো যুদ্ধ বিগ্রহ দলাদলি রেশারেশি ও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক কেন? শায়খুল ইসলাম এর উত্তরে বললেন, ইমাম মুহম্মদ গায্যালী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, যখন আল্লাহ্তায়ালা বললেন 'আলাস্তু বে রাব্বেকুম' তখন সমস্ত রুহ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ১ম শ্রেণীতে যারা ছিলেন তাঁরা অন্তর ও মুখ দিয়ে বলেছিলেন, 'বালা' অর্থাৎ 'হাঁ, এবং সেজদাহ্বনত হলেন। এ রুহগুলো আম্বিয়া, আউলিয়া ও শহীদানদের মর্যাদা লাভ করে।

২য় শ্রেণীতে যারা ছিলো তারা অন্তর দিয়ে বললো এবং সেজদা করলো কিন্তু মুখ দিয়ে বললোনা। এ রুহগুলো কাফের (আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী) ও অন্যান্য বেদ্বীনদের ঘরে জন্ম নেয় কিন্তু পরবর্তীতে তারা মুসলমান হয়।

৩য় শ্রেণীতে যারা ছিলো তারা মুখে 'বালা' বলছে এবং সেজদা করেছে কিন্তু অন্তর দিয়ে বলেনি। এসব রুহ মুসলমানদের ঘরে মুসলমান হয়েই জন্ম নেয় কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়। সর্বশেষে কাফের হয়ে দোজখ ভোগ করবে।

৪র্থ শ্রেণীর রুহগুলো 'বালা' بَلٰى না মুখে বলেছে না অন্তরে। এমনকি তারা সেজদাও করেনি। এরা কাফের ও নাস্তিক হয়ে জন্ম নেয় এবং কাফের ও নাস্তিক হয়েই মৃত্যু বরণ করবে।

হযরত শায়খুল ইসলাম এরপর পুনরায় সামার প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন, যে সব প্রেমিক সামা শ্রবণ করে বেহুঁশ হয়, তারা ঐ দিনও বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো। সেই বেহুঁশী হতেই এ বেহুঁশীর জন্ম। সেই বেহুঁশী এই বেহুঁশীর

* আল্লাহ্তায়ালা মানব জাতির সমস্ত রুহ সৃষ্টির পর তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "আলাস্তু বে রাব্বেকুম", আমি কি তোমাদের রব নই?

মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। যখন সে বন্ধুর নাম শ্রবণ করে তখন 'গতি, বিহ্বলতা, অচৈতন্যতা ও শান্তি, (হরকত, হয়রাত, বেহুঁশী ও যওক) এ চার জিনিস তার প্রেম-সাগরে তরঙ্গ হয়ে তার প্রেমবীণায় ঝংকার দিয়ে বাজতে থাকে। এ সব মা'রফাতের কারণেই ঘটে থাকে অর্থাৎ যে পর্যন্ত মা'রফাত হাসেল না হয় সে পর্যন্ত এ চার জিনিসের উপলব্ধি সে করতে পারে না। কোরান শরীফে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

ওয়ামা খালাক্তু জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়া'বুদুন।

অর্থাৎ—আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার বন্দেগীর জন্য।

ইমাম জাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর তফসীরে বর্ণনা করেছেন, আহ্লে সুলুকদের নিকট 'লেইয়া'বুদুন' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে 'লে ইয়ারেফুন'—উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধুর পরিচয় লাভ করা। যে পর্যন্ত আল্লাহ্কে চেনা না যাবে সে পর্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধায় কোন মজা পাওয়া যাবে না। প্রেমিকের অন্তর দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যখন একজন অপর জনের প্রতি আশেক হয় সে যে পর্যন্ত না মাশুককে দেখবে সে পর্যন্ত পূর্ণ আশেক হতে পারবে না। অনুরূপভাবে এক বন্ধু যখন অন্য বন্ধুকে না দেখে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুত্ব মজবুত হয় না বা বন্ধুত্বই হয় না। তরীকত ও হকীকতেরও একই হুকুম ঃ "যে পর্যন্ত আল্লাহ্র জাতের পরিচিতি না পাবে সে পর্যন্ত সে আউলিয়াদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না এবং যে পর্যন্ত কেউ নিজেকে অন্য কোন প্রকৃত ওলিআল্লাহ্র সাথে আবদ্ধ না করবে সে পর্যন্ত বন্দেগীর আনন্দ হাসেল হওয়া দুষ্কর।" এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন যে মার'ফাতপন্থীদের জন্য আসল মাকসুদ 'আলাস্তু বে রাব্বেকুম'-এর দিন হতে। অর্থাৎ যে পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালাকে না চিনবে সে পর্যন্ত তৃপ্তির আনন্দ পাবে না। এক সময় হযরত শায়খ আহাদ কিরমানি রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কাওয়াল (গায়ক) মুহম্মদ শাহ তার দলবল নিয়ে হুজুরের খেদমতে হাজির হলেন। একই সময় জামালউদ্দিন হাছবী এবং শায়খ বদরউদ্দিন গজনবীও উপস্থিত হলেন এবং কাওয়ালকে রাগ পরিবেশন করতে নির্দেশ দিলেন। কাওয়াল নির্দেশ পেয়ে রাগ শুরু করলো। হযরত শায়খুল ইসলামের 'ওজদ' (প্রেমাকর্ষণে আত্মচেতনার বিলুপ্তি) আরম্ভ হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঐশী-অচৈতন্যলোকে গমন করলেন এবং 'ওজদ' হাল (অবস্থা) ৭ দিবা-রাত্র পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। নামাজের সময় হলে 'হুশ' (চেতনা) ফিরে পেতেন কিন্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাজ শেষ হলেই পুনরায় 'ওজদ-হালে' প্রত্যাবর্তন করতেন। ৭ দিন পর পূর্ণ চেতনা ফিরে পেলেন। মুহাম্মদ শাহ কাওয়ালের গীত গজলটি নিম্নে দেওয়া গেলো ঃ

ملا مت کردن اندرزعا شقی راست ۔
ملا مت کے کند آنکس کہ بینا است ۔
نہ ہرتر دامنے را عشق زبین ۔
نشان عاشقان ازدورپیدا است ۔
نظامی تاتو انی پارسا باش ۔
کہ نورپار سائی شمع دلہا است ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ মালামত করদান আন্দর যে আশেকি রাস্ত
মালামত কে কুনাদ আঁকাছ কে বিনা আস্ত
না হর তর দামনে রা ইশকে জবিঁ
নিশানে আশেকাঁ আজ দূর পয়দা আস্ত
নিজামি তাতোয়ানি পারছা বাশ
কে নূরে পারছাঈ শামা দিলহা আস্ত

অর্থ ঃ করো সংশোধন, নিজে নিজকে, সেইতো পথ প্রেমিকের
দর্শনেন্দ্রিয় খোলা যার সেই হয় সংশোধন।
দেখায়োনা পথ তাকে প্রেমে নয় যার আঁচল ভেজা,
প্রেমিকদের চিহ্ন বিস্তৃত বহু দূর।
নিজামি, করবে কবে গ্রহণ তুমি ফকিরি
রয়েছে অন্তরে তোমার ফকিরীর নূরের বাতি।

হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরপর সুলুকের একটা ঘটনার মাধ্যমে সামার (নির্দোষ গান) হাল বর্ণনা করলেন। বললেন যে প্রকৃত সামা শ্রবণকারীদের অবস্থা এমনই যে যখন সে সামার মাঝে নিমজ্জিত থাকে তখন তার মাথায় হাজার তরবারীর আঘাত হানলেও সে টের পায় না। আরিফ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন ঐশী-অচৈতন্য-লোকে থাকে তখন তার নিকট কে এলো বা কে গেলো তার কোন সংবাদ সে রাখে না। সে সময় যদি হাজার হাজার ফেরেস্তাও তার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায় তবু সে কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না। এরপর আগত সে ছ'জন দরবেশ হুজুরের নিকট আরজ করলো যে, হুজুর আমরা মোসাফির, আমাদের ইচ্ছা আমরা ভ্রমণ করবো, কিন্তু আমাদের নিকট রাস্তায় চলার মত কোন পাথেয় নেই। সুতরাং কিছু অনুগ্রহ করলে আমরা কৃতার্থ হয়ে বিদায় নিতাম। তিনি সম্মুখে রক্ষিত শুকনো খোরমা হতে কয়েকটি তুলে নিয়ে দরবেশদেরকে দান করলেন। খোরমা হাতে নিয়ে তারা বিদায় নিলো এবং একে অন্যকে বলতে লাগলো, এ শুকনো খোরমা দিয়ে কি হবে, এ সব ফেলে দেয়াই ভালো। খোরমায় আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ফেলে দেয়ার সময় হাতের দিকে নজর করতেই দেখতে পেলো খোরমাগুলো খাঁটী স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা এ কারামত দেখে সকলেই শায়খুল ইসলামের খেদমতগার রূপে নিজেদেরকে উৎসর্গ করলো এবং নিজেদের মনজিলে মাক্‌সুদের দিকে যাত্রা শুরু করলো। এমন সময় যোহরের নামাজের আজান শুরু হলো। মজলিস স্থগিত হলো। হযরত শায়খুল ইসলাম ও অন্যান্যরা নামাজে মনোনিবেশ করলেন।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১০ই শাবান, ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসি লাভের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। শায়খ জামালউদ্দিন হাছবী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হযরত বললেন, ইসরারুল আরেফীন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মুরীদ হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তা হলে তার উচিত প্রথমে গোসল করা, তারপর রাত্রে জাগ্রত থেকে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে পীর, পীরভাই ও নিজের মঙ্গলের জন্য ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা। যদি সারা রাত না জাগতে পারে তাহলে বৃহস্পতিবার বা সোমবার চাশ্তের সময় নিকটতম বন্ধুবান্ধবদেরকে একত্রিত করে অথবা পছন্দ মতো পবিত্র মুসলমানদেরকে একত্রিত করে দু' রাকাত নামাজ ইস্তেখারা পাঠ করবে এবং পীরের উচিত নিজের সমস্ত মুরীদ ডেকে সম্মুখে বসানো এবং মুরীদ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মুখে اٰيَاتُ قَوَارِع পাঠ করে ফুঁক দেয়া। এরপর গোসল করার নির্দেশ দিবে। যখন গোসল করে তার নিকট আসবে তখন পুনরায় উক্ত আয়াত পড়ে মুখে ফুঁক দেয়া এবং কেবলার দিকে মুখ করে নিজের হাতে কাঁচি নিবে এবং কাঁচি চালাবার সময় তিনবার উচ্চস্বরে তকবীর বলবে। আহ্লে সুলুকদের অনেকে বলে থাকে যে এ তকবীর বলার কারণ ও নিয়েত হচ্ছে নফ্সে আম্মারা ও নফ্সে মুতমারিদা ঃ مُتَمَرِّدَه (অবাধ্যআত্মা)-কে সম্বোধন করে জ্ঞাত করানো যে আমি সংগ্রাম করে যাব তোমাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তোমরা পরাজয় বরণ করো। গাজীদের সুন্নত হলো যুদ্ধের সময় তকবীর বলা যাতে শয়তান বিতাড়িত হয় এবং কোন প্রকার কু-প্ররোচনা না দিতে পারে। যখন তকবীর বলা শেষ হবে তখন ২১ বার কলেমা তৌহিদ উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। এরপর মুরীদের মাথার উপর কাঁচি চালাবার প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রথমে সম্মুখের (পেশানীর) একটা চুল ধরে আল্লাহ্তায়ালাকে স্মরণ করে বলতে হবে, হে মালিক, হে বাদশাহের বাদশাহ, এ বান্দা তোমার দরবার হতে পালিয়ে গিয়েছিলো, এখন আবার ফিরে এসেছে। তার ইচ্ছা তোমার বন্দেগী (দাসত্ব) বন্দেগানদের (দাস বা পরিচারকদের) মতো করবে এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন খেয়াল তার মনে প্রবেশ করলে তা বের করে দিবে। এরপর পেশানীর ডানদিকের একটা চুল ধরবে তারপর বাঁ দিকের একটা, সবশেষে মাঝেরটা সহ তিনটাকে একত্রে জড়িয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিবে। কিছু সংখ্যক শায়েখ অবশ্য একটা চুল ধরার জন্য বলেছেন। বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী আরিফে কামেল হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু এরশাদ করেছেন কাঁচি মাথায় চালাতেই হবে তা যে প্রকারেই হোক। আমরা হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু-এর নিয়মকেই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট মনে করছি, কেননা আহ্লে সোফ্ফাদের তিনিই প্রথম ও প্রধান খলিফা। এ সম্বন্ধে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে রয়েছে- اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا আনা মদিনাতুল ইল্ম ওয়া আলীউন বাবুহা। অর্থাৎ আমি ইলমের শহর ও আলী তার দরজা। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁচি চালনাটা কিরূপ এবং এ সুন্নত কখন থেকে শুরু হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম হতে এবং কারও কারও মতে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম হতে। কেননা তিনি ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালামকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খা'জা হাবীব আযমী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত খা'জা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে একত্র বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে বললো আমি অমুক দরবেশের মুরীদ। হযরত খা'জা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন এর নিকট হতে কিছু নির্দেশ চাওয়া দরকার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার মুর্শেদ কি তোমায় কিছু তালকিন (শিক্ষা) দিয়েছেন? সে উত্তরে বললো, 'না, তবে মাথায় কাঁচি চালিয়েছেন।' এ উত্তর শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং বললেন, সে পীর তাহলে— هُوَ مُضِلٌّ وَضَالٌّ - হুয়া মুদ্দেলুন ওয়া দাল্লুন। অর্থাৎ সে পথভ্রষ্টকারী ও পথভ্রষ্ট। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে শায়খের উচিত মুরীদদের পরিচয়কারী হওয়া। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম মজলিসের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, **পীরকে এমন ক্ষমতাবান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া দরকার, যখন কোন ব্যক্তি মুরীদ হওয়ার জন্য আসে তখন সে পীর একটি মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তার অন্তরের সমস্ত দুনিয়াবী প্রেম ও আবর্জনা এমনভাবে বের করে দিবে যেন তার অন্তর স্বচ্ছ আয়নার মতো হয়ে যায়। যদি তার মাঝে এমন ক্ষমতা না থাকে তাহলে তার মুরীদ করা উচিত নয়। যদি করে তাহলে অপরকে বিভ্রান্ত (গুমরাহ) করার অপরাধে অপরাধী হবে।** যখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন ব্যক্তি কোন সাহেবে সেজদার (সেজদায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি) নিকট বয়েত হওয়ার জন্য আসে তখন ঐ বুজুর্গের উচিত তার গতি, অবস্থান ও তিন প্রকার নফসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। প্রথমে দেখতে হবে যে তার নফ্স্, নফ্সে আম্মারা তো নয়। দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে সে নফ্সে লাওওয়ামার মধ্যে কি না। তৃতীয়তঃ দেখার বষিয় হচ্ছে নফ্সে মুতমায়িন্না এবং তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তাকে নফ্সে মুতমায়িন্নার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নফ্সে আম্মারা সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেছেন–

وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ -

ওয়ামা ওবার্‌রেয়ু নাফ্সি ইন্নান নাফ্সা লা আম্মারাতুন বিস্‌সুয়ে।

অর্থাৎ—বাস্তবিক কোন নফ্সই মুক্ত নয়। নফ্সে আম্মারা খারাপ শিক্ষাই প্রদান করে।

নফ্সে লাউওয়ামা সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের বাণী হলো—

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ -

ওয়ালা উকসেমু বিন্ নাফসিল লাউওয়ামা।

অর্থাৎ—এবং কসম নফ্সে লাউওয়ামার।

নফ্সে মুত্‌মায়িন্না সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন—

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -

ইয়া আয়ইয়াতুহান্‌নাফ্সুল মুতমায়িন্নাতুরজেই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিইয়াহ।

অর্থাৎ হে নফ্সে মুতমায়িন্না তুমি ধাবিত হও তোমার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে যেন তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

এরপর শায়খুল ইসলাম বললেন, মুরীদ সৎগুণে গুণান্বিত কিনা তা তাকে দেখতে হবে। তারপর সমস্ত কিছু বিচার-বিবেচনার পর বয়াত করার জন্য তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিবে এবং বয়াতের মর্যাদা দানে সম্মানিত করবে এবং নিয়মানুযায়ী মাথায় কাঁচি চালাতে হবে। **যদি কোন পীর বা আহ্‌লে সুলুক মুরিদানের মাথায় কাঁচি চালাতে না জানে বা চুল ধরার কায়দা না**

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জানে তাহলে বুঝবে সে পীর মরুভূমি সমতুল্য গোমরাহীতে (অজ্ঞতায়) আছে। আর তার মুরীদের কথা বলার প্রয়োজন তো মোটেই বাঞ্ছিত মনে করি না। কেননা যেখানে পীর নিজেই রাস্তা চিনে না, তখন সে মুরীদকে রাস্তা দেখাবে কি করে? চিরদিন পীর মুরীদ উভয়েই গোমরাহীতে থাকবে। এরপর শায়খুল ইসলাম আদামাল্লাহ্‌র চোখে পানি নেমে এলো এবং নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। যে দিন বশরে হানী, হযরত খা'জা জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট বয়াত গ্রহণ করতে এলেন সেদিন নিয়মানুযায়ী তার মাথায় কাঁচি চালানো হয়েছিলো। বয়াত গ্রহণের মর্যাদা লাভ করার পর খা'জা বশরেহানী নিজ আবাসে ফিরে এলেন এবং এরপর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন কোন দিন জুতো পরেন নি। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার বিছানো মাটিতে নগণ্য বান্দা হয়ে কিভাবে জুতো পরিধান করে চলবো! দ্বিতীয় কারণ হলো, যেদিন হতে আমি খোদাতায়ালার সাথে বন্ধুত্ব করেছি সেদিন আমার পা খালি ছিলো এখন আমার লজ্জাবোধ করে এজন্য যে হুজুরীর (নৈকট্য) মর্যাদা লাভ করার পর কি করে জুতো পরবো। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন, যে মুরীদ অথবা পীর মযহাব, সুন্নত ও তরীকা মানে না এবং তার চালচলন আল্লাহ্‌তায়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত অনুযায়ী নয় সে একজন প্রতারকের চেয়ে অধিক সম্মানীও নয়। কেননা, ধুয়া আগুনের পরিচিতি এবং এ কারণেই প্রায় মুরীদ এ বিভ্রান্তিতে বসবাস করে। এরপর বললেন, প্রত্যেক মু'মেনের অন্তরে ইলাহির আযমত (শ্রেষ্ঠত্ব) ও কারামত রাখা আছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের শক্তিও তার মাঝে মওজুত রয়েছে। কিন্তু আফ্‌সোস এই যে, মানুষ তার অন্তর সংশোধন করতে অমনোযোগী (গাফেল) হয়ে আছে। সে সংশোধন করে না। অভাগা সে, বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। শাহ্‌লে সুলুক হতে রাওয়ায়েত আছে–

قلب المؤ منين عرش الله تعالىٰ -

কালবুল মু'মেনিনা আরশুল্লাহি তায়ালা।

অর্থাৎ—মু'মেনের কল্‌ব আল্লাহ্‌তায়ালার আরশ।

এরপর এরশাদ করলেন, যে দরবেশের সামনে লজ্জার ৭০টি পর্দা উন্মোচিত হয়নি ও নূরের সামান্যতম পরশও যে পায়নি; কাঁচি চালনা ও খিরকা প্রদানের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গুরুত্বও বুঝে না, তার তুলনা হবে প্রতারক ও ডাকাতদের সঙ্গে। কেননা সে নিজেও বিভ্রান্তিতে রয়েছে এবং মুরীদকেও বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু যদি দরবেশ 'সাহেবে হাল' হয় এবং কাঁচি চালনা ও খিরকা প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন হয়, পূর্ব পুরুষদের তরীকায় অধিষ্ঠিত থাকে, মযহাব ও সুন্নত জামাতে সুদৃঢ় থাকে তাহলে সে যদি কাউকে মুরীদ করে তাহলে তা সিদ্ধ হবে। এরপর বললেন, খা'জা শকীক বল্‌খী রহমতুল্লাহি আলাইহি দলীলে ইনছানী কিতাবে বর্ণনা করেছেন, যে সৃষ্টি হতে নির্জনতা না পেয়েছে তার সম্বন্ধে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে নিজ থেকে দূরে রেখেছে। কেননা, সৃষ্টির সাথে তারা বন্ধুত্ব ত্যাগ করতে পারেনি সেটাই বড় নয় বরং তারা মাওলার পথের সন্ধানী নয়। সুলুকের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, বিনা প্রয়োজনে ঘর হতে পা বাইরে বের না করা এবং দুনিয়াদারদের সঙ্গে না মেশা। কিন্তু জ্ঞানীদের মজলিসে বসা দূষণীয় নয়। বিনা প্রয়োজনে বাক্যালাপ করা হতে বিরত থাকা। কেননা বেহুদা কথায় অন্তর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তিনি পুনরায় 'বয়াত-গ্রহণ' প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন, যখন মুরীদের মাথায় কাঁচি চালাবে তখন গোসল কর্ম সেরে নেয়ার পর অল্প শিরনী তার মুখে দিবে এবং ৩ বার বলবে–

الهی بنده خدرا ابطلب وراه خویش بروے شرین گرداں -

ইলাহি বান্দায়ে খুদরা ব তলবে ও রাহে খেশ বরুয়ে শিরীন গরদাঁ।

অর্থাৎ—হে প্রভু তোমার বান্দাকে তোমায় পাওয়ার জন্য তোমার পথে বধূর মতো বরণ করে নাও।

এরপর বিধান অনুযায়ী তার ব্যবস্থা নিবে। যদি নির্জনতা পালনের উপযুক্ত হয় তাহলে নির্জনতা অবলম্বনের হুকুম দিবে। যদি ঘরে থাকার উপযুক্ত হয় তাহলে ঘরে থাকার আদেশ দিবে। এরপর বললেন, ইসরারুল আরেফীন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, নির্জনতার মেয়াদ ৪০ দিন, সুফী-সঙ্গবাস ৭০ দিন এবং পীরের নিকট ৯৯ দিন। খাঁ'জা সোহেল তসতরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ইস্‌রারুল আউলিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর তরীকা (তবকা) অনুযায়ী নির্জনতা বাসের মেয়াদ ১২ বছর এবং বসরীয়া তরীকানুযায়ী ৮ বছর। আসলে নির্জনবাসের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নির্জনবাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বক্র নফ্‌সকে বা নফ্‌সে আম্মারাকে সোজা করে নফ্‌সে মুতমায়িন্না করা এবং রিয়াজতের (উপাসনার) পদ্ধতিকে গতিশীল ও ধারালো করা, যাতে কর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের নির্জনতা অবলম্বনকে পীরের প্রদর্শিত পথে মুরাকাবা বুঝায়। অবশ্য প্রথম যখন মুরিদ বিজন স্থানে রিয়াজতের জন্য পদার্পণ করবে তখন পীরের উচিত মুরিদকে নিজ হাতে জামা পরিয়ে দেয়া, যাতে ঐ জামার বরকতে তার রৌশনী (উজ্জ্বলতা) হাসেল হয়। পীরের খিরকা মুরিদানকে দেওয়ার অর্থও একই। খা'জা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও খাঁজা ফুজায়েল বিন আয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে উল্লেখ আছে যে নিজের মুরিদকে নিজ হাতে টুপি পরিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয় এবং পরে জেকেরের তালকীন দিবে। প্রাথমিক অবস্থায় জেকের তিন প্রকার ঃ

১। লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ–৯ বার

২। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ–১০ বার।

৩। সুহবানাল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার–৬১ বার।

৪। ইয়া হায়্যু ইয়া কাইয়্যুমু লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু—৩০ বার।

প্রত্যেক জেকের উচ্চস্বরে করবে যাতে পরশীও শুনতে পায়।

এরপর এরশাদ করলেন, জোনায়েদ তরীকায় এটা ১২ বার করা হয়। কিন্তু আমাদের মাশায়েখ বা পীরগণের নির্দেশ হলো জেকের ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিটি লোমের মূল থেকে জেকের বের হয়। হযরত এহ্‌ইয়া আলাইহিস্ সালাম জেকের করতে করতে জঙ্গলে চলে যেতেন এবং বেহুশ হয়ে যেতেন। জঙ্গলে প্রবেশ করে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উচ্চস্বরে বলতেন, ঘর হতে এ স্থান পবিত্র এবং তুমিই করেছো তা শ্রেষ্ঠ। অন্তর আমার তোমার বিরহে ভরে গেছে। যদি তোমার জেকের আমার সাথী না হতো তাহলে অবশ্য আমার দেহ মাটির সাথে মিশে যেতো। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরপর বললেন, হযরত খাঁজা নাছিরউদ্দিন আবু ইউসুফ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "আমি সিরাজুল ইসরারে লেখা দেখেছি হযরত জুন্নুন মিস্‌রী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, পীর মুরীদের সম্পর্ক একটা ধাত্রী মায়ের মতো। যেমন, নবজাতক শিশু যখন প্রসূতির যোনীপথে আটকে যায় তখন ধাত্রী তাকে অন্যমনস্ক করার জন্য নানান প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যাতে সে ব্যথা ভুলে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পীরগণ ঠিক তেমনি মুরিদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়। মুরীদের অবস্থানুযায়ী কখনও তাকে দিয়ে জেকের করান। আবার কখনও কোরান শরীফ তেলওয়াত করান। কিন্তু একটা আদেশ সর্বদাই বহাল রাখেব, যেটা হচ্ছে, "দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের নিকট হতে দূরে থাকা।" এরপর বললেন, পীর ও মুরিদের উপর যে সব আদেশ উপদেশ আলোচনা হলো তা পালন করা দরকার। **এ কথাও অবশ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কামেল মুর্শেদ না পায় তাহলে সে কি করবে? সে ব্যক্তির এ অবস্থায় উচিত হলো আহ্‌লে সুলুকদের কিতাব পাঠ করে সেই অনুসারে চলা যাতে ইচ্ছা পূরণ হয়।** এরপর এরশাদ করলেন যে পীরদের উচিত মুরিদানদেরকে উপদেশ দেয়া যাতে তারা বাদশাহ্, ধনী বা দুনিয়াদারের সঙ্গ না করে এবং দূরে থাকে। শিক্ষার্থী যেন খ্যাতি ও প্রাচুর্য কামনা না করে সে বিষয়েও উপদেশ দিতে হবে। মুরিদের প্রতি পীর লক্ষ্য রাখবে যাতে সে বিনা প্রয়োজনে কথা না বলে, খানকা বা ইবাদত খানা হতে বাহিরে না যায়। আসলে এটা হচ্ছে দুনিয়া ত্যাগের পথ। হরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ -

হুব্বুদ্দুন্‌ইয়া রা'সু কুল্ল খাতিয়াতিন।

অর্থাৎ—দুনিয়া প্রেম সমস্ত অন্যায়ের মূল।

এরপর এরশাদ করলেন যে 'সাহেবে সেজদা' (সেজদায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি) বিনা প্রয়োজনে মস্তক সেজদার স্থান হতে সেজদা হতে উত্তোলন করেন না। আসহাবে তরীকত ও জ্ঞানীদের বাণী হচ্ছে, আলেম যদি দুনিয়া চায় তাহলে হারাম হালাল কে বয়ান করবে? আর সূফি যদি সেজদায় অনুপস্থিত থেকে অলিগলি ও বাজারে বেড়ায় তাহলে তরীকত কে শেখাবে? কেননা আসল কাজ হচ্ছে সম্মুখে উপস্থিত থাকা। এরপর হযরত শায়খ শিব্‌লী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বাণী হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের আলামত হচ্ছে, সে যে কোন প্রকারেই হোক জুমআর রাতে জেগে থাকবে এবং জেকের তেলাওয়াত বা নামাজের মাধ্যমে রাতটি অতিবাহিত করবে। এ রাতের ফজিলত হচ্ছে এ রাতে নামাজ পড়লে নামাজে মিরাজ হয়। নামাজ সম্বন্ধে রাওয়ায়েত আছে–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

আছছালাতু মে'রাজুল মু'মেনীন।

অর্থাৎ—মো'মেনের সালাতে অর্থাৎ নামাজে মি'রাজ হয়।

এরপর বললেন, সালেক শুধু এভাবেই কায়েম থাকতে পারে যদি সে নিজের দেহ-মনকে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের সংস্রব হতে দূরে রাখে ও নফ্‌সের প্ররোচণা হতে বেঁচে থাকে এবং নেক বান্দাদের সঙ্গ করে। হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ হচ্ছে–

صُحْبَةُ الصَّالِحِيْنَ نُوْرٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ -

সোববাতুল সালেহীনা নূরুন ওয়া রহ্‌মতাল্লিল আলামিন।

অর্থাৎ–সালেহীনদের সঙ্গ করা রহমতের নূর স্বরূপ এবং জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। এখানেই হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁর বক্তব্য শেষ করে ধ্যানমগ্ন হলেন। মজলিস শেষ হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ষষ্ঠ মজলিস

শুক্রবার ১১ই শাবান ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসি করে ধন্য হলাম। বেনামাজীদের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। তিনি এরশাদ করলেন, বেনামাজী অবশ্যই নিজের কর্তব্য পালন করেনা। এরপর বললেন, গজনীর এক মসজিদে একবার আমার রাত্রি যাপনের সুযোগ হয়েছিলো। সেখানে কয়েকজন দরবেশ বাস করতেন। তাদের প্রত্যেকেই এমন ভাবে ধ্যানমগ্ন ছিলেন যা বর্ণনা করে বুঝানো সম্ভব নয়। ভোর হওয়ার পর সেখানে থেকে একটা জলাসয়ের নিকট পৌঁছলাম। পূর্ব হতেই সেখানে একজন মহিমান্বিত বুজুর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম জানালাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে বসতে বললেন। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর শরীর ছিলো জীর্ণ-শীর্ণ-ক্লিষ্ট। আমি তাঁর দেহের এ করুণ অবস্থার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার পেটের অসুখ। আমি সারাদিন তাঁর খেদমতে কাটালাম। যখন রাত হলো তখন তাঁর অসুখ বেরে গেলো। তাঁর অভ্যাস ছিলো প্রত্যেক রাতে ১২০ রাকাত নফল নামাজ পাঠ করা। অভ্যাস মতো তিনি নামাজে দাঁড়ালেন কিন্তু দু'রাকাত পড়ার পর তাঁর পায়খানার বেগ হলো। তিনি পায়খানা করে গোসল করে এসে পুনরায় নামাজে দাঁড়ালেন। কিন্তু দু'রাকাত পড়ার পর আবারও তাঁর পায়খানার বেগ হলো। তিনি পায়খানা করে আবার গোসল করে এসে নামাজে দাঁড়ালেন। কিন্তু এবারও তিনি দু'রাকাতের অধিক পড়তে পারলেন না; পুনরায় তাঁর পায়খানার বেগ হলো এবং তিনি বের হয়ে গেলেন। পায়খানা করে ফিরার পথে তিনি গোসল করে এসে নামাজে দাঁড়ালেন। কিন্তু এবারও সেই একই অবস্থা দু'রাকাতের বেশী পড়তে পারলেন না। এভাবে তিনি তাঁর প্রত্যেক দিনের অভ্যাসকে জীবিত রাখতে যেয়ে ১২০ রাকাত নামাজ পড়ার জন্য ৬০ বার গোসল করলেন এবং শেষ বার গোসল করার পর নামাজের শেষ রাকাতে শেষ সেজদার মধ্যে ইন্তেকাল করলেন। সোবহানাল্লাহ! কেমন মজবুত আকিদার লোক ছিলেন তিনি! নিজের অজিফা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তেও পরিপূর্ণ করে তারপর দুনিয়া ত্যাগ করলেন। এরপর এরশাদ করলেন যখন কারও কোন অসুখ হয় তখন তার বুঝা উচিত তার অর্জিত গোনাহ্ হতে সে পবিত্র হচ্ছে। এরপর বললেন, যখন আমি বোখারায় শায়খ সাইফুদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মসজিদে উপস্থিত ছিলাম তখন এক লোক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর নিকট এসে নিবেদন করলো, হযরত আমি মওজুদ মালের ব্যবসা করি কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ শুধু লোকসান হয় এবং অনেক সময় আমি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাতে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তিনি ঐ ব্যবসায়ীকে বললেন, দেখো, যখন কোন মুসলমানের অনবরত লোকসান দেখা দেয় তখন বুঝতে হবে তাঁর অন্তরে কোন পাপ জমা হয়েছে যার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটছে। এতে তার ঈমান শুদ্ধ হয় এবং সেও সংশোধন হয়। এরপর বললেন, কিয়ামতের দিন ফকির দরবেশগণ যখন অত্যধিক মর্যাদার অধিকারী হবেন তখন ধনীগণ আক্ষেপ করে বলবে, হায়, আমি দুনিয়ায় দুঃখ ভোগ করলাম না কেন? তারপর বললেন, মানুষের উচিত স্বীয় প্রভুর কাজে লেগে থাকা এবং যখন কোন দুঃখ-কষ্ট আসে তখন চিন্তা করা উচিত এটা কোথা হতে এবং কেন এলো? চিন্তা করলে সে কারণ খুঁজে পাবে। কেননা মানুষই নফ্সের চিকিৎসক। এ পর্যন্ত বলার পর তাঁর চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি নিম্নোক্ত বয়াতটি আবৃত্তি করলেন।

ائے بسا درد کان ترا داروست

ائے بسا شیر کان ترا آهوست -

আয়ে বছা দর্দে কান তুরা দারুস্ত

আয়ে বছা শেরে কান তুরা আহুস্ত।

অর্থ–হে প্রেমিক দুঃখের খনির মাঝে তোমার চিকিৎসা

হে প্রেমিক বাঘের গুহায় রয়েছে তোমার হরিণ।

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো 'দরবেশ' সম্বন্ধে। হুজুর এরশাদ করলেন, সব সময় দরবেশদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখা উচিত। যাঁর বরকতে সেও আল্লাহ্র সাহায্য-প্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। এরপর বললেন, মুলতান ও আউচের শাসনকর্তাদ্বয় আমার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করতো না; যার জন্য আমি এ পংক্তি দুটো পাঠ করতাম ঃ

افسوس که ازحال منت نیست خبر

انگه خبرت شود افسوس خوری -

আফ্সুস কে আজ হালে মানাত নিস্ত খবর

আঁগাহ্ খবরাত শওয়াদ আফসুস খুরী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ—দুঃখ এই যে আমার অবস্থার খবর তোমার জানা নেই
অতি শীঘ্র তুমি জানবে, তখন তুমি দুঃখ করবে।

পরিশেষে অবস্থা এমন হলো যে কাফেরগণ তাদের রাজ্য আক্রমণ করলো এবং ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো।

এরপর বললেন, আমি এক সময় সিস্তানে ভ্রমণরত ছিলাম, যখন শায়খ আহাদউদ্দিন কিরমানীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি আমাকে বললেন, কল্যাণের পথে রয়েছো। তিনি আরো বললেন যে মাশায়েখদের খেদমত করে তুমি সৌভাগ্যবান হয়েছো এবং আমার নিকট আসাও তোমার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। আমি তাঁর নিকট কিছুদিন থেকে গেলাম। আরও দশজন দরবেশ তাঁর মজলিশে উপস্থিত ছিলো; যাঁদের প্রত্যেকেই সাহেবে নে'য়ামত (আল্লাহ্তায়ালার নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তি) ছিলেন। কারামত সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিলো। তাদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলেন, কিছু কারামত প্রদর্শন করা দরকার। শায়খ আহাদউদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি মজলিসের প্রধান ছিলেন, প্রত্যেকে বললেন, প্রথম কারামত আপনাকে প্রদর্শন করতে হবে। তিনি বললেন, এ শহরের শাসনকর্তা আমার প্রতি বিশ্বাস রাখেনা এবং অনেক সময় আমাকে কষ্ট দেয়, তাই আজ ময়দান হতে তার আর ফেরা হবে না। তিনি এ কথা বলার একটু পরেই একজন লোক এসে সংবাদ দিলো, এ শহরের শাসনকর্তা একটু আগে পলো খেলার সময় ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করেছে। এক দরবেশ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার আপনার পালা, কিছু প্রদর্শন করুন। আমি তাদেরকে চোখ বন্ধ করতে বলে মুরাকাবায় বসলাম একটু পরে মাথা উত্তোলন করে তাদেরকে চোখ খুলতে বললাম, দরবেশগণ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে তারা স্বশরীরে কাবাশরীফে উপস্থিত। কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর একই নিয়মে মজলিসে প্রত্যাবর্তন করলাম। তারা এ কারামত দেখে বললেন যে, হ্যাঁ, দরবেশ হতে হলে এমনই হওয়া দরকার। আমার কারামত দেখানো শেষ হলে আমরা তাদেরকে বললাম, আমাদেরটা তো শেষ করেছি এবার আপনারা দেখান। তারা বললেন, দেখুন। এই বলে তারা নিজেদের মাথা খিরকার ভিতরে প্রবেশ করালো এবং গায়েব হয়ে গেলো। অবশ্য খিরকা ওখানেই পড়ে রইলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর হুজুর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মাওলানা নিজামুদ্দিন, যে ব্যক্তি খোদার ইবাদত করে এবং তাঁর খেদমতের প্রাপ্যের মধ্যে কসূর না করে আল্লাহ্তায়ালাও তার সন্তুষ্টিতে কাজ করেন। বদখশান দেশে শায়খ ওয়াহেদুন্নবীয়ায়ে জুন্নুন মিসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি শহরের বাইরে এক নির্জন গোহায় বাস করতেন। তিনি শ্রেষ্ঠতর সোপানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর এক পাও গোহার ভিতরে ছিলো অন্য পা কেটে গোহার বাইরে ফেলে রেখে ছিলেন। এক পায়ের উপর ভর করেই তিনি ঐশী-অচৈতন্য-লোকে নিমজ্জিত ছিলেন। আমি তাঁর নিকট যেয়ে সালাম পেশ করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বসতে বলে পুনরায় ধ্যান-মগ্ন হলেন। আমি তাঁর নির্দেশানুযায়ী বসে রইলাম। তিনি তিন দিবারাত্র ঐ হালে থাকার পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে ফরীদ, আমার কাছে এসো না, এলে চলে যাবে এবং দূরেও থেকো না, তাহলে বিযুক্ত থাকবে। কিছু কথা শুনে যাও। ৭০ বছর হলো আমি এ গুহায় বাস করছি। অদৃশ্য জগত হতে আমার আহার আসে। একবার এই রাস্তা দিয়ে এক মহিলা যাচ্ছিলো, তার প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় আমার অন্তরে কিছু বদখেয়ালের সৃষ্টি হলো আমি গুহা হতে বাইরে বেরুবার ইচ্ছা করলাম। হঠাৎ গায়েবী আওয়াজ হলো, ওহে প্রার্থনাকারী, তোর কি এই ইচ্ছা ছিল যে আমাকে ছাড়া অন্যকেও কামনা করবি? এ আওয়াজ শুনার পর আমার মনে ধিক্কার এলো। চাকু আমার কোমরে ছিলো বের করে যে পাটা বাইরে বের করেছিলাম সেটা কেটে তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলাম। এ ঘটনা ঘটেছে আজ হতে ৩০ বছর আগে। আমি চিন্তিত আছি এ জন্য যে, কিয়ামতের দিন যখন ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে তখন কি জবাব দিব?
এরপর শায়খুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, সে রাত আমি সেখানেই ছিলাম ইফতারের সময় কিছু দুধ ও দশটি খোরমা উর্ধ্বলোক হতে নেমে এলো। আমি দুধের বাটী আর খোরমা তার সম্মুখে রাখলাম। তিনি বললেন হে ফরীদ, প্রতি দিন পাঁচটা খোরমা আসে, আজ অধিক যা এসেছে তা তোমার জন্য। এসো আহার করি। আমি আদাব রক্ষার জন্য তাঁর আদেশ পালন করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি পুনরায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ঐশী-অচৈতন্যলোকে গমন করলেন। এ সময় বদখশানের খলিফা তার পরিষদ সহ সেখানে উপস্থিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলো এবং আদবসহকারে দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, কি বাসনা নিয়ে এসেছো? খলিফা আরজ করলো হুজুর, সিস্তানের বাদশাহ কর পরিশোধ করে না। আমি আদেশ চাই তাকে আক্রমণ করবো। তিনি মুচকি হাসলেন। সম্মুখে একটা কাষ্টদণ্ড রক্ষিত ছিলো সেটাকে সিস্তানের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন। যাও সিস্তানের শাসনকর্তাকে মেরে ফেললাম। খলিফা এ দৃশ্য অবলোকন করে চলে গেল। কয়েক দিন পর সেখানকার রাজকর্মচারী অনেক মালপত্র নিয়ে এলো এবং বললো সিস্তানের শাসনকর্তা দরবার কক্ষে এসেছিলো হঠাৎ প্রাচীর ফাঁক হয়ে গেলো এবং সেখান থেকে এক ব্যক্তি হাতে একটা লাকড়ী নিয়ে আবির্ভাব হলো এবং ঐ লোকটি সেই কাঠ দিয়ে বাদশাহের গর্দানে আঘাত করতেই তার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং একটা আওয়াজ হলো, শায়খ ওয়াহেদ এখনও বদখশানে আছে। এ হাত তাঁরই ছিলো, যে হাত দিয়ে বাদশাহকে মারা হলো। শায়খুল ইসলাম এরপর বললেন, বেশ কয়েক দিন আমি তাঁর খেদমতে ছিলাম। পরে নির্দেশ পেয়ে চলে এলাম। আমি তাঁর নিকট হতে বহু ফয়েজ (দয়া) লাভ করেছি। হুজুরের বক্তব্যের মাঝে যোহরের আজান ভেসে এলো। হুজুর নামাজের জন্য চলে গেলেন। মজলিস সমাপ্ত হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সপ্তম মজলিস

রোববার ১৩ই শাবান ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির সৌভাগ্য লাভ করলাম। হযরত আবুল লায়িছ মাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কাশফ ও কারামত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন, হযরত আবুল লায়িছ কুদ্দিছা ছিররুহুল আজীজ একজন প্রখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ বুজুর্গদের অন্যতম ছিলেন। তিনি শায়খ ইউসুফ চিশ্‌তী, শায়খ শিহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী, রহমতুল্লাহি আলাইহি শায়খ ফরিদউদ্দিন আত্তার এবং খাজা আবিন্‌নুর ওসমান হারুনী কুদ্দেছা ছিররুহুল আজিজ এদের সমসাময়িক ছিলেন। যখন মোগলদের অত্যাচার শুরু হলো এবং মোগলগণ ইয়ামন অবরোধ শুরু করলো তখন ইয়ামনের বাদশাহ বিদিশা হয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগলো। বাদশাহের কান্নাকাটিতে তিনি তাঁর হাতের চিকন ছড়িটা হিলাতে হিলাতে বললেন, যখন সূর্য ডুবে যেয়ে রাত হবে তখন মোঘল সৈন্যদের উপর এ ছড়িটা নিক্ষেপ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ তোমার কাজ সফল হবে। খলিফা আদব কার্য সম্পাদন করে বিদায় নিলো। নির্দেশিত সময়ে নির্দেশিত পন্থায় মোগল সৈন্যদের উপর ঐ ছড়িটা নিক্ষেপ করলো। এটা তাদের প্রতি নিক্ষেপ করার সাথে সাথে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেলো এবং একে অন্যের উপর হুমরী খেয়ে পড়তে লাগলো। এ দিকে ইয়ামনের সৈন্য তাদেরকে ধাওয়া করে বধ করতে লাগলো পরিশেষে একজন মোঘল সৈন্যও ফিরে যেতে পারলো না। এরপর এরশাদ করলেন, কুতুবুল আকতাব খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, একবার আমি এবং শায়খ জালালউদ্দিন তিব্বরীজী, শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়ার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন আউচের শাসনকর্তা বাহাউদ্দিনের খেদমতে আরজ করলো, মোগল সৈন্য শহরের নিকট পৌছে গেছে। এখন যেভাবে নির্দেশ দিবেন সেভাবে কাজ করবো। হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর হাতে তখন একটা তীর ছিলো তিনি সেটা তাকে দান করে বললেন মোগল সৈন্যদের উপর এ তীর নিক্ষেপ করবে। তারা হযরত খাজার কথা মতো কাজ করলো। সাথে সাথে মোঘল সৈন্যদের উপর প্রলয় শুরু হয়ে গেলো এবং একে অন্যকে কতল (হত্যা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করতে লাগল। অবশেষে আগত একজন মোঘল সৈন্যও জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারলোনা। এরপর এরশাদ করলেন হযরত আবুল লায়িছ ইয়ামনী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সময়ে একবার সারাদেশে ভীষণ খড়া দেখা দেয়। বৃষ্টির মওসুমে এক ফোঁটা বৃষ্টিও কোথায় বর্ষণ হলো না। কূঁপের পানিও শুকিয়ে গেলো। বিভিন্ন শষ্যক্ষেত্রের শষ্য জ্বলে খড় হয়ে গেলো। দেশবাসী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলো। ইয়ামনের খলিফা দেশবাসীর এ আযাবের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে হযরত আবুল লাছিয় রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দোয়ার জন্য প্রার্থনা জানালো, যাতে তাঁর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্তায়ালা নাজাত (মুক্তি) দেন। খলিফার আকুল আবেদনে তাঁর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি তাকে পরদিন সকালে সমস্ত লোকজন নিয়ে ময়দানে উপস্থিত থাকার জন্য বললেন, পরের দিন খলিফা সমস্ত লোকজন নিয়ে উপস্থিত হলো। হযরত আবুল লায়িছ ইয়ামনী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে তিনি মিম্বরের উপর আরোহণ করে হাম্দ ও সানা আল্লাহ্তায়ালার শানে বয়ান করলেন এবং হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলেন। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, ইয়া এলাহি, যদি আমার ইবাদত তোমার দরবারে কবুল হয়ে থাকে তাহলে বৃষ্টির রহমত বর্ষণ কর। এ কথা হযরতের মুখ হতে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো এবং মুশলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো। লোকজন ভিজতে ভিজতে বাড়ী গেলো। এ বৃষ্টি পাঁচ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। ইয়ামনের লোকজন বলতে লাগলো যে এমন বৃষ্টি আমরা কোনদিনও দেখিনি। এরপর হযরত আবুল লায়িছ ইয়ামনী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকালের ঘটনার বর্ণনায় বললেন যে, যেদিন তাঁর বেছাল হবে সে দিন সকালে তিনি যথাবিধি ফজর ও এশরাকের নামাজ আদায় করে খাদেমকে ডেকে বললেন, غسال (গাছ্ছাল) কে (মৃতদেহ যে গোসল দেয়) ডেকে আন। সংবাদ পেয়ে সে উপস্থিত হলো। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, মুর্দার (মৃতের) পোষাক, পানির পাত্র, তক্তা ও খোশবু উপস্থিত করে আমাকে দেখাও। আদেশ করা মাত্র সে সমস্ত জিনিস হাজির করে তাঁকে সব দেখালো। সমস্ত আয়োজন শেষ হলে তিনি বললেন এ ঘর খালি কর। আদেশ মাত্র ঘর খালি হলো। তিনি সুরা ইয়াসিন পড়তে লাগলেন এবং যখন ওয়া এলাইহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তুরজাউন পর্যন্ত পাঠ করলেন তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং সাথে সাথে একটা আওয়াজ হলো, "বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলো।" এ পর্যন্ত বলার পর হযরত শায়খুল ইসলাম 'হায় হায়' করে কেঁদে উঠলেন এবং আল্লাহু আকবর বলে চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশ হলো তখন তিনি এ ছন্দটি আবৃত্তি করলেন।

در کوئتو عاشقان چنان جان بد هند

کانجا ملك الموت نگنجد هرگز -

দর কোয়ে তু আশেকান চুনানে জান বাদ হান্দ

কাঁজা মালাকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।

অর্থ–তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ

মৃত্যুর ফেরেস্তাও পারে না বুঝতে কৌশল তার।

এর পর 'সন্তুষ্টি' সম্বন্ধে তিনটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। (১) যখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর বয়স পূর্ণ হলো এবং বেছালের সময় উপস্থিত হলো তখন তিনি বাজারে পাগলের মতো ঘুরতে ছিলেন। এমন সময় মালেকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেস্তা) তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করলো, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তার সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? মৃত্যুর ফেরেস্তা উত্তরে বললো, আমি মালেকুল মউত। এ কথা শোনা মাত্র হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তার মুখের উপর এতো জোরে চপটাঘাত করলেন যে, সে আহত হয়ে বললো, আমি দ্বিতীয়বার আর আসবো না। মালেকুল মউত নিজের নির্দিষ্ট যায়গায় পৌঁছে সেজদাবনত হয়ে আরজ করলো, ইয়া বারে এলাহি, তুমি আমাকে এমন এক লোকের নিকট পাঠিয়েছ যার মার খেয়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। আর কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সে আমাকে মেরেই ফেলতো। এর উত্তরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বললেন, হে মালেকুল মউত, আমি তোমাকে তাঁর নিকট এজন্য পাঠিয়েছিলাম যাতে তুমি বুঝতে পার যে আমার বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা তোমাকে অতি সামান্য গুরুত্বই প্রদান করে থাকে। তার জান আমি নিজেই কবজ করবো। পরের দিন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে নামাজ পাঠ করে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন এবং একটা বেহেস্তের আপেল তাঁর হাতে দিলেন। তিনি সে আপেলটির ঘ্রাণ গ্রহণ করে বন্ধুর সঙ্গে মিলন আকাঙ্খায় পাগল হয়ে জোরে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর তার প্রাণ প্রাণের মালিকের নিকট গমণ করলো। এ ঘটনা বলার পর হযরত শায়খুল ইসলাম এতো অধিক কাঁদতে লাগলেন যে উপস্থিত সকলেই কাঁদতে লাগলেন। মজলিস হতে ক্রন্দনের করুণ সুর ভেসে বেড়াতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হযরত শায়খুল ইসলাম কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন তিনি পূর্বোক্ত মসনবী পুনরায় পাঠ করতে লাগলেন।

در کوئیتو عاشقان چنان جان بد هند

کانجا ملك الموت نگنجد هرگز ۔

দর কোয়ে তু আশেকানে চুনানে জানে বাদ হান্দ

কাজা মালাকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।

অর্থ–তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ

মৃত্যুর ফেরেস্তাও পারেনা বুঝতে কৌশল তার।

এরপর এরশাদ করলেন যে, একবার অনেক খ্যাতনামা পীর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর মাজার মোবারকে উপস্থিত ছিলেন। মাজার হতে আওয়াজ হলো।

رَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ فِی الْمُشْتَاقِیْ ۔

রাব্বি আরেনী আনজুর ইলায়কা ফিল মুশতাকি।

অর্থাৎ–হে প্রভু আমি তোমাকে দেখতে চাই আমার বন্ধু হিসেবে।

একজন বুজুর্গ তখন বলে উঠলেন এ কামালিয়াতও হচ্ছে প্রেম হতে। যখন তিনি এ ধরাধামে ছিলেন এই খেয়ালেই থাকতেন এখন ইহ্লোক ত্যাগ করার পরও তিনি সেই অবস্থাতেই বিরাজ করছেন। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন যে শুনেছি হাশরের দিন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরশের কড়া ধরে বলবেন, রাব্বি আরেনী আনজুর ইলায়কা অর্থাৎ–হে প্রভু আমি তোমায় দেখতে চাই, আমি তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থী। সে সময় ফেরেস্তাগণ তাঁকে ধরে ফেলবে এইজন্য যে শেষে "আহ্লে কেয়ামত" প্রেমের চিৎকারে বেরহম না হয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যায়। এরপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মাওলানা নিজামউদ্দিন, বীর পুরুষদের উচিত হলো, যে কাজ তারা করবে তা যেন পূর্ণ নির্দেশ পালনের মাধ্যমে হয়। এমন যেন না হয় যে, কাজ করতে করতে কঠিন মনে করে ছেড়ে দেয়। যখন ইলাহির সাথে প্রেম করবে তখন প্রয়োজন হলে সবসময় ও সর্বাবস্তায় বন্ধুর প্রেমে বিভোর থাকা ও প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রেমকে জারি রাখা। তা না হলে সালেহীনদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না। এরপর তিনি পূর্বোক্ত মসনবী পাঠ করলেন।

তারপর তিনি মৃত্যুর দ্বিতীয় ব্যক্তির ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। বললেন, আল্লাহতায়ালার প্রেমিকদের মধ্য হতে এক যুবকের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিলো, মালেকুল মওত তাকে এক দিগন্ত হতে অপর দীগন্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করেছে কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পায়নি। অবশেষে অকৃতকার্য হয়ে নিজ আবাসে ফিরে যেয়ে সেজদাবনত হয়ে আরজ করলো, ইয়া বারে ইলাহি, ঐ যুবককে আমি পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র খুঁজেছি কিন্তু তার অনুসন্ধান পেলাম না! কিন্তু তার নাম হায়াতের ফলক হতে মুছে গেছে। নির্দেশ হলো, ঐ যুবককে অমুক ইবাদত গাহে খোঁজ করো। মালাকুল মওত সেই স্থানে গমন করলো, কিন্তু ঐ যুবকের দেখা পেলোনা। অকৃতকার্য হয়ে পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে এসে আবার সেজদাবনত হয়ে ফরিয়াদ করলো, ইয়া ইলাহি, সেখানেও তার সাক্ষাৎ পেলাম না। এবার আদেশ এলো, হে মালেকুল মওত, তুমি আমার বন্ধুর রুহ কবজ করতে পারবে না এবং তাকে দেখতেও পাবে না। এমন কি সে স্থানও তুমি খুঁজে পাবে না। সে আমার বন্ধু হওয়ার পর সংরক্ষিত স্থানে আমার নিকট অবস্থান করছে। আমার নাম অথবা আমার গন্ধ তার নিকট পৌঁছলেই মিলন আকাঙ্খায় সে সেচ্ছায় প্রাণ দিয়ে দিবে। অথচ তুমি তার খবর পর্যন্ত পেলেনা। হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং জোরে ক্রন্দন করতে করতে এ মসনবী পাঠ করতে লাগলেন।

در کوئیتو عاشقان چنان جان بد هند

کانجا ملك الموت نگنجد هرگز ۔

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দর কোয়ে তু আশেকান চুনানে জানে বাদ হান্দ
কাজা মালাকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।
[অর্থ পূর্বে দেয়া হয়েছে]

এরপর মৃত্যু সম্বন্ধে তৃতীয় ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বড় ছেলে মখদুম শায়খ সদরুদ্দিন আরিফ খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, এটা আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ তুমি এটা খুলবে না। এটা তোমার আব্বা হযরত খা'জা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর হস্তে প্রদান করবে এবং তিনিই এটা খুলবেন। শায়েখ সদরুদ্দিন ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরে হায় হায় করে কেঁদে উঠলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি মালাকুল মওত এবং এ আদেশ বন্ধুর দিক হতে। তুমি নিজেই কেন চিঠিটা আব্বাকে দাও না। সে উত্তর দিলো, আমার প্রতি নির্দেশ আছে এ ফরমান আমি তোমার মাধ্যমে তাঁর নিকট পৌছাব। শায়খ বাহাউদ্দিন সে সময় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন তখন শায়খ সদরুদ্দীন চিঠিটা তাঁকে অর্পণ করলেন। চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে হযরত খা'জা বাহাউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি আদেশ দিলেন। সমস্ত লোক এ ঘর হতে চলে যাও! যখন সমস্ত লোক ঘর হতে চলে গেল তখন তিনি স্বীয় মস্তক সেজদায় রাখলেন এবং জান জানের মালিকের নিকট সঁপে দিলেন। ঐ সময় ঘরের ভিতর হতে আওয়াজ হলো, "বন্ধু বন্ধুর সাথে মিলিত হলো।" এ ঘটনা বর্ণনা শেষ করে হযরত শায়খুল ইসলাম জোরে চিৎকার করে উঠলেন এবং 'জার-জার' হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন তিনি পূর্বোক্ত মসনবীটি পুনরায় আবৃত্তি করলেন–

در کوئیتو عاشقان چنان جان بد هند
کانجا ملك الموت نگنجد هرگز -

দর কোয়ে তু আশেকান চুনানে জান বাদ হান্দ
কাজা মালাকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর এরশাদ করলেন, শায়খ সা'দউদ্দিন হামোইয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছাল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। বললেন যে, শায়খ সা'দউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি কামেল বুজুর্গ ছিলেন। এক সময়ে তিনি হজ্বব্রত পালন করার জন্য পবিত্র কাবায় গমন করলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বাগদাদে বসবাস করতে লাগলেন। কিছুদিন পর বাগদাদ শহরের বেলায়েত তাঁর উপর অর্পিত হলো। সে সময়ে বাগদাদের অধিকাংশ বাসিন্দা কোন না কোন রোগে আক্রান্ত ছিলো। তিনি ঘোষণা করে দিলেন, যারা অসুখে ভুগছো তারা আমার নিকট এসো। এ আদেশ শুনামাত্র সমস্ত রোগী দলবেঁধে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে লাগলো। তিনি রোগীদের উপর স্বীয় হস্ত বুলাতে লাগলেন। তাঁর পবিত্র হাত যাকেই স্পর্শ করতে লাগলো সেই সাথে সাথে আরোগ্য লাভ করতে লাগলো। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই রোগীদের সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে এলো; তারপর তিনি সেখান থেকে গজনীতে 'তশরীফ নিয়ে (চলে) গেলেন, সেখানেও বহু রোগী, দুঃখী, জীর্ণ-শীর্ণ-ক্লিষ্ট তাঁর পবিত্র ফয়েজ দ্বারা উপকৃত হলো। গজনী হতে তিনি আউচে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো এবং যেদিন তিনি ইন্তেকাল করবেন সে দিনটিও এসে গেলো, তখন তিনি তাঁর সমস্ত ভক্ত ও খাদেমসহ এক জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে তিনি কেবলার দিকে বসে সূরা বাকারা পাঠ করতে লাগলেন। এশরাকের সময় (সূর্যদয়ের কিছু পর) ঐ সূরা শেষ হলো। তিনি এশরাকের নামাজ পড়ে পুনরায় ঐ সূরা পাঠ করতে লাগলেন। যখন শেষ হলো তখন তিনি মাথা সেজদায় রাখলেন এবং তাঁর প্রাণ প্রাণের মালিকের নিকট সঁপে দিলেন। সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ হলো, নেক বান্দা তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ ঘটনা শেষ করে হজরত শায়খুল ইসলাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং পূর্বের মসনবিটি আবৃত্তি করলেন–

দর কোয়ে তু আশেকানে চুনানে জান বাদ হান্দ
কাঁজা মালাকুল মওত না গুণজাদ হরগেজ।

এরপর বললেন, হজরত শায়খ সায়ফুদ্দীন বাখেরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিয়ম ছিলো সন্ধ্যার নামাজ পড়ার পর ঐ জায়নামাজেই শুয়ে পড়তেন এবং রাত্রির এবং তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর খাদেম তাকে জাগিয়ে দিতো। ঐ সময় তিনি অজু করতেন এবং মোয়াজ্জেন এশার নামাজের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আযান দিতেন এশার নামাজ তিনি জামাতের সাথে আদায় করতেন। অন্যান্যরা নামাজ শেষ হলে চলে যেতো কিন্তু তিনি সকাল পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালার বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। এ নিয়মেই তার সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেছেন। বোখারায় এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে বোখারা শহরের দরজা হতে একটা জ্বলন্ত মশাল বাইরে বেরিয়ে গেলো। সে এ স্বপ্ন একজন বুজুর্গের নিকট বর্ণনা করলো এবং এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। সে বুজুর্গ বললেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে এ শহর হতে একজন বুজুর্গের ইন্তেকাল হবে। একই দিন হযরত শায়খ সায়ফুদ্দিন বাখেরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-নিজের পীরকে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বলছিলেন, তোমার প্রেম প্রেমাস্পদে মিলন হওয়ার সময় হয়েছে। এখন চলে আসা দরকার। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং সেইদিন হতে তিনি মজলিসে প্রায়ই বিচ্ছেদের কথা বয়ান করতেন। তাঁর ভক্তগণ এতে চিন্তিত হয়ে পড়লো। যখন তিনি শেষ দিনের ওয়াজ শেষ করলেন তখন মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বললেন মো'মেনগণ আমার কথাকে সত্য জানবে, আমি আমার পীর দস্তগীরকে স্বপ্নে দেখেছি তিনি আমাকে তলব করেছেন। অতএব আমি রওয়ানা করছি এবং তোমাদেরকে দোয়া দিচ্ছি। এ কথা বলার পর তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করে খানকায় চলে গেলেন। রাত্রি নেমে এলে সমস্ত ভক্তবৃন্দ যারা খেদমতে উপস্থিত ছিলো তারা হজরতের বিচ্ছেদ ব্যথায় মশালের মতো জ্বলতে ছিলো। রাত্রি শেষে ভোর হলো, দিনের এক প্রহর চলে গেলো, এক কম্বল পরিহিত ব্যক্তি একটি আপেল হাতে নিয়ে এলেন এবং সালাম করে বসে পড়লেন। আপেলটি তিনি হজরতের হাতে দিলেন। হজরত আপেলটির ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রাণ বায়ু বন্ধুর নিকট সঁপে দিলেন। এ ঘটনা শেষ করার পর হযরত শায়খুল ইসলাম কেঁদে ফেললেন এবং সেই মসনবিটি বয়ান করলেন।

در کوئیتو عاشقان چنان جان بد هند

کانجا ملك الموت نگنجد هرگز ـ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দর কোয়ে তু আশেকান চুনানে জান বাদ হান্দ
কাঁজা মালাকুল মওত না গুণজাদ হরগেজ।

অর্থ—তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ
মৃত্যুর ফেরেস্তাও পারেনা বুঝতে কৌশল তার।

এরপর তিনি হজরত শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী ও মাওলানা বদরুদ্দিন ইসহাককে ডেকে মসনবিটি পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা উপরোক্ত মসনবিটি বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন। এতে হযরত শায়খুল ইসলামের অবস্থা এমন দাঁড়ালো যা বর্ণনার উর্ধ্বে। হজরতের এ হাল হওয়ার জন্য মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণের উপর এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো যে তারা প্রত্যেকেই কাঁদতে লাগলো। এ অবস্থা তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত বিরাজমান ছিলো। দু'জন করে সাহাবা পালাক্রমে তিনদিন দিবারাত্র পর্যন্ত আবৃত্তি করলো। তিন অহরাত্র পর হজরত শায়খুল ইসলাম চেতনার জগতে ফিরে এলেন এবং মজলিস শেষ হলো।

—আল্হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অষ্টম মজলিস

মঙ্গলবার ২৯শে রজব ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির আশীষ লাভ করলাম। শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর খান্‌কা শরীফের কয়েকজন দরবেশসহ খেদমতে উপস্থিত হলেন। 'সুলুক' সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন, দরবেশী কানুন হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা এবং এ ধৈর্য্যের মাত্রা এত বেশী হওয়া উচিত যে, যদি কোন ব্যক্তি রাগের বশবর্তী হয়ে উন্মুক্ত তলোয়ার দরবেশের গর্দানে সংস্থাপন করে অথবা আঘাত করে তাহলেও তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তার জন্য বদ্‌দোয়া বা তাকে অভিসম্পাত করা চলবে না। হযরত শায়খুল ইসলাম এ পর্যন্ত বলার পর এক বৃদ্ধা মহিলা বিলাপ করতে করতে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত তার নিকট গমন করলেন এবং আস্তে আস্তে বললেন, 'কায়ফা হালুকা' অর্থাৎ আপনি কেমন আছেন? বৃদ্ধা আরজ করলেন, হে বুজুর্গ আজ সুদীর্ঘ ২০ বছর আমার ছেলে আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন। তার সংবাদ আমি জানি না। সে কি মৃত না জীবিত তাও আমার অজ্ঞাত। হযরত শায়খুল ইসলাম এ অভিযোগ শোনার পর মোরাকাবায় বসলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত মোরাকাবায় রইলেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে বললেন, আপনি চলে যান, আপনার ছেলে বাড়ীতে পৌঁছে গেছে! কথা শুনে বৃদ্ধা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো বাড়ীতে পৌঁছার পূর্বেই পথে তার ছেলের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে অত্যন্ত খুশী হয়ে তার ছেলেকে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। ঘরে প্রবেশ করে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে? ছেলে উত্তর দিলো এ জায়গা হতে তিন হাজার মাইল দূরে ছিলাম। তোমার সাথে দেখা করার জন্য মনটা সবসময় উতলা ছিলো এবং ভাবতাম কবে তোমার সাথে দেখা হবে। আজ আমি কিছুক্ষণ আগে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় হঠাৎ নূরানী চেহারার খিরকা পরা এক বুজুর্গ আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমার এ বিদেশ বাসের কারণ কি? আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, কোন উত্তর দিতে পারলাম না। তিনি আমাকে তাঁর হস্ত মোবারক দ্বারা ধরলেন এবং বললেন চোখ বন্ধ কর। আমি তাঁর আদেশে চোখ বন্ধ করলাম এবং যখন চোখ খুললাম তখন দেখি আমি আমার বাড়ীর সম্মুখে চলে এসেছি। বৃদ্ধা এ কারামতের কথা শুনে স্থিরনিশ্চিত হলেন যে ঐ বুজুর্গ নিশ্চয়ই হযরত শায়খুল ইসলাম ছাড়া অন্য কেউ নন। বৃদ্ধা তার ছেলেকে সাথে নিয়ে হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর কদম মোবারকে পড়ে রইলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁর পবিত্র উপদেশ বাণী আমাদের জন্য পেশ করলেন। বললেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন অজিফা বা কোরাণ শরীফের কোন আয়াত জেনে শুনে ত্যাগ করে তাহলে সেটা তার জন্য মৃত্যুর চেয়েও অধিক। এরপর বললেন, আমি একবার হযরত খা'জা আবু ইউসুফ চিশ্‌তী কুদ্দিছা সির রুহুল আজিজ-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম তখন একজন সূফি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন করলেন যে আমি আজ রাতে খোয়াবে দেখেছি, এক ব্যক্তি আমায় বললো, তোর মৃত্যু অতি সন্নিকটে। একথা শুনার সাথে সাথে তিনি বললেন, কালকের সকালের নামাজ তুমি ক্বাজা করেছিলে। সূফি স্মরণ করে দেখলো যে সত্যিই সে কালকের ফজরের নামাজ ক্বাজা করেছে। এরপর এরশাদ করলেন, যারা অজিফা ত্যাগ করে তাদেরকে এরূপ স্বপ্ন দেখানো হয় এ জন্য যে তারা যেন ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন হয়। এরপর এরশাদ করলেন, কাজী রাজিউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর অজিফা ছিলো সকালে সুরা ইয়াসিন পাঠ করা। কিন্তু যেদিন তিনি ইন্তেকাল করবেন সেদিনের অজিফা তার ক্বাজা হয়ে গেলো। সকালে যখন তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করে ঘোড়ার পা একটা গর্তে পড়ে গেলে তিনি ঘোড়ার উপর হতে পড়ে যেয়ে একটা পা ভেঙ্গে ফেললেন এবং ঐদিনই তাঁর ইন্তেকাল হলো। হযরত এরপর বললেন, যারা বিরদ বা অজিফা পাঠ করে, যদি কোন কারণে দিনে সম্ভব না হয় তাহলে রাতে সেরে নিবে এবং যদি রাতের অজিফা হয় তাহলে রাতে পড়তে না পারলে দিনে পূর্ণ করে নিবে। আসল কথা হচ্ছে অজিফা কোন অবস্থাতেও ত্যাগ করা যাবে না। যদি অজিফা ছুটে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা দুর্ভাগ্যের কারণ এবং এ দুর্ভাগ্য নেমে আসবে শহরবাসীদের উপর; যার কারণে শহরবাসীগণ কোন বালা মুসিবতে পতিত হতে পারে। তারপর বললেন, একজন বিখ্যাত পর্যটক আমাকে একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ সে বললো, আমি দামেস্ক শহরে গেলাম। যেয়ে দেখি শহরটি প্রায় জন-মানবশূন্য। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সেখানকার কিছু বাসিন্দা তাদের অজিফা ত্যাগ করেছিলো এবং এক বছর পর্যন্ত অজিফা পড়েনি। এরপর মোঘল সৈন্য হঠাৎ সে শহর আক্রমণ করে শহরকে জন-মানবশূন্য করে ফেলেছিলো এবং বিনা কারণে বহু মুসলমানদেরকে শহীদ করেছিলো। তাছাড়াও হাজার হাজার লোককে গোলাম বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। এসব দূর্দশা শহরবাসীদের অজিফা ত্যাগের কারণে হয়েছিলো।

এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খা'জা বুজুর্গ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সঞ্জরী ছুম্মা আজমেরী নুরুল্লাহ-এর নিয়ম ছিলো যে তাঁর পরশীদের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করলে তার জানাজায় শরীক হওয়া এবং দাফনের পর সকলে চলে গেলে তার কবরের পাশে ক্ষাণিকক্ষণ বসে থাকা এবং ঐ সময়ের অজিফা পাঠ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা এবং দোয়া চাওয়া। তারপর ঘরে ফিরে যেতেন। এক সময় আজমীরে গণ্ডগোল হওয়ায় খাজা গরীব নওয়াজের এক পরশী-পীরভাই ইন্তেকাল করলো। খা'জা বুজুর্গ তাঁর নিয়মানুযায়ী ঐ ব্যক্তির জানাজায় শরীক হলেন। দাফনের পর সকলে চলে গেলে তিনি একাকী তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। খা'জা কুতুবউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, "ঐ সময় আমি তাঁর সাথে ছিলাম। আমি দেখলাম যে হঠাৎ তাঁর চেহারার রঙ বদলে গেলো এবং একটু পরেই আবার স্বাভাবিক হলো এবং তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন যে, বয়াতও একটা অদ্ভুত জিনিস।" এ কথার কারণ হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, এ মুর্দাকে দাফন করার পর যখন সকলে চলে গেলো তখন দেখলাম যে আযাবের ফেরেস্তা এসে তাকে আযাব করার জন্য অগ্রসর হলো, ঠিক তখন আবিন্নুর খা'জা ওসমান হারুনী কুদ্দিছা সির রুহুল আজীজ ঐ কবরে উপস্থিত হলেন এবং ফেরেস্তাদেরকে বললেন, এ ব্যক্তি আমার মুরীদ, একে শাস্তি দিওনা। ফেরেস্তা আরজ করলো, হে খাজা, অবশ্যই এ ব্যক্তি আপনার মুরীদ ছিলো কিন্তু আপনার তরীকার খেলাফ ছিলো। হযরত খা'জা বললেন, তা ঠিক কিন্তু এ ব্যক্তি তার সত্তাকে এ ফকীরের সাথে গ্রথিত করে ছিলো, তাই আমি চাই না যে এ লোক শাস্তি পাক। তিনি একথা বলার সাথে সাথে ফেরেস্তাদের প্রতি ইলাহির ফরমান হলো, তোমারা ফিরে চলে আস, ওকে শাস্তি দিওনা। আমি আমার বন্ধুর সম্মানে তাকে ক্ষমা করেছি। একথা শুনে ফেরেস্তারা ফিরে চলে গেলো।" এ ঘটনা বলার পর হযরত শায়খুল ইসলাম অশ্রু সজল নয়নে বলতে লাগলেন বয়াতও একটা অদ্ভুত জিনিস। অতএব সকলেরই উচিত একজনেরই হয়ে থাকা। এরপর তিনি এ মসনবী আবৃত্তি করলেন—

گرنیك زیم مرا از ایشاں گیرند

دربد باشم مرا بدیشاں بخشند ـ

গর নেক জেম মুরা আয ইশাঁ গিরান্দ

দর বাদ বাশম মুরা বদিশাঁ বখ্শান্দ।

অর্থাৎ—নেক কাজের ত্রুটির জন্য যদি আমাদেরকে এরূপ শাস্তি দাও তাহলে আমাদের মন্দ কাজগুলোকে যেন এভাবে ক্ষমা করা হয়।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন যে এখন আমার মাঝে একটা হালের সৃষ্টি হয়েছে যদি কোন কাওয়াল উপস্থিত থেকে থাকো তাহলে এ রুবাইটা পাঠ করো। কিন্তু ঐদিন মজলিসে কোন কাওয়াল উপস্থিত ছিলো না। যখন হুজুর এটা জানতে পারলেন, তখন তিনি হযরত মওলানা বদরুদ্দিন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসহাসকে ডেকে পাঠালেন। সে আসলে তাকে বললেন কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরীর লেখাটা পাঠ কর। মওলানা বদরুদ্দিন ইসহাক ঐ বছর হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে যতগুলো চিঠি এসেছিলো সবগুলো বাক্সের ভিতর হতে বের করে কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরীর লেখাটা খোঁজতে লাগলেন, হযরত শায়খুল ইসলামের বরকতে অতি সহজেই প্রথমে হাত পড়লো সেই লেখাটায়। চিঠিটা অবশ্য অনেক পূর্বে এসে ছিলো। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে হুজুরের খেদমতে হাজির করলেন। চিঠিটায় লেখা ছিল–

فقیر وحقیرضیف ونحیف محمد عطاکه بنده

درویشان است وازسر دیده خاك قدم ایشاں ـ

ফকীর ও হাকীর যয়ীফ ও নহীফ মোহাম্মদ আতা কে বন্দাহ

দরবেশাঁ আস্ত ও য়াজ সর দিদাহ্ খাকে কদম ইশাঁ।

অর্থ—জীর্ণ-শীর্ণ অধম ফকির 'মোহাম্মদ আতা' দরবেশদের গোলাম এবং তাদের পদধুলিকে অশ্রুতে শীতল দেখে।

হযরত মাওলানা শুধু এইটুকু পাঠ করেছিলো, তাতেই হযরত শায়খুল ইসলামের এক অভূতপূর্ব হালের সৃষ্ট হলো, যা আমার জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঐ চিঠিতে একটা রুবাঈ ছিলো। হযরত মাওলানা হুজুরের এ হাল দেখে সেই রুবাঈটা পড়তে লাগলেন—

آں عقل کجا که در کمال تورسد

آں روح کجا که در جلال تورسد

گیرم که توپرده بر گرفتی زجمال

آں دیده کجا که در جمال تورسد

আঁ আকলে কুজা কে দর কামালে তু রাছদ

আঁ রুহে কুজা কে দর জালালে তু রাছদ

গিরাম কে তূ পরদাহ বর গেরেফ্তি যে জামাল

আঁ দিদাহে কুজা কে দর জামালে তু রাছদ।

অর্থ—সেই জ্ঞান কোথায় যে তোমার পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছবো

সেই আত্মা কোথায় যে তোমার মহত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছবো

আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি পর্দার আড়াল থেকে সৌন্দর্য প্রকাশ করছো (কিন্তু) সেই চোখ কোথায় যে তোমার সৌন্দর্য পর্যন্ত পৌঁছবো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর তিনি মুসাফিরী ও হযরত খা'জা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বয়াতের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, যখন শায়খ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও শায়খ জালাল উদ্দিন তিবরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি দু'জনের সাক্ষাৎ ভ্রমণের মধ্যে হয়েছিলো তখন আমিও তাঁদের খেদমতে হাজির ছিলাম। শায়খ জালালউদ্দিন তিবরিজী রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন, একবার আমি একটা ছোট্ট শহরে ভ্রমণ করছিলাম যেখানে বুজুর্গদের দর্শন লাভের ভাগ্য অর্জন করেছিলাম। তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে অনেক নেয়ামত হাসিল হয়েছে। তাঁদের মধ্য হতে একজন বুজুর্গের ঘটনা বর্ণনা করছি—শহর হতে অনেক দূরে লোকালয় ছেড়ে এক গুহায় তিনি বাস করতেন। যখন আমি তাঁর কাছে পৌঁছলাম তখন তিনি নামাজে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি নামাজ হতে বিরত হলে আমি তাঁকে সালাম পেশ করলাম। তিনি আমার নাম সহকারে সালামের উত্তর দিলেন। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম যে, তিনি আমার নাম জানলেন কি করে এবং এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে? উত্তরে তিনি বললেন, نَبَّانِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ নাব্বায়ানিয়াল আলিমুল খবির। অর্থাৎ জানিয়েছেন আমাকে তিনি, যিনি সকলের সংবাদ জানেন। আমি একথা শুনে তাঁর পবিত্র কদমে পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি উঠে বসলাম তারপর তিনি তাঁর নিজের ঘটনা বলতে শুরু করলেন। বললেন, আমিও এক সময় তোমার মতো ভ্রমণ করতাম। সে সময় ইস্পাহানে এক বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাত হলো যিনি পরিপূর্ণ কামেল ছিলেন। তাঁর বয়স ১৫০ বছর অতিক্রম করেছিলো। তিনি বললেন, 'আমি হযরত খাজা হাসান বসরী রাদিআল্লাহু আনহু-এর বংশধর'। তাঁর প্রতি শহরবাসীদের অগাধ বিশ্বাস ছিলো। যখন কোন লোক তাঁর নিকট কোন প্রয়োজন বা অভাব নিয়ে আসতো তিনি দোয়া করে দিলে সাথে সাথে তাদের সে অভাব পূরণ হয়ে যেতো। এমন দোয়া কখনও তিনি করেননি, যা বিফল হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, 'আমি এক হাজার সত্তর জন অলি আল্লাহ্‌র খেদমত করেছি। প্রত্যেকেই আমার জন্য দোয়া করেছেন। শেষ সাক্ষাৎ আমার শামসিল আরেফীনের সঙ্গে হয়েছিলো এবং শেষ উপদেশও তিনিই দান করেছিলেন। হযরত শামসিল আরেফীন রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন, 'হে দরবেশ' যদি তুমি আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাৎকারী হতে চাও তাহলে দুনিয়া ত্যাগ করো। **দুনিয়ার কাজে নিয়োজিত থাকাই সমস্ত পাপ ও গোনাহের কারণ।** যে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন সেই আল্লাহ্‌র বন্ধু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়। তিনি আরও বললেন যে, আমি তাঁর ওখানেই রাত্রি যাপন করেছিলাম। যখন ইফতারের সময় হলো তখন অদৃশ্যলোক হতে দু'টো রুটী নেমে এলো। তিনি একটা রুটী আমার সম্মুখে রেখে আহার করতে বললেন, আমি খেলাম এবং অত্যন্ত তৃপ্তি পেলাম। আমার আহার শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, 'ঐ কক্ষে যেয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ মোরাকাবার নামাজে মশগুল থাক। আমি তাঁর আদেশ পালন করলাম। নামাজ আরম্ভ করার একটু পরেই দেখলাম, সবুজ পোষাক পরিহিত এক বুজুর্গ উপস্থিত হলেন এবং তার প্রবেশের সাথে সাথে ৭টা বাঘ এসে তাঁকে সালাম করে বসে পড়লো। আমি এ দৃশ্য অবলোকন করে অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম এই ভেবে যে আল্লাহ্ তায়ালার এমন বান্দাও আছে যাঁদের প্রতি হিংস্র বন্য-পশুদেরও প্রেম রয়েছে। তারপর দেখলাম। তিনি কোরাণ শরীফ তেলাওয়াত করতে লাগলেন এবং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত ১০ বার 'কোরান পাক' খতম (শেষ) করলেন এবং ফজরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত পাঠ করতে লাগলেন। ফজরের নামাজ আমি তাঁর সঙ্গে আদায় করলাম (পাঠ করলাম)। তিনি সেই সবুজ পোষাক পরিহিত ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'এ বুজুর্গ আমার ভাই খিজির আলাইহিস্ সালাম'। আমি তাঁর সাথে আলিঙ্গনে মিলিত হ'লাম এবং তাঁর দয়াও করুনা লাভ করলাম। ক্ষণিকপর খিজির আলাইহিস্ সালাম বাঘগুলোকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন। এশরাকের নামাজ শেষ করে মাওলানা জালাল উদ্দিন তিবরিজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চলে আসার জন্য বিদায় চাইলেন, তিনি বললেন, 'যেতে হয় তো যাও কিন্তু মনে রেখো সব সময় দরবেশদের খেদমত করতে থাকবে এবং নিজের সত্তাকে তাঁর পাল্লার সাথে বাঁধবে ও আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম পালনে কখনও আলস্য করবেনা। কেননা, এ না হলে শ্রেষ্ঠতর স্তরে বা উচ্চাসনে আরোহণ করতে পারবে না। এখান হতে একটু দূরে পানীর চশমা (ঝর্ণা) আছে, দু'টো বাঘ সেটা পাহারা দিচ্ছে, কোন লোককেই এ রাস্তা দিয়ে যেতে দেয় না বরং তাদেরকে আক্রমণ করে। যখন তুমি ওখানে পৌঁছবে তখন বাঘের নিকট আমার নাম বলবে তাহলে তারা তোমাকে রাস্তা দিয়ে দিবে বাধা দিবে না তুমি নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারবে। শায়খ জালালউদ্দিন তিবরিজী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এরপর আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। যখন সেই পানির চশমার নিকট পৌঁছলাম তখন ঐ বাঘ দুটো গর্জন করতে করতে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলো এবং ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এমন হিংস্রতা। আমি তখন বাঘ দুটোকে ঐ বুজুর্গের নাম করে বললাম আমি তাঁর দর্শন লাভ করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফিরে যাচ্ছি। তারা ঐ বুজুর্গের নাম শুনামাত্র একেবারে শান্ত হয়ে গেলো এবং আমার নিকট এসে আমার হাতে তালুতে চোখ ঘষতে লাগলো এবং অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করতে লাগলো। আমি এরপর তাদেরকে অতিক্রম করে চলে এলাম। বাঘ দুটোও তাদের পাহারা স্থলে যেয়ে দণ্ডায়মান হলো। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যখন জালালউদ্দিন তিবরিজী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের ভ্রমণ কাহিনী শেষ করলেন, তখন হযরত খা'জা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের ভ্রমণের ঘটনা হতে বর্ণনা করতে লাগলেন, 'আমি মুসাফিরী হালতে একটা শহরে পৌঁছলাম, শহরটির নাম মনে নেই। শহরটির বাইরে একটা বিরান (পতিত) মসজিদ ছিলো। মসজিদটিতে এক বুজুর্গ বাস করতেন এবং ঐ মসজিদে 'হাফত' মিনার নামে একটি মিনার ছিলো। ঐ মিনার সম্বন্ধে বহুল প্রচারিত একটা কারামাতের কথা সবাই জানতো যে, যদি কোন ব্যক্তি ঐ মিনারের নীচে নিয়মানুযায়ী ৭টি খাস (বিশিষ্ট) দোয়া চায় তাহলে সেগুলো কবুল হয়। ঐ ৭টি বিশিষ্ট দোয়ার মধ্যে একটি ছিলো, যদি কেউ ঐ মিনারের নীচে দু'রাকাত নামাজ পড়ে খিজির আলাইহিস্ সালাম-এর সাক্ষাৎ কামনা করে তাহলে অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। হযরত খা'জা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন যে, আমি ঐ আমল করার জন্য ইচ্ছা করলাম এবং দোয়া পড়ার জন্য মিনারের উপরে উঠলাম। দোয়া শেষ করে নীচে নেমে এলাম এবং মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে খিজির আলাইহিস্ সালাম-এর সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম না। অবশেষ বিফল মনোরথ হয়ে বাইরে চলে এলাম। মজসিদের সিঁড়ির উপর এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি মসজিদে অসময়ে কি জন্য এসেছিলে? আমি বললাম, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাতের বাসনা ছিলো কিন্তু তাঁর কদমবুসি লাভ হলো না। এখন বিফল হয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে ফিরে যাচ্ছি। সে বললো, খিজির আলাইহিস্ সালাম-এর সাক্ষাতে তোমার কি লাভ হবে? তিনিও তোমার মতো পেরেশান। তুমি দুনিয়ার ঐশ্বর্য কামনা করছো বলে খিজির আলাইহিস্ সালাম-এর সাক্ষাৎ কামনা করছো। আমি বললাম, নিশ্চয়ই না, আমি দুনিয়াদার নই। সে আমার কথার উত্তরে বললো, শহরে এমন এক বুজুর্গ আছেন যাঁর সাক্ষাতের জন্য খিজির আলাইহিস্ সালাম স্বয়ং তাঁর হুজরায় ১২ বার গমন করেছেন কিন্তু সাক্ষাৎ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাননি। আমরা দু'জন যখন এমনি আলাপে রত ঠিক তখন এক বুজুর্গ, যাঁর চেহারায় চমকাচ্ছিলো নূর এবং পোষাক ছিলো সাদা, এদিকে এগিয়ে আসছিলেন। আমার সাথের লোকটি এগিয়ে যেয়ে ঐ বুজুর্গকে অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করলো এবং তার পদপল্লবে মাথা রাখলো। আমি দাঁড়িয়ে এ মোহনীয় দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। সে বুজুর্গ আস্তে আস্তে আমার দিকে আসতে লাগলেন এবং সাথের লোকটিকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, এ দরবেশ কি দুনিয়ার নিকট ঋণী না দুনিয়ার প্রেমিক? সাথের লোকটি বললো, এ দরবেশ এ দু'টোর কোনটাই নন বরং আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। এমন সময় আজান হলো। চারিদিক থেকে সুফিগণ আসতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ ভালো জামাত হলো। একামত হলো। এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে গিয়ে নামাজের ইমাম হলেন। রমজান মাস ছিলো তারাবিহ্ও পড়া হলো। তারাবীতে ১২ পারা কোরান পাক খতম হলো। নামাজ শেষ হওয়ার পর আমার খেয়াল হলো আরও বেশী পাঠ করলে ভালো হতো। নামাজ শেষে যে যার গন্তব্যে গমন করলেন। আমি সে রাত ঐ মসজিদেই যাপন করলাম। সকালে কোন লোকই সেখানে দেখতে পেলাম না। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কথায় বিরতির ছেদ ঘটালো নামাজের আজান। তিনি নামাজে শরীক হলেন এবং প্রত্যেকে তাঁকে অনুসরণ করলো।

—আল্হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবম মজলিস

৫ই রমজান ৬৫৫ হিজরী। কদসবুসির সৌভাগ্য লাভ করলাম। রমজানুল মোবারক সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, রমজান মাস প্রেম ও বরকতের মাস। এ মাসে মুসলমানদের জন্য রহমতের (কল্যাণের) দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ইচ্ছা করলে যে কেউ এ রহমতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। এ মাসের কল্যাণ সকল মুসলমানদের জন্যই রয়েছে। তিনি এরপর বললেন, এ মাসে প্রতিদিন এক একজন ফেরেস্তা প্রত্যেক মো'মেনের মাথার উপর রহমতের খাঞ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যখন ঐ মুসলমান রোজা শেষে ইফতার করে তখন ফেরেস্তা ঐ রহমতের খাঞ্চা তার মাথার উপর ঢেলে দেয়। এরপর বললেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি ইবাদতের পুরস্কার ও প্রতিদান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, কিন্তু রোজার জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট করেননি বরং প্রতিদান সম্বন্ধে বলেছেন–

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ -

আস্‌সাওমু লি ওয়া আনা আয্‌জা বিহি।

অর্থাৎ—রোজা আমার জন্য। আমি নিজেই (এর) পুরস্কার দিবো।

এরপর এরশাদ করলেন, রোজা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে একটা রহস্য। আল্লাহ্ জাল্লে শানহু রোজাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক ভাগের পৃথক পৃথক নাম রেখেছেন। প্রথম দশদিনের নাম **আশরাহে রহমত** (রহমতের দশ দিন)। সাধারণ ভাবে এ দশদিনে সকলের জন্য রহমত নাজেল হয়। দ্বিতীয় দশ দিনের নাম **আশরাহে মাগফেরাত** (ক্ষমার দশদিন)। এ দশদিনের প্রতিদিন লাখো লাখো মুসলমানের প্রার্থনা কবুল করেন। তৃতীয় দশদিন হচ্ছে **দোজখ হতে পরিত্রাণ** লাভের সময়। এ দশদিনে প্রতিটি মো'মেন যারা সামান্যতম ঈমান রাখে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নিজের দয়া ও করুণা দ্বারা ক্ষমা করে দিবেন। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি রমজানের আগমনে সন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সারা বছর সন্তুষ্ট রাখেন এবং তার কর্মে বরকত দান করেন। আবার যে ব্যক্তি রমজান মাসের বিদায়ে (হৃদয়ে) ব্যথা অনুভব করে আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিম তাকে ইহ্ ও পরলোকে সৌভাগ্যবান করেন এবং সে

www.AmarIslam.com

কখনও দুঃখিত হবে না। এরপর এরশাদ করলেন, রমজান মাসে রোজা রাখলে সারা বছর ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় এবং অগণিত পাপ তার আমল নামা (কর্মফল) হতে মুছে যায়। তার পর বললেন, রমজানের শেষ দশদিনের মধ্যে 'শবে কদর' হয়। আসলে শেষ দশদিনের প্রতিটি রাতই শবে কদরের রাত। ক্ষমতাবান পুরুষদের (মরদ) উচিত এ ক'দিনের রাতে আল্লাহ্‌র ধ্যান হতে বিরত না থাকা। আল্লাহ্ না করুন শেষে এমন না হয় যে শবে কদরের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হতে হয়। কেননা এ রাতের নেয়ামত সমস্ত রাতের মধ্যে একত্রিত। এরপর বললেন, আমাদের সিল্‌সিলার বুজুর্গগণ প্রতিরাতে তারাবীর নামাজে একবার করে কোরাণ শরীফ খতম করেছেন। হযরত খা'জা ওসমান হারুনী রাদি আল্লাহু আনহু তারাবীর নামাজে প্রতি রাতে দু'বার করে কোরাণ শরীফ খতম করতেন। এ হিসেবে ৩০ দিনে ৬০ বার কোরান শরীফ খতম করতেন। এরপর বললেন, আমি যখন গজনীতে ভ্রমণরত ছিলাম তখন শহরের এক মসজিদে ঈমাম হিদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য হয়েছিলো। তখন রমজান মাস ছিলো। আমি বেশ কিছুদিন তাঁর খেদমতে ছিলাম। সেখানে আরও একজন প্রখ্যাত কামেল বুজুর্গ ছিলেন, তাঁর নাম শায়খ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি সেখানে ইমামতী করতেন। প্রতি রাতে তিনি তিনবার কোরাণ শরীফ খতম করার পরও আরও চার সিপারা অধিক পাঠ করতেন। আমি অধম তার সাথেই থাকতাম। তিনি উপদেশ দিতেন যে সুলুকের পথে সহনশীলতা ও পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক প্রয়োজন। যে পর্যন্ত পরিপূর্ণ চেষ্টা ও কঠিন রিয়াজতে আত্মনিয়োগ না করবে সে পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ মোকাবে (স্তরে) পৌঁছতে পারবে না। কেননা সুফিগণ বলেছেন, এ পথে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি সত্তর বছর আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত এমনভাবে করেছেন যে, কখনও এক বছর কখনও দু'বছর নিজের নফস্‌কে পানি পর্যন্ত পান করতে দেননি এবং অন্য কোন বাসনাও পূরণ করতে দেননি। তারপর তিনি রাব্বুল আলামীনের দরবারে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যখন তিনি বারগাহে ইলাহীতে (আল্লাহ্ তায়ালার দরবার) পৌঁছলেন তখন গায়েবী আওয়াজ হলো, তোমার সঙ্গে দুনিয়ার আবর্জনা রয়েছে, প্রথম ঐ সব ফেলে দাও তারপর সাক্ষাৎ হবে। এর উত্তরে হযরত বায়েজীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরজ করলেন ইয়া ইলাহি, তুমি গোপনের ভেদ জান, আমার নিকট দুনিয়ার কোন সম্পদ তো দেখছিনা যে ফেলে দিব? হুকুম হলো, নিজের কাপড়ে দেখ। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন, পানি পান করার একটা মাটির পাত্র ও এক টুকরো চামড়া ব্যতীত তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। তৎক্ষণাৎ তিনি সেগুলো ফেলে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারপর তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাৎ পেলেন! হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এ ঘটনা বলতে বলতে হায় হায় করে কেঁদে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন যে, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মহাপুরুষ যখন সামান্যতম জিনিসের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার দীদারে (সাক্ষাতে) বাধা পেলেন তখন দুঃখ হয় সেই সব লোকদের জন্য যারা দুনিয়ার জিনিসের মধ্যে ডুবে আছে; তারা কি করে পার পাবে? এরপর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন রমজান মাস চলছে আমার প্রস্তাব হচ্ছে প্রত্যেক দিন তারাবীতে একবার করে কোরআন শরীফ খতম করা হোক। তোমাদের মধ্যে এ কাজকে কে কে সমর্থন করছো? প্রত্যেকেই তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন দিলো। ঐ দিন হতে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি তারাবীতে দু'বার কোরান শরীফ খতম করার পরও আরও দশ সিপারাহ্ অধিক পাঠ করতে লাগলেন। এরপরেও রাতের এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকতো। এ মাসে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

এরপর তিনি **কাশ্‌ফ ও কারামাত** সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। বলতে লাগলেন যে, একবার আমি শায়খ জালালউদ্দিন আউচী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর খানকাহ্ শরীফে কয়েকজন ভক্ত কলন্দরী দরবেশ লোহার শিকল কোমরে বাধা অবস্থায় উপস্থিত হয়ে ছালাম করে বসে পড়লো। তারা কলন্দরী ভাষায় কঠিন কঠিন বাক্য শুনাতে লাগলো। হযরত তাদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করলেন। সব রকমের খাবারই তিনি তাদের জন্য আনলেন কিন্তু দই ছিলো না। তারা হযরতের নিকট 'দই'-এর জন্য অনুরোধ জানালেন। দই জামাতখানায় মওজুদ ছিল না। তারা দইয়ের জন্য দ্বিতীয়বার আরজ করতেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন এবং আমি তাঁর নূরানী মুখের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, দই তো হাতে নেই এখন কি করা যায়? আমি উত্তরে তাকে বললাম যে, তাদেরকে আদেশ দিন তারা যেন আপনার রন্ধনশালা হতে নির্গত নর্দমায় যেয়ে সেখান হতে দই নিয়ে আসে। শায়খ জালাল উদ্দিন আমার কথা মতো তাদেরকে হুকুম দিলেন। এ নির্দেশ পালন করা তাদের জন্য অপমান ও কষ্টকর হলেও তারা উঠে রন্ধনশালার নর্দমার নিকট গেলো এবং দেখলো যে সমস্ত নর্দমা দইয়ে ভেসে যাচ্ছে। তাদের প্রয়োজন মতো দই তারা তুলে নিয়ে এলো এবং আহার করলো। তারপর শায়খ জালালউদ্দিন তাদেরকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এরপর হযরত জালালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর আর একটি ঘটনার বর্ণনায় বললেন যে, আউচের এক লোক অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পবিত্র হজ্ব পালন ও মদিনা মনোয়ারা জিয়ারতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গিয়েছিলো এবং সেখানে হযরত জালালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলো, কিন্তু ঐ সময় তিনি নিজের বাড়ীতেই অবস্থান করছিলেন। ঘটনায় জানা গেছে ঐ ব্যক্তি সেখানে অনেক দিন ছিলেন এবং হযরত জালালউদ্দিনের সঙ্গে এক সাথেই থাকতেন। দু'জন একত্র হজ্বব্রত পালন করেছেন। হজ্ব শেষে যখন সে বাড়ীতে ফিরে আসে তখন সে প্রায়ই হযরত জালালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খানকায় যাতায়াত করতেন। একদিন কথা প্রসংগে হজ্বের কথা উত্থাপন হতে সে নিজের ও শায়খ জালালউদ্দিনের একত্রে হজ্ব করা সম্বন্ধে বলতে চাইলো, শায়খ আলোকিত অন্তর দ্বারা তার মনের কথা বুঝতে পেরে রেগে গেলেন এবং বললেন, খবরদার! আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধুদের রহস্য প্রকাশ করবেনা। এ শরীর যেটা এ কম্বলের নীচে আছে আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছায় সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে সে একই সময়ে তার দেহ নিয়ে কাবা শরীফ যেয়ে ফিরে আসতে পারে এবং নিজের যায়গায়ও অবস্থান করতে পারে। এ কথা বলে ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তোমার চোখ বন্ধ কর। সে চোখ বন্ধ করলো, একটু পরে তাকে চোখ খোলার জন্য বললেন, যখন সে চোখ মেলে চাইলো তখন সে নিজেকে এবং হযরত খা'জাকে কো'কাফে দেখতে পেলো এবং একই সময়ে সে নিজেকে যাত্রাস্থলেও দেখতে পেলো। ঐ ব্যক্তি হযরত শায়খ জালালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এ কারামাত দেখে বললো, আপনি একটু আগে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে সত্য। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম খা'জা ফরীদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে হযরত শায়খ জালালউদ্দিন আউচী রহমতুল্লাহি আলাইহি কখনও আউচে নামাজ পড়তেন না। যখন নামাজের সময় হতো তখন তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন। পরে জানা গিয়েছিলো যে তিনি ক্বাবা শরীফে নামাজ পড়তেন। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন কথা বলছিলেন তখন এক হিন্দু যোগী উপস্থিত হয়ে আদবের নিদর্শন স্বরূপ জমিনে চুমু খেলো। হযরত তাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করলো যে, সে আবেগে মাথা ঝুলিয়ে দিল কিন্তু পরে আর মাথা তুলতে পারছিলো না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই ছিলো। হযরত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাথা তুলতে নির্দেশ দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ মাথা উপরে তুললো এবং হাত জোড় করে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্মুখে দাঁড়ালো। হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা হতে এসেছো? হযরতের কথা ক'টিতে তার মাঝে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে তিনবার প্রশ্ন করার পরও সে কোন উত্তর দিতে পারলোনা। যখন চতুর্থবার তিনি প্রশ্ন করলেন তখন সে আস্তে আস্তে উত্তর দিল, আপনার ভয়ে আমি এতোই ভীত হয়ে পড়েছি যে আমার মুখ হতে কোন বাক্য বেরুতে চায় না। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম আমাকে উদ্দেশ্য করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন যে, যুগী কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছিলো। যখন সে এখানে পৌঁছলো তখন তার বেয়াদবীর জন্য আমার ইচ্ছা হলো যে এ যুগীর মাথা জমীনে মিশে যাক! সুতরাং তদ্রূপই হয়েছে। তুমি অবশ্যই সেটা বুঝতে পেরেছো। যখন এ যুগী নিজের ইচ্ছায় দমিত হয়েছে তখন তাকে আমি মাথা উঠাবার হুকুম দিয়েছি। যদি সে স্বেচ্ছায় তার ইচ্ছা পরিবর্তন না করতো তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত তারা মাথা জমীনে আটকে থাকতো। এরপর তিনি ঐ যুগীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের কাজে কতটুকু পূর্ণতায় পৌঁছেছ? সে উত্তরে বললো, যুগীদের সাধনার শেষ স্তর হচ্ছে, যখন সে চায় তখন হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে। এ কথা বলেই সে হাওয়ার উপর ভর করে চলতে লাগলো। এ সময় হযরত শায়খুল ইসলাম ফরীদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নিজের জুতোকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, যাও ঐ যুগীকে ধরে নিয়ে এসো। জুতো আদেশ পাওয়া মাত্র যুগীর মাথার উপরে চলে গেলো এবং তার মাথায় আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলো। যুগী পালাবার বহু চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু জুতো তাকে সে সুযোগ দিলো না। অবশেষে জুতো তাকে মারতে মারতে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সামনে এনে হাজির করলো। যুগী অবাক! বাকরুদ্ধ! সে ভাবতে লাগলো, যে ব্যক্তির জুতো এতো ক্ষমতাশালী তার অধিকর্তা কোন স্তরে অবস্থান করছেন। এ কথা চিন্তা করার পরপরই সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন প্রার্থীদের মধ্যে গণ্য হলো! এরপর ঐ যুগী দিনের পর দিন ইসলামের অবস্থা ও গুণ সম্বন্ধে ওয়াজ করতে লাগলো—দুনিয়াতে মানুষ নেক ও বদ হয় পিতা মাতার যৌন সহবাসের সময় ও অবস্থাকে কেন্দ্র করে। তখনই নির্ধারিত হয় আগত নেক হবে না বদ হবে। যদি ঐ সময়টা পবিত্র হয় তাহলে সন্তান নেক হবে আর অসময়ের ফসল হবে অসুভ। যৌন সহবাসের কারণেই সন্তান দুর্ভাগা হয়। অতএব মানুষের জানা উচিত যে কোন সহবাসের জন্য কোন সময়টা ভালো এবং কোন সময়টা খারাপ এবং এর উপরই নির্ভর করবে আগত সন্তান কোন প্রকারের আসবে। আসল কথা হচ্ছে, যুগী এ বিষয়ের উপর সমস্ত গুণাগুণ ও অবস্থা বর্ণনা করতো। আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম এবং কথাগুলো স্মরণ রেখে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে আবেদন করতাম। তিনি মুচকি হেসে বলতেন, মওলানা নিজামউদ্দিন ভালোই হয়েছে, তুমি এগুলো শিখলে কিন্তু তোমার কোন উপকারেই আসবে না। (কারণ তিনি অতিবাহিত ছিলেন)। এরপর আরও কয়েকজন কম্বল পরিহিত দরবেশ বায়তুল মোকাদ্দাস হতে হযরত শায়খুল ইসলাম খাজা শায়খ ফরীদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। হুজুর তাদেরকে বসার জন্য বললেন। তারা নির্দেশ পেয়ে বসে পড়লো এবং হযরতকে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। এ সময় হযরত তাঁর পবিত্র মস্তক নীচে নামিয়ে নিচ্ছিলেন। দরবেশগণ যখন তাদের ধারণার প্রতি নিঃশন্দেহ হলো, তখন তারা বললো, আমরা আপনাকে বায়তুল মোকাদ্দসে ঝাঁড়ু দিতে দেখেছি এবং সে সময় যখন আপনার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন আপনি উত্তরে বলেছিলেন, 'ফরীদ অযোধনী'। দরবেশদের অনুমানকে স্বীকৃতি দিয়ে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমাদের অনুমান সঠিক এবং সত্য কথাই বলছো। কিন্তু তোমরা ওয়াদাহ (শপথ) করেছিলে যে, সে কথা আর কাউকে বলবেনা। অথচ এখন নিজেরাই তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে। তাদের ওয়াদাহ ভঙ্গের জন্য প্রত্যেকেই লজ্জিত হলো। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হে প্রিয়গণ, আল্লাহ্ তায়ালার এমন বান্দাও আছেন যাঁরা একই সময়ে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে পারে। খানাকাবা, বায়তুল মোকাদ্দাস ও যেখানে সে বাস করে সেখানে তো বটেই। এ কথা বলার পর তিনি ঐ দরবেশদেরকে বললেন, চোখ বন্ধ কর। তারা চোখ বন্ধ করলো। কিছুক্ষণ পর পুনরায় বললেন, এবার চোখ খোল। তারা চোখ খুললো এবং হযরত শায়খুল ইসলাম যা বলেছিলেন তা ব্যক্তিগত ভাবে তারা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো। অর্থাৎ তারা একই সময়ে অযোধনের দরবারে বসে থেকে খানাকাবা ও বায়তুল মোকাদ্দাসে হযরত শায়খুল ইসলামের সঙ্গে জিয়ারত করার সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হলো। এরপর তারা হযরত শায়খুল ইসলাম-এর কারামাত দেখে চিৎকার দিয়ে বেহুস হয়ে গেলো। জ্ঞান ফিরলে পর তারা সকলেই হযরতের নিকট বয়াত গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হলো। হযরত তাদেরকে শিস্তান ও অন্যান্য স্থানের বেলায়েত দান করে সেখানে থাকার হুকুম দিলেন। এরপরও বায়তুল মোকাদ্দাস হতে ফিরে আসা লোকদের নিকট জানা গেলো যে, হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেক দিন একবার করে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করতেন এবং সে স্থান ঝাড়ু দিয়ে ফিরে আসতেন। এরপর তিনি নিজের রিয়াজত ও মোজাহেদার কথা বর্ণনা করে বললেন, আমি ২০ বছর ধ্যানমগ্নে দাঁড়িয়েছিলাম, এ সময়ের মধ্যে কখনও বসিনি। আমার পা ফুলে গিয়েছিলো এবং ফেটে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকতো। আমি স্মরণ করতে পারিছিনা যে এ সময়ে আমি কিছু খেতাম কিনা! হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এ বর্ণনার সময় তাঁর বন্ধু শায়খ শিহাবউদ্দিন গজনবী রহাতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত হলেন। হযরত তাঁকে বসার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জন্য বললে তিনি বসে পড়লেন। তাঁর মাধ্যমে শহরের শাসন কর্তা হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে একশ দিনার নজরানা পাঠিয়েছিলো। কিন্তু শিহাবউদ্দিন ৫০ দিনার হযরতকে দিলেন এবং ৫০ দিনার নিজের কাছে রেখে দিলেন। হযরত তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে বললেন, শিহাবউদ্দিন তুমিতো খুব ভালো ভাগ করতে শিখেছো এবং বেশ ইনছাফ দেখিয়েছো? দরবেশদের ও রকম করা উচিত নয়। তিনি লজ্জিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকি ৫০ দিনার বের করে হযরতের খেদমতে পেশ করলেন। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি একটি দিনারও গ্রহণ করলেন না বরং ১০০ দিনারই তাঁর দরবেশ বন্ধুকে দান করে দিলেন এবং বললেন, তোমাকে একথা এজন্য বললাম যে অপরের জিনিস আত্মসাৎ (খেয়ানত) করা অত্যন্ত কঠিন গোনাহের কাজ। এমতাবস্থায় যে কেউ যতো ইবাদত বন্দেগীই করুক না কেন কিন্তু মাকসুদে পৌঁছতে পারবে না। এরপর হযরত শায়খ শিহাবউদ্দিন নতুনভাবে বয়াত হলেন এ জন্য যে তার প্রথম বয়াতে কলঙ্ক এসে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষা ও হেদায়াতের মাধ্যমে তাকে শেষ মোকামে (স্তরে) পৌঁছিয়ে নিজের খলিফা মনোনীত করেছিলেন।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দশম মজলিস

৫ই শওয়াল ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। শায়খ জালালউদ্দিন হাছবী, শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী, মাওলানা বদরুদ্দিন ইসহাক ও আরো অনেক বিখ্যাত সূফী হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। সেই যুগীও হাজির ছিলো। আমি যুগীকে জিজ্ঞেস করলাম, যুগীদের তরীকা কি এবং আসল বা প্রকৃত কাজ কোনটি? সে উত্তরে বললো, আমাদের মধ্যে মানুষের নফ্স দু'টো, প্রথমটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিকৃষ্ট। হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরীদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ কুদ্দিসাল্লাহি সির রুহুল আজিজ এরশাদ করলেন যে, যুগী ঠিকই বলেছে। আলমে সিফ্লীতে দৃষ্টির পবিত্রতা ও সংযমতা থাকে। এ কথা বলার মাঝে তাঁর পবিত্র চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি বললেন এর কথা আমার খুব ভালো লেগেছে। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সাথে বন্ধুত্বের দাবী করে এবং তার অন্তরে যদি দুনিয়ার প্রেম থাকে তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর বললেন, কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী লিখিত 'তারিখ' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, **আল্লাহ্তায়ালার রহমত বর্ষণের সময় হচ্ছে তিনটি। প্রথম ঃ** সামার (গানের) হালতের (অবস্থার) সময়। **দ্বিতীয় ঃ** আহার করার সময়, অবশ্য যদি সে আহার আল্লাহ্তায়ালার বন্দেগী করার শক্তি অর্জনের জন্য হয়। **তৃতীয় ঃ** দরবেশদের সম্মেলনের সময়—যে সময় তাঁরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ জাল্লে শান্হুর জেকেরে মশগুল হয়। এ উপকারিতা বর্ণিত হওয়ার প্রাক্কালে ছ' সাতজন দরবেশ হযরতের খেদমতে হাজির হলেন। প্রত্যেকেই চিশ্তীয়া খান্দানের ছিলেন এবং চিশ্তীয়া খানদানে মুরীদ হয়ে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। হযরত তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং নিজের পাশে বসালেন। তাঁরা শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে আরজ করলেন, আমাদের প্রত্যেকের কিছু বক্তব্য আছে যদি হযরত তাঁর কোন খাদেমকে হুকুম করেন তাহলে সে আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করতে পারে। হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁদের আরজ মঞ্জুর করলেন এবং আমাকে আদেশ দিলেন যে তুমি মাওলানা বদরুদ্দিনকে সাথে নিয়ে যাও, এদের কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। হযরতের নির্দেশানুযায়ী আমি ও মাওলানা বরুদ্দিন ইসহাক তাদের কথা শুনতে লাগলাম। তাঁদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত করুণ ও বলার মধ্যে ছিলো বিনয়াবনতা, যার কারণে আমি ও মাওলানা বদরুদ্দিন উভয়ে কেঁদে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেললাম। তাদের বক্তব্য পেশের এ অদ্ভূত ধারা দেখে আমাদের মনে হলো এরা কি ফেরেস্তা, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের শিক্ষার জন্য এ অভিনব ঘটনা ও তা বলার প্রক্রিয়া আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন? আমরা তাদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলাম এবং হযরতের খেদমতে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করলাম। সমস্ত শুনার পর হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং বলতে লাগলেন যে বক্তব্য এভাবেই পেশ করা উচিত যাতে কলহের ঘটনা বর্ণনা করা হলেও মানুষ রাগান্বিত না হয়। তারপর বললেন, যখন মানুষ আল্লাহতায়ালার ইবাদত-বন্দেগীর শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহার করে তখন সেই খাবার আহার ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য না হয়ে ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে গণ্য হয়।

পরবর্তী আলোচনা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মা'সুদ রাদিআল্লাহু আনহু-এর প্রসংসা সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসুদ রাদিআল্লাহ আনহু-এর শানে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ বিন মাসুদ জগতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এরপর এরশাদ করলেন যে, একবার আমি যখন আমার পীর ও মুর্শেদ খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম সে সময়ে আমার এক পীর ভাই হযরত খাজার খেদমতে উপস্থিত হয়ে একটা স্বপ্নের ঘটনা নিবেদন করলো, বললো যে, "আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, মসজিদে কোব্বা, যার সম্মুখে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি দ্বারা লোকে লোকারণ্য। একজন লোক সেই মসজিদের ভিতর হতে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মানবজাতির পয়গাম নিয়ে মসজিদে কোব্বার ভিতরে প্রবেশ করে। আমি লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করলাম ভিতরে কোন্ সাহেব অবস্থান করছেন? তারা উত্তর দিলো, এর ভিতরে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করছেন; আর ঐ ব্যক্তি যিনি লোকদের সংবাদ নিয়ে ভিতরে আসা যাওয়া করছেন তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ্ বিন মা'সুদ রাদি আল্লাহু আনহু। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং ছালাম নিবেদন করে বললাম, আমি হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র দর্শনের প্রার্থনা-প্রার্থী। আমার কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মা'সুদ রাদি আল্লাহু আনহু ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং একটু পরে বাইরে এসে বললেন যে, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে তোমার অবস্থা এখনও তাঁর জেয়ারতের উপযুক্ত হয়নি। তবে তাঁর ছালাম হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে পৌঁছে দিতে বললেন এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরও বললেন যে তাকে যেয়ে বলো, সে পূর্বে সব সময় যে তোহ্ফা পাঠাতো তা আমার নিকট পৌঁছতো কিন্তু আজ তিনদিন যাবৎ কোন তোহ্ফা তাঁর নিকট পৌঁছেনা এর কারণ কি?" এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দিছা সির রুহুল আজিজ হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখ্তিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মোজাহেদার অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলেন, বললেন যে তিনি ২০ বছর পর্যন্ত রাতে শুতেন না এমন কি জমীনের মধ্যে হাতও রাখতেন না। এরপর বললেন, দরবেশীতে আয়াশ-আরাম হারাম। কেননা দরবেশদের জন্য স্বপ্ন ও বিশ্রাম নিষিদ্ধ। আলোচনা চলছিলো, এমন সময় শামস দবীর হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে কদমবুসি করে দাঁড়িয়ে আরজ করলো যে আমি হুজুরের জন্য একটা কাসিদাহ (কবিতা) লিখেছি, অনুমতি পেলে আবৃত্তি করতে পারি। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে অনুমতি প্রদান করে বললেন যে কবিতাটি শুনানো হোক। শামস্ দবীর কাসিদাহ পাঠ করতে লাগলেন। যখন কাসিদাহ্ শেষ হলো তখন হুজুর বললেন, বসে পড়। সে বসে পড়লো এবং দ্বিতীয়বার কাসিদাটি পাঠ করার হুকুম দিলেন। সে পাঠ করতে লাগলো। হযরত শুনে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে বলতে ছিলেন চমৎকার। কোথাও কোথাও একটু হালের সৃষ্টি হচ্ছিল। যখন সম্পূর্ণ কাসিদাহ শুনানো শেষ হলো তখন হযরত বললেন, যদি কিছু প্রার্থনা করার থাকে তাহলে করতে পারো। শামস্ দবীর হযরত শায়খুল ইসলামের কদম মোবারকে পড়ে গেলো এবং আরজ করলো আমার একমাত্র বৃদ্ধ মাতা জীবিত রয়েছেন যার ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়ে পড়েছি। হযরত বললেন, বেশ, কিছু মিষ্টি দ্রব্য আনয়ন করো। সে বাড়ীতে যেয়ে যা উপস্থিত ছিলো নিয়ে এলো এবং হযরত শায়খুল ইসলামের সামনে রাখলো। হযরত ফাতেহা পাঠ করে তাবাররুক সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন। প্রত্যেকের ভাগেই কিছু না কিছু পৌঁছলো। আমিও চারটে পেয়েছিলাম। হযরত শায়খুল ইসলামের দোয়ার বরকতে তার অবস্থা স্বচ্ছল হয়েছিলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবানের (দিল্লীর বাদশাহ) কর্ম-পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলো।

–আল্হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একাদশ মজলিস

৫ই শওয়াল ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসি হাসেল হলো। অযোধ্যার শাসনকর্তা তার এক কর্মকর্তার মাধ্যমে দুটো নিষ্কর গ্রাম ও ২০০ স্বর্ন মুদ্রা নগদ নজরানাসহ হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দরবারে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলো। হযরত মৃদু হেসে বললেন, আমি আজ পর্যন্ত কারও নিকট হতে কোন নিষ্কর ভূমি বা কোন জিনিস গ্রহণ করিনি এবং এটা আমাদের খাজেগানে চিশ্‌তদের রীতিও নয়। তুমি এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাকে বলে দিও এগুলো গ্রহণ করার লোক অনেক রয়েছে তাদেরকে দিয়ে দিতে। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম এ ঘটনার অনুরূপ আর একট ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন যে, একবার সুলতান নাসিরুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর উজীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবান মুলতান হতে দিল্লীতে ফেরার পথে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলো। আমার সম্মুখে এসে তাঁরা ৪টি নিষ্কর গ্রাম ও অগণিত টাকা আমাকে নজরানা দিয়ে আরজ করলো যে নিষ্কর গ্রাম চারটি আপনার জন্য এবং নগদ নজরানা আপনার দরবেশদের জন্য। প্রতি উত্তরে আমি বললাম, এগুলো ফেরৎ নিয়ে যান, এগুলো গ্রহন করার লোক বহু রয়েছে তাদেরকে এ সব দেয়া উচিত। কথা বলতে বলতে হযরতের চোখ দু'টো অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তারপর বললেন, যদি আমি এসব গ্রহণ করি তাহলে আমাকে কেউ দরবেশ বলবে না বরং ধনী বলবে এবং আমি দরবেশদের সমাজে কলঙ্কিত হবো। এ সব কথা নিয়ে লোক সমাজে সমালোচনা হবে এবং এ কারণেই আমি দরবেশদের নিকট মুখ দেখাতে পারবো না। এমন কি তাদের মাঝে আমার স্থানও থাকবে না। অতএব এসব আমি কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করতে পারবো না। এগুলো ফেরত নিয়ে যান এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। এরপর বললেন, একবার হযরত শহীদুল মুহাব্বাত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাস রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর উজীর উপস্থিত হয়ে ছ'টি নিষ্কর গ্রাম ও একটি বস্তা ভর্তি স্বর্ণ-মুদ্রা নজরানা প্রদান করে বললো এগুলো সুলতান শামসুদ্দিনের নিকট হতে হাদিয়া হযরত খা'জা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি মৃদু হেসে বললেন যে, এগুলো গ্রহণ করতে আমার কোন আপত্তি ছিলোনা যদি আমাদের খাজেগানগণ পূর্ববর্তী সময়ে এ রকম জিনিস গ্রহণ করে আমাদের জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নজীর রেখে যেতেন। যখন তারা কখনও এমন জিনিস গ্রহণ করেননি তখন আমি এসব জিনিস কি করে গ্রহণ করতে পারি? যদি আজ তাঁদের তরীকা মতো না চলি তাহলে কাল কেয়ামতের দিন কিভাবে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হবো। এগুলো ফেরত নিয়ে যান। এসব জিনিস গ্রহণ করার লোক যথেষ্ট রয়েছে। তারা এসব জিনিসের জন্য মাথা হতে টুপী খুলে নীচে রেখে দেয়।

পরবর্তী আলোচনা হাদীস লেখকদের সম্বন্ধে শুরু হলো। হুজুর এরশাদ করলেন, প্রাচ্যের জ্ঞানী হাদীস লেখকগণ যা কিছু লিখেছেন পবিত্রতার সঙ্গেই লিখেছেন। তাঁদের লিখিত সকল হাদীসই বিশুদ্ধ। প্রাচ্যে ৩০ হাজার হাদীস লিখিত হয়েছে। এরপর মাওলানা রাজিউদ্দিন যা'নী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘটনার বর্ণনায় বললেন যে যখন তিনি হাদীস লেখার সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি তার লোকজনকে প্রাচ্যের জ্ঞানীদের নিকট পাঠিয়ে তার সত্যতা যাচাই করে নিতেন। এরপর বললেন, একদিন হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের সময় একা নামাজ পাঠ করেছিলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ রাদিআল্লাহ আনহু ও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন, এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ বিন্ আব্বাছ রাদি আল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে নিজের পাশে এনে দাঁড় করালেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাছ রাদি আল্লাহু আনহু সরে যেয়ে নিজের যায়গায় দাঁড়ালেন। হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার তাঁকে একই ভাবে এনে নিজের পাশে দাঁড় করালেন। কিন্তু এবারও তিনি সরে যেয়ে নিজের যায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে আমার পাশে এনে দাঁড় করাচ্ছি কিন্তু তুমি এভাবে সরে যাচ্ছ কেন? হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আব্বাছ রাদি আল্লাহু আনহু বিনয়ের সাথে বললেন, আমার মতো অধমের এমন কি যোগ্যতা আছে যে হুজুরের পাশে একই কাতারে দাঁড়াবো? হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই সুন্দর আদবের জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -

আল্লাহুম্মা ফাক্কেহু ফিদ্দীনে।

অর্থাৎ–হে খোদা তুমি একে ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানবার করো।

পরবর্তী আলোচনা কাশ্‌ফ ও কারামাত (অন্তর্দৃষ্টি ও অলৌকিক ক্ষমতা) সম্বন্ধে শুরু হলো। হুজুর এরশাদ করলেন, কারামাত বিনা কারণে প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ এটা গর্বিত লোকের কাজ। তরীকার মাশায়েখ (পীরগণ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারামাত প্রকাশ করা পছন্দ করতেন না এবং করেন না। এ ধরণের কাজে নফ্সের মাঝে এক প্রকার আত্মগর্ব বা অহংকার দেখা দেয়। এরপর হযরত খা'জা হাসান নূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর একটা কারামাতের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, তিনি কোন এক সময়ে দজলা নদীর (ইরাকে অবস্থিত একটি নদী) তীরে যেয়ে দেখলেন যে এক জেলে নদীতে জাল ফেলে বসে আছে। তিনি মনে মনে বললেন যে , যদি আমার মাঝে কারামাত সঞ্চয় হয়ে থাকে তাহলে এর জালে আড়াই মণের মতো ওজনের একটা মাছ আটকানো দরকার। ঘটনা তাঁর ইচ্ছানুযায়ীই ঘটলো। দেখা গেলো জেলে যখন জাল তুলছে তখন তার জালে বিরাট এক মাছ, যার ওজন আড়াই মণের মতোই হবে। এ কারামাতের সংবাদ যখন হযরত খা'জা জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কর্ণগোচর হলো তখন তিনি বললেন যে ঐ জালে যদি একটা সাপ আটকে যেতো এবং সেই সাপ যদি হাসান নূরীকে দংশন করতো এবং সে শহীদ হতো, তাহলে কেমন হতো? এখন জানিনা তার ভবিষ্যত কেমন হবে।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত সা'দ উদ্দিন হামোবী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, আমি এবং সে বহুদিন এক সঙ্গে কাটিয়েছি। সে উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে বলতেন, হাসান কারামত প্রকাশ করে একটা ফরজ তরক (উপেক্ষা) করেছে। অন্য আর একটি ঘটনা তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, আমাদের এলাকার শাসনকর্তা আমাকে বিশ্বাস করতো না। একদিন সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এক সংবাদ-দাতাকে বাড়ীর ভিতরে বলে পাঠালো যে, সূফিকে বলো বাইরে আসতে, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। সংবাদদাতা এসে আমাকে বাদশাহের ইচ্ছা জানালো। আমি তার কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে নামাজে মনোনিবেশ করলাম। সে ব্যক্তি বাইরে যেয়ে বাদশাহকে আমার প্রতিক্রিয়ার ঘটনা বর্ণনা করলো। বাদশাহ সওয়ারী (অশ্ব) হতে অবতরণ করে ভিতরে প্রবেশ করছিলো, আমি তার সম্মান প্রদর্শনে উঠে দাঁড়ালাম। সে আলিঙ্গন করলো এবং উভয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। আমি খাদেমকে একটা থালায় কিছু সেব (আপেল) সাজিয়ে আনতে বললাম। সেব নিয়ে আসার পর আমি সেগুলোকে কেটে টুকরো করে বাদশাহকে দিচ্ছিলাম এবং নিজেও খাচ্ছিলাম। এই থালার মধ্যে একটা সেব (আপেল) বেশ বড় ছিলো। এটার প্রতি বাদশাহ আকৃষ্ট হয়ে মনে মনে বলতে লাগলো, যদি শায়খের মাঝে বাতেনী (গোপনতত্ত্ব) হাসেল হয়ে থাকে তাহলে ঐ বড় আপেলটি সে আমাকে দিবে। বাদশাহের মনে এ ধরণের খেয়াল আসতেই আমি আপেলটি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার হাতে তুলে নিলাম এবং নীচের ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। "একবার মিশরে ভ্রমণের সময় এক শহরের এক স্থানে দেখতে পেলাম বহু লোকের ভীড়, সেখানে এক মুদী একটা গাধার চোখ ভালো করে বেঁধে নিজের হাতের আংটিটি খুলে জনতার মধ্য হতে একজনের নিকট আংটিটি রেখে দিলো এবং গাধাটিকে ঐ আংটিটি খুঁজে বের করতে বললো। গাধাটি জনতার বৃত্তের মধ্যে প্রত্যেকের ঘ্রাণ নিতে লাগলো, যখন সে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌছলো, যার কাছে আংটিটি ছিল, তার ঘ্রাণ নিয়ে গাধাটি বুঝতে পারলো যে আংটিটি তার কাছেই আছে; সে তখন ঐ ব্যক্তির নিকট হতে আংটিটি নিয়ে নিলো।" গল্পটি বলা শেষ করে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললাম, যদি আমার কোন কাজে কাশ্ফ বা কারামাত প্রকাশ পায় তাহলে মনে করবেন সেটা গাধাটির আংটি খুঁজে বের করার মতোই এবং আমার দ্বারা যদি কোন কাশ্ফ কারামত প্রকাশ একেবারে নাই হয় তাহলে মনে করবেন এ দরবেশের কোন বাতেনী শক্তি নেই। বলার কাজ এখানেই শেষ করলাম এবং বাদশাহের হাতে আপেলটি তুলে দিলাম। হযরত খা'জা শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য যখন এ পর্যন্ত পৌছলো তখন তিনি হায় হায় করে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, দেখো আল্লাহ্ তায়ালার বীর পুরুষগণ কিভাবে নিজেদেরকে গোপন রাখতেন, কারও নিকট আত্ম প্রকাশ করতেন না। এ সময় আযানের সুর ভেসে এলো এবং হুজুর তাঁর বক্তব্য এখানেই শেষ করে নামাজে মনোনিবেশ করলেন। মজলিস শেষ হলো।

–আল্হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বাদশ মজলিস

১০ই শওয়াল ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী এবং অনেক সূফি দরবেশ খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু-এর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হলো। হুজুর বললেন, যতদিন পর্যন্ত হযরত আমিরুল মো'মেনীন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু ইসলামে ঈমান আনেননি ততদিন পর্যন্ত নামাজের আজান (ডাক) গুহায় গহ্বরে দেয়া হতো। কিন্তু যেদিন আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু ঈমান আনলেন সে দিন তিনি তলোয়ার মুক্ত করে দাঁড়িয়ে হযরত বেলাল রাদি আল্লাহু আনহু-কে বললেন, কা'বা ঘরের মিম্বারে উঠে আজান দাও। হযরত বেলাল তার নির্দেশ মতো কাজ করলেন। যখন উচ্চস্বরে ও প্রকাশ্যে আজান দেয়া হলো তখন কাফেরদের বুক কেঁপে উঠলো এবং একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। কাফেরগণ বলতে লাগল, আজ এমন কি ঘটেছে যার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহচরগণ উচ্চস্বরে ও প্রকাশ্যে আজান দিচ্ছে? তাদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো, আজ ওমর বিন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু ঈমান এনেছে। এটা শ্রবণ করতেই তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগল যে আমাদের সম্প্রদায়ে আজ হতে গোলমাল বেঁধে গেলো। কারণ হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণ করেছে। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতে লাগলেন যে, একবার আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু লৌহবর্ম নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন পথিমধ্যে দেখতে পেলেন এক গোয়ালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছো কেন? সে উত্তরে বললো, আপনিইতো আমাকে কাঁদাচ্ছেন। আপনার শাসন আমলে আমার এ দইগুলো পড়ে গেলো এবং মাটি তা চুষে নিলো। দইওয়ালার কথা শুনে হযরত আমিরুল মো'মেনীন রাদি আল্লাহু আনহু-এর মাঝে একটি বিশেষ হালের (অবস্থা) সৃষ্টি হলো। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং দুররা (চাবুক) তুলে জমিনকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললেন, হে জমিন, গোয়ালার দই ফেরৎ দিবি কিনা? যদি না দিস্ তো এ দুররা দিয়ে তোর সাথে মিমাংসা করবো। তাঁর পবিত্র মুখ হতে সম্পূর্ণ বাক্য বের না

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হতেই জমীন ভয়ে ফাঁক হয়ে গেলো এবং সমস্ত দই উপরে চলে এলো। দইওয়ালা তার ভাণ্ড ভর্তি করে চলে গেলো। এরপর আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর বিন্ খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু-এর বুজুর্গীর আর একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন হযরত খাজা শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি। আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু বসে নিজের খিরকা (আজানু লম্বা জামা) মোবারক সেলাই করছিলেন তখন তাঁর পিঠ মোবারক ছিল সূর্যের দিকে এবং সূর্যের প্রখরতাও ছিলো খুব বেশী, যার ফলে তাঁর পিঠে তাপ অত্যধিক অনুভূত হয়েছিলো। এই তাপের কারণে তিনি সূর্যের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাতেই আল্লাহ্তায়ালা ফেরেস্তাদিগকে নির্দেশ দিলেন, সূর্য রশ্মিকে নিস্তেজ করো, কেননা সে হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু-এর সাথে বেয়াদবী করেছে। ফেরাস্তাগণ সাথে সাথে আদেশ পালন করলো এবং সূর্য আলোহীন হয়ে পড়লো, যার ফলে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে পতিত হলো। হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দৃশ্যে অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, হয়তো কেয়ামাত আসন্ন হয়েছে যার জন্য সূর্যের আলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে বলতে লাগলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কেয়ামাত কায়েম হয়নি বরং সূর্য হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু-এর সাথে বেয়াদবী করায় তার আলো হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু-এর সম্মানে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আসল ঘটনা হচ্ছে হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু-এর পিঠ মোবারকে সূর্যের তাপ তীক্ষ্ণভাবে পতিত হওয়ায় তাঁর পিঠ মোবারক উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিলো যে কারণে তিনি বিরক্ত হয়ে সূর্যের প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন এবং আল্লাহ্তায়ালা সূর্যের এ বেয়াদবীর জন্য শাস্তি স্বরূপ তার আলো বন্ধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং এও বলেছেন যে, যতক্ষণ না হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু তাকে (সূর্যকে) ক্ষমা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য তার আলো ফিরে পাবে না। হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা শ্রবণ করে হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু-কে ডেকে এনে বললেন, সূর্যকে ক্ষমা করে দাও। হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশে বললেন, যদিও আমি রাগান্বিত হয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলাম এখন হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশে তাকে মাফ করে দিলাম। সাথে সাথে সমস্ত জগৎ আলোকিত হয়ে উঠলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু-এর আরও একটা বুজুর্গীর ঘটনা বর্ণনা করলেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি। বললেন, একবার তিনি রোম সম্রাটের নিকট খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করলেন, কারণ সে কর পাঠাতে গড়িমসি করতো, প্রায়ই নানা অজুহাতের বর্ণনা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হ'তো। ঠিক একই সময়ে রোম-সম্রাটও দু'জন দূত প্রেরণ করেছিলো আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট। রোম সম্রাটের নির্দেশ ছিলো আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু-এর অবস্থা অবলোকন করে তা সম্রাটকে জানানো এবং যদি তিনি উপযুক্ত হন তাহলে তাঁকে কর (মাল) দিবে তা নাহলে অন্য রকম ব্যবস্থা নিবে। যখন সম্রাটের দূত দু'জন মদিনায় উপস্থিত হয়ে হযরত আমিরুল মো'মেনীনের বাড়ীতে পৌঁছলো তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তারা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো যে তিনি সমাধি ক্ষেত্রের দেয়ালের পার্শ্বে কুঁড়ে ঘরে অবস্থান করছেন অবশেষে তারা সেখানে গেলো এবং দেখতে পেলো যে তিনি সেখানে বসে তাঁর জামা (খিরকা) সেলাই করছেন। দূতগণ উপস্থিত হয়ে সালাম করলো। আমিরুল মো'মেনীন তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, মাল এনেছো? তারা বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলো, না, সম্রাট মাল দেয়নি। হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু-এর সম্মুখে দুররা (চাবুক) রক্ষিত ছিলো, তিনি সেটা হাতে নিয়ে রাগান্বিত হয়ে শূন্যে আঘাত করে বললেন, আমি তোমাদের সম্রাটকে ক্ষমতা হতে সড়িয়ে দিলাম। দূত দু'জন আতঙ্কিত হয়ে চলে গেলো এবং পথে শুনতে পেলো যে সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রাজসভা পরিচালনা করছিলো এমন সময় হঠাৎ রাজদরবারের প্রাচীর ফেটে গেলো এবং সেখান হতে দুররা সহ একটা হাত বেরিয়ে এসে সম্রাটের গর্দানে আঘাত করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের মস্তক ধর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। যখন দূতগণ দেশে যেয়ে এ ঘটনার সাথে মদীনায় দেখা দৃশ্যের কথা দেশবাসীর নিকট বর্ণনা করলো তখন হাজার হাজার কাফের বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো এবং এরপর বকেয়া করসহ মদীনায় এতো অধিক মাল আসতে লাগলো যে তার হিসাব করাও দুরূহ ব্যাপার ছিলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ত্রয়োদশ মজলিস

২১শে শওয়াল ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। দুনিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো হুজুর এরশাদ করলেন, একবার এক বুজুর্গ পানির উপর জায়নামাজ (জা'নামাজ) বিছিয়ে নামাজ পড়ছিলেন, নামাজান্তে দোয়া চাইলেন, "হে খোদা, খিজির আলাইহিস্ সালাম যে গুনাহ করেছে তার জন্য তাকে তওবা নসিব করুন।" ঐ সময় খিজির আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার দ্বারা কি প্রকারের গুনাহ সংঘটিত হয়েছে যার জন্য আমাকে তওবা করতে হবে?" তিনি বললেন, তুমি বনের মধ্যে একটা গাছ লাভ করেছো যার ছায়ায় বসো এবং বলো যে এটা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে লাগানো হয়েছে। খিজির আলাইহিস্ সালাম লজ্জিত হলেন এবং সাথে সাথে তওবা করে ক্ষমা চাইলেন। এরপর ঐ বুজুর্গ বললেন, যদি আমাকে সমস্ত দুনিয়া দিয়ে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে আমি এসবের হিসাব তোমার নিকট হতে নিব না এবং এও যদি বলা হয় যে এ সব গ্রহণ না করলে তোমাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে সে অবস্থায় আমি দোজখকে শ্রেষ্ঠ মনে করে দোজখ গ্রহণ করবো তথাপিও দুনিয়া গ্রহণ করবোনা। খিজির আলাইহিস্ সালাম-এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বললেন, দুনিয়া আল্লাহ্‌র পথের প্রতিবন্ধক। আল্লাহ্ আয্‌যা ও জাল্লা (ইজ্জত ও জালালিয়াতের অধিকর্তা) দুনিয়াকে ঘৃণা করেন, যার জন্য আমি দোজখ গ্রহণ করবো তবু দুনিয়াকে গ্রহণ করবো না।

এরপর হযরত শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যানে মশগুল হওয়া সম্বন্ধে বললেন যে মানুষের উচিত সদা সর্বদা আল্লাহ্‌র ধ্যানে মশগুল থাকা। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখে তিনি বললেন যে কোন এক ব্যক্তি এক পরিপূর্ণ কামেল দরবেশের নিকট প্রার্থনা করলেন যে সবসময় আমি যেন আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যানে মশগুল থাকতে পারি এমন দোয়া আপনার নিকট কামনা করি। তিনি উত্তরে বললেন, আমার দুঃখ হচ্ছে এজন্য যে তোর প্রতি মনোযোগী হওয়ায় আমার এ সময়টুকু অপচয় হলো, আর আমি করব তোর জন্য দোয়া?

এরপর জ্ঞান-পুস্তক সম্বন্ধে আলোকপাত করলেন হযরত শায়খুল ইসলাম। তাঁর সম্মুখে অনেক পুস্তক রক্ষিত ছিলো। তিনি এ সম্বন্ধে বললেন যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্তায়ালা মানুষের সঙ্গে দু'টো অঙ্গিকারে আবদ্ধ। একটি জাহেরী (প্রকাশ্য) ও অপরটি বাতেনী (গুপ্ত)। জাহেরীটি হচ্ছে মানুষের হেদায়েতের জন্য নবী প্রেরণ; আর বাতেনী অঙ্গিকার হচ্ছে আক্ল্ (জ্ঞান, বুদ্ধি) প্রদান করা। কেননা যদি আলেমদের (শিক্ষাবিদ) জ্ঞান না থাকে তাহলে বিদ্যার্জনে তাদের কোন উপকার হয় না। এরপর তিনি বললেন যে আমি আছারে তাবেঈন কিতাবে দেখেছি, যখন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করবেন তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে ইল্ম্ ও আক্ল্ সঙ্গে নিয়ে যাও–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ -

অর্থ–এবং আদম আলাইহিস্ সালামকে সমস্ত নাম শিখিয়েছেন পরে উহাদেরকে পেশ করা হলো। নির্দেশ মতো হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম ইল্ম্ ও আক্ল্ উভয়ই হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর খেদমতে পেশ করলেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম চিন্তিত হয়ে পড়লেন এ জন্য যে উভয়ের মধ্য হতে কোনটা গ্রহণ করবেন! অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে তিনি আক্ল্কে (জ্ঞানকে) গ্রহণ করলেন।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন যে, হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম-এর সহীফায় (ছোট ঐশী কিতাব) আছে যে সমস্ত জ্ঞানী ও পূণ্যবানদের জন্য ওয়াজেব হচ্ছে চারটি সময়ের জন্য গাফেল (অমনোযোগী) না হওয়া।

প্রথম ঃ নিজের পরওয়ারদীগারের (আল্লাহ্ তায়ালা) সাথে সাক্ষাৎ করার সময়। অর্থাৎ—নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগী করার সময় এবং শেষে দোয়া করার সময়।

سَاعَةٌ فِيْهَا يُنَاجِىْ رَبَّهُ -

অর্থ—এমন একটা সময় আছে যখন প্রভু তাকে ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় ঃ প্রত্যেকে একটা বিশেষ সময়ে নিজের সম্বন্ধে নিগুরভাবে চিন্তা করে দেখবে সে কি করছে, কি খাচ্ছে, কি পড়ছে এবং বিনিময়ে তার দ্বারা কেমন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

তৃতীয় ঃ নফ্সের হিসাব করার সময়। অর্থাৎ খাও, পরো, শোও এবং নফ্সের সহিত উদ্দেশ্যকে সফল করো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ ঃ وَسَاعَةٌ يُجَالِسُ عِنْدَ الْاِخْوَانِ يُخْبِرُوْنَ عَنْ عُيُوْبِهِ -

ওয়া ছায়াতু ইউজালেসু ইন্দাল আখওয়ানে ইউখ বেরুনা আন্যাগুয়েতিহি।

অর্থাৎ–একটা সময় হচ্ছে নিজের ভাইদের নিকট বসা এবং যদি কিছু খারাপ জিনিস পরিলক্ষিত হয় তাহলে তা অন্য কাউকে না বলা এবং অন্তঃসার শূন্য ও অপছন্দনীয় ব্যক্তিদের নিকট না বসা।

হুজুর এরপর এরশাদ করলেন যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন অগ্রহণযোগ্য জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ই এক, ভিন্ন নহে। কেননা জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষা অর্জন হয় না। অতএব সেই প্রকৃত মানুষ, যে নিজের অস্তিত্বকে চিনতে পেরেছে। অর্থাৎ–সেই হচ্ছে সাহেবে-আকল (প্রকৃত জ্ঞানী)। এরপর এরশাদ করলেন হযরত হামিদউদ্দিন নাগোরী লিখেছেন যে, প্রত্যেক জিনিষেরই একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদতের জ্ঞান। আর বিনা শিক্ষার ইবাদত হচ্ছে অনর্থক পরিশ্রম করা। আবার জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষা শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। রোজ কেয়ামাতের আলোচনায়ও থাকবে এই জ্ঞান। এরপর এরশাদ করলেন যে, হযরত ইমামে আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনি যে সব আয়েত ও হাদীসের হাজারো মসয়া'লার (ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়) মীমাংসা করেন এটা কোন শক্তি বলে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন জ্ঞান দ্বারা। যদি জ্ঞান না থাকতো তাহলে একটা মসয়া'লারও কিনারা (মীমাংসা) করতে পারতাম না। এরপর শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন যে সমস্ত কিছুর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পবিত্র জ্ঞানই কাজের মূলে কাজ করে। যদি আক্ল্ না থাকতো তাহলে বারী তায়ালার মা'রেফত অর্জন করা কোন প্রকারেই সম্ভব হতো না। ইতিমধ্যে নামাজের আজান শুরু হলো। হযরত শায়খুল ইসলাম নামাজের জন্য গাত্রোত্থান করলেন। মজলিস বরখাস্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্দশ মজলিস

২রা জিলকদ ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির দৌলত লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো ইল্‌ম্ ও ফজল্ (অনুগ্রহ) সম্বন্ধে। হুজুর এরশাদ করলেন ইল্‌ম্ সমস্ত ইবাদত হতে শ্রেষ্ঠ। নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি হতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর অনুগ্রহ (ফজল) 'ইল্‌ম্'-এর জন্য অধিক দান করেন। এ সময় হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং বলতে লাগলেন যে ইল্‌ম্-এর কদর আলেমগণই জানেন এবং যুহদ (সাধনা)-এর কদর জানেন যাহেদগণ। কিন্তু 'ইল্‌ম্'-এর মধ্যে এমন একটি ইল্‌ম্ আছে যা আলেমগণ জানেন না এবং এর কর্ম উভয় দল হতে দূরে। সত্যান্বেষীদের উচিত উভয়বিদ বিষয় অতিক্রম করে স্বীয় অন্তরকে সমস্ত কিছু হতে বিমুক্ত করে আল্লাহ্‌তে মশগুল হওয়া। এরপর এরশাদ করলেন যে মানুষ যদি ইল্‌ম-এর অবস্থান জানতো তাহলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ইল্‌মে মশগুল হতো। কেননা **ইল্‌ম আল্লাহ তায়ালার রহমতের একটা মেঘ স্বরূপ। যে ব্যক্তি এতে অবগাহন করেছে সে সমস্ত কিছু হতে পবিত্র হয়েছে।** হযরত শায়খুল ইসলাম এ সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন—ইল্‌ম একটা চেরাগের অনুরূপ। চেরাগ (প্রদীপ) ও তাঁর আলো পবিত্র। আলম-ই-উল্‌বী (স্বর্গীয় জগৎ), আলম-ই-সিফ্‌লী (জাগতিক জগৎ) ও আলম-ই-মালাকুত (আধ্যাত্মিক জগৎ) তার মধ্যে উদ্ভাসিত। অতএব যে ব্যক্তি এতে মশগুল হয় তার অন্ধকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। কেননা ইল্‌ম্-এর মাঝেই রয়েছে উপরোক্ত আলোর বর্তিকা। এরপর দুঃখ করে বললেন, **আলেমগণ প্রকৃত ইল্‌ম হতে গাফেল (অমনোযোগী); দুনিয়াকে তারা নিজের কেবলাগাহ্ বানিয়েছে এবং অহংকারের সঙ্গে নিজের নফ্‌স্‌কে অহংকারিত করেছে।** এরপর শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন– **এখন শক্তি ও বরকত ইল্‌মের মধ্য হতে উঠে গেছে। কেননা এর প্রতি আলেমদের আমল (কর্ম) নেই।** শরহে উলামা কিতাবে বর্ণিত আছে যে **কেয়ামাত যত নিকটবর্তী হচ্ছে নিরাপত্তা, সততা ও শান্তি ততই বিঘ্নিত হচ্ছে এবং নামাজী, সালেহীন ও আলেমগণ দুনিয়াতে**

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুনিয়াদারদের সাথে মশগুল হয়ে পড়ছে ও ইলমের আমল হতে দূরে সরে যাচ্ছে। কিয়ামাতের ময়দানে ইলাহীর ফরমান (নির্দেশ) হবে ওদেরকে উপস্থিত করো এবং যখন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তখন ফেরেস্তাদের প্রতি নির্দেশ হবে ওদের গলায় অগ্নির ইল্‌ম জড়িয়ে দোজখে নিক্ষেপ করো। হযরত শায়খুল ইসলাম এরপর এরশাদ করলেন, এমন সময় চলে আসছে যখন আলেমদের দল প্রকাশ্যভাবে মানুষকে ইল্‌ম ও সংযমতার কথা বলবে কিন্তু নিজেরা ইল্‌মের বিধি-বিধানে চলবে না এবং নানান বাহানায় আহ্‌লে দুনিয়াকে (সাধারণ মানুষদেরকে) তলে তলে নিজেদের জালে ফাঁসাবে। এরপর বললেন, রাহাতিল আরওয়াহ কিতাবে কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, যখন মানুষ ইল্‌মের পথ অনুসরণ করে এবং তার উপর কর্মতৎপর হয় তখন হক সোবহানা তায়ালা তাকে এমন ক্ষমতা দান করেন যে আল্লাহ্ তায়ালার অপছন্দনীয় জিনিস হতে সে দূরে সরে যায়। এরপর এরশাদ করলেন যে ইল্‌ম বহু প্রকারের রয়েছে। আলেমে মতলক সেই ব্যক্তিকে বলা যাবে যে ইল্‌মে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানে। ইল্‌মে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছে আসমানী ইল্‌ম্ যা পরওয়ার দীগারের ওহি ছিল এবং হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাজেল (অবতরণ)-হতো এবং তার মাধ্যমেই সে সব কথা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এরপর মা'রফাত সম্বন্ধে কথা উঠলো, তিনি এরশাদ করলেন, যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নিজের মা'রফাত জানা না হয় সে পর্যন্ত সে অন্যের পিছনে ধাবিত হয় কিন্তু যখন তার হক সোবহানা তায়ালার মুহাব্বাত হয়ে যায় তখন যদি তার নিকট ফেরেস্তা বা আঠারো হাজার আলমের সব কিছু আসে তাহলেও সে তাকাবে না। এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে পরিপূর্ণ মা'রফাত অর্জনকারী ব্যক্তিগণ এমন সম্প্রদায়, যদি তাঁদের নিকট আরশে আ'লা (সর্বোচ্চ ঐশী অবস্থান, যেখানে বিশ্বপতির সিংহাসন বিদ্যমান) ও তাহ্‌তে আছরা (তলদেশের সর্বনিম্ন স্থান) হতে সমস্ত ফেরেস্তা বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেস্তাগণও (যেমন জিব্রীল, মিকাইল, ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম ইত্যাদি) যদি তাঁদের খেদমতে উপস্থিত হয় তবু তাঁদের প্রভুর ধ্যানের একাগ্রতা বিনষ্ট হবেনা। অর্থাৎ তাঁরা এমন ভাবে ধ্যানমগ্ন থাকবে যে ঐ সব ফেরেস্তাদের আসা যাওয়ার কোন খবরই তারা রাখবেনা বা তাঁদের প্রতি কোনরূপ গুরুত্বই প্রদান করবে না। যদি তাঁদের ধ্যানমগ্নতায় এদের আসা যাওয়ার জন্য কোন প্রকার চৈতন্যোদয় ঘটে তা'হলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুঝবে যে তারা কামালিয়াতের মিথ্যা দাবীদার এবং কামেল নামের কলঙ্ক এবং এও বুঝবে যে তাদের কোন প্রকার ধ্যানমগ্নতা নেই। এরপর এরশাদ করলেন যে একবার আমি শায়খ শিহাবউদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলছিলেন, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করেন যে কাউকে স্বীয় বন্ধুত্বের নিয়ামত দান করবেন তখন নিজের জেকেরের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং সংরক্ষিত অবস্থানে প্রবেশ করান, যে স্থান মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। অবশেষে সে আরীফে রব্বানী (আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় লাভকারী) ও হেফ্‌জে হক সোবহানা তায়ালা (আল্লাহ তায়ালার স্মরণকারী)-দের সাথে অবস্থান করেন। তিনি আরও বললেন যে একদিন আমি হযরত খা'জা বুজুর্গ কুতুবুল মশায়েখ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সন্‌জরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে হাজির ছিলাম তিনি বলেছিলেন আহলে মা'রফাত (মারেফাতপন্থী)-গণতো সমস্ত সময় ব্যাপিয়া আত্মনির্ভরশীল থাকে। তারা স্বর্গীয় জ্ঞানে জ্ঞানী। শওক (আধ্যাত্মিক সাধনার পরিতৃপ্ত অবস্থা)-এর অবস্থায় যদি তাদেরকে জ্বালিয়েও দেয়া হয় তবু তাঁদের চেতনা ফিরবে না। এরপর এরশাদ করলেন, মারফাত দাবী করা তখনই সাধকের পক্ষে সঠিক হবে যখন সে প্রথমে নিজের কামালিয়াতের পরিচিত মানুষকে দেখাতে পারবে। যেসব লোক তাঁকে যাচাইয়ের জন্য তার নিকট আসবে তাদেরকে নিজের কারামাত দ্বারা খেদমতগারে পরিণত করবে। এরপর হযরত শায়খ জালালউদ্দিন তিবরিজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছাল (পরলোক গমন)-এর ঘটনার বর্ণনায় বললেন যে, তাঁর রূহ বেরুবার সময় তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন, সে সময় তাঁর এক মুরীদ প্রশ্ন করলো, এ সময় এটা কেমন হাসি? তিনি উত্তরে বললেন, আহলে মা'রফাতদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। এরপর বললেন, ইশক্ ও মা'রেফাতে সেই ব্যক্তিই কামেল যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যান ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করার অবকাশ পায় না। এর পর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খা'জা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুখে শুনেছি, মারফত বৃক্ষকে চেতনার পানি দেয়া উচিত যাতে শুকিয়ে না যায় এবং আলস্য বৃক্ষকে অজ্ঞতার পানি দেয়া উচিত যাতে সে শুকিয়ে যায়। আর তওবা-বৃক্ষকে অনুতাপের পানি দেয়া দরকার যাতে নিস্তেজ না হয় এবং মৃত্যু বৃক্ষকে মৃত্যুর পানি দেয়া দরকার যাতে তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু ঘটে। এরপর হযরত খা'জা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সঞ্জরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছাল (স্রষ্টার সাথে পূর্ণ মিলনে পরলোক গমন) মোবারকের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, যে দিন তাঁর বেছাল হবে সেদিন অলিআল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহিগণ হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি বলছেন আল্লাহ্ পাকের বন্ধু মুঈনউদ্দিন হাসান সঞ্জরী রহমতুল্লাহি আলাইহি আস্‌ছে চলো আমরা তাঁর শেষকৃত্যে গমন করি। যখন হযরত খা'জা শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছাল হলো তখন তাঁর পেশানী (কপাল) মোবারকে নূরের অক্ষরে লিখা ছিলো "হাজা হাবীবুল্লাহ মুতু ফি হুব্বিল্লাহ্" হযরত শায়খুল ইসলাম এ ঘটনা বলতে বলতে আজান হয়ে গেলো তিনি উঠে যেয়ে নামাজে নিমগ্ন হলেন। মজলিস শেষ হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চদশ মজলিস

১২ই জিলকদ ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। মাওলানা বদরুদ্দীন গজনবী, শায়খ জামাল উদ্দীন হাসবী এবং অনেক বুজুর্গ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। 'দুনিয়া ত্যাগ' সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। হযরত এরশাদ করলেন, যেদিন হতে আল্লাহতায়ালা দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতে একদিনও তিনি দুনিয়াকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেননি। এরপর বললেন যে, হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন যে, মুমিনদের দুটো জিনিসে ভয় পাওয়া উচিত–(১) সুদীর্ঘ কর্ম (যা শেষ করা যায় না), (২) দুনিয়ার অধীনতা এবং নফসের বশবর্তী হওয়া। কেননা, নফসের কামনা মানুষকে আল্লাহ্‌তায়ালা হতে দূরে সরিয়ে রাখে এবং সুদীর্ঘ কর্ম শেষ পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়। এরপর বললেন, আমি গজনীতে এক বুজুর্গের মুখে শুনেছিলাম যে দুনিয়া মানুষের দিকে পিষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকে। আর আখেরাত তার সম্মুখদিক প্রসারিত করে রাখে এবং উভয়েই প্রত্যেকের জীবনে সংগী হয় তার কর্মানুসারে। সুতরাং উচিত হচ্ছে দুনিয়ার উপরে পরকালকে জয়ী করানো। কেননা, পরকালই ভবিষ্যতে কাজে আসবে। তা না হলে এর জন্য তখন অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। সেখানে লোক নতুনভাবে পুনরায় কাজ করতে চাইবে কিন্তু তা কোন প্রকারেই সম্ভব হবে না। পরবর্তী বক্তব্যে হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ সহল তস্‌তরী রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও মালামাল আল্লাহ্ পাকের পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ীর লোকজন ও অন্যান্যরা তখন তাঁকে বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করতে লাগলো। তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনের জন্য সামান্য কিছুও হাতে রাখেন নি। এর কারণ তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, নিজের কাছে কোন কিছু রাখার প্রয়োজনবোধ করিনি। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে, আমি ইসরারুল আউলিয়া কিতাবে লেখা দেখেছি যে, এহ্‌ইয়া-মায়াজ রাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, যখন হিকমত (জ্ঞান রহস্য) আসমান হতে অবতরণ করে তখন সে কল্‌ব (হৃদয়)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং যাদের হৃয়দকে চারটি জিনিস হতে খালি পায় তার মাঝে স্থান নেয়। জিনিসটি চারটি হচ্ছে–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১। সেই অন্তর, যে অন্তরে দুনিয়ার প্রতি লোভ থাকে না।

২। সেই অন্তর, যে অন্তরে উৎকণ্ঠা থাকে যে আগামীকাল কি করবে?

৩। সেই অন্তর, যে অন্তরে মো'মেনদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা থাকে না।

৪। সেই অন্তর, যে অন্তরে ধনীদের জন্য সম্মান থাকে না।

যখন এই চারটি স্বভাবের একটি স্বভাবও কারো মধ্যে না থাকে বা বিদায় নেয় তখন "আল্লাহ্ প্রাপ্তির জ্ঞান তার অন্তর হতে দূরে পালিয়ে যায়। এরপর এরশাদ করলেন যে, আমি ও বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ভাই একসঙ্গে বসে যুহদ (আধ্যাতিক সাধনার একটি প্রক্রিয়া) সম্বন্ধে আলাপ করছিলাম। তিনি বললেন, 'যুহদ-ফরোশী' (যে কর্ম করলে যাহেদ হওয়া যায়) তিনটি জিনিসে হয়ে। যার ভিতর সে তিনটি জিনিস নেই সে যাহেদ (সাধক) নয়—

১। দুনিয়াকে চেনা এবং তার উপর হতে হাত গুটিয়ে নেয়া।

২। মাওলার (আল্লাহ্ তায়ালার) অনুগত হওয়া এবং আদবের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

৩। পরকালের প্রতি আকাংখিত হওয়া এবং আখেরাত কামনা করা।

এরপর এরশাদ করলেন যে, হযরত ফুজাইল বিন্ আয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়া নিরাভরণ হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে বলতে থাকবে ইয়া রাব্বুল আলামিন তুমি আমাকে একজন সাজাপ্রাপ্ত বান্দার অনুরূপ ক্ষমা প্রদান করো! আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতর দরবার হতে তখন আওয়াজ আসবে হে দুনিয়া আমি না তোমাকে পছন্দ করি আর না সে সব ব্যক্তিদের, যারা তোমাকে বন্ধুত্বে গ্রহণ করেছিলো। সুতরাং, দুনিয়া নিরাশ হয়ে পেরেশান হবে। এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ পথের বীরপুরুষগণের উচিত দুনিয়াকে গ্রহণ না করা। যে করবে সে দুনিয়ার সংগে দোজখ ভোগ করবে। এরপর এরশাদ করলেন, যে সব নজরানা আমার নিকট আসে যদি আমি তা জমা করি তাহলে এক ভাণ্ডার গড়ে উঠবে। কিন্তু যা কিছুই আসে আমি সাথে সাথে তা বিলিয়ে দেই। এ সব আল্লাহ্‌র পথে খরচ হয়ে যায়। এরপর এরশাদ করলেন খাজা মওদুদ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি শরহে আউলিয়া কিতাবে লিখেছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত নিকৃষ্টকে এক জায়গায় জমা করেছেন এবং তার উপর দুনিয়ার চাবি আটকিয়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানী সে ঐ স্থানের নিকটবর্তী হবে না এবং চাবিও খুলবে না। কেননা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে জানে সকল কিছুই দুনিয়া আসক্তির কারণে ঘটে থাকে। ইমাম যাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর তফসীর হযরত শায়খুল ইসলামের সম্মুখে রক্ষিত ছিল সেটা দেখে তিনি এরশাদ করলেন, ছোট-খাট (পাপীদের) ক্ষমা করা হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে তাদের যারা (পাপে) ডুবে ছিল। এরপর আল্লাহ্তায়ালা সম্বন্ধে কথা উঠলো। বললেন যে, আল্লাহ্তায়ালার জেকের তার সমস্ত কিছু হতে উৎকৃষ্ট। সুতরাং মানুষের উচিত নয় এমন উৎকৃষ্ট বস্তু হতে দূরে থাকা। তাই নিজের সম্পূর্ণ হায়াতকে এ কাজে লাগিয়ে রাখাই উৎকৃষ্ট। এরপর এরশাদ করলেন, আল্লাহ্তায়ালার এমন বান্দাও আছে যাঁরা তার নাম শুনলে নিজের জান মাল সব উৎসর্গ করে দেয়। আছারে তাবেঈন কিতাবে লিখিত আছে যে, এক দরবেশ জঙ্গলে ৬০ বছর যাবৎ ঐশী-অচৈতন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ কোথাও হতে "ইয়া আল্লাহ্" শব্দ হলো এবং তিনি সে শব্দ শুনা মাত্রই জমিনে পরে গেলেন এবং জান জানের মালিকের নিকট গমন করলো। এরপর এরশাদ করলেন যে, যদি আহলে সুলুক* কখনও আল্লাহ্র জেকের হতে গাফেল হয় তখন তার মনে হয় যে আমি মরে গেছি। যদি জীবিত থাকতাম তাহলে মাওলার জেকেরের মৃত্যু হতো না। এরপর এরশাদ করলেন, বাগদাদে এক বুজুর্গ ছিলেন যিনি প্রতিদিন তিন হাজার বার 'ইয়া আল্লাহ্" জেকের করতেন। একদিন এ অজিফা তার কাজা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অদৃশ্যলোক হতে আওয়াজ এলো 'অমুক ব্যক্তি মারা গেছে'। শহরবাসী ঐ আওয়াজ শুনে তার বাড়ীতে যেয়ে দেখে তিনি জীবিত। শহরবাসীগণ তাদের আগমনের কারণ তাঁর নিকট বর্ণনা করায় তিনি বললেন এতে তোমাদের কোন ত্রুটি নেই; আসলে যখন তোমরা আওয়াজ শুনেছ তখন আমি মৃতই ছিলাম। কারণ আমার প্রতিদিনের অজিফা ক্বাজা হয়ে যাওয়ায় আমাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিলো।

এরপর এরশাদ করলেন মুখে মাওলার জেকের করা ঈমানদারের লক্ষণ। মিথ্যা হতে দূরে থাকাও আল্লাহ্তায়ালার জেকেরের মধ্যে গণ্য হয়। আল্লাহ্র জেকের পাপ ও বিপথ হতে দূরে থাকার দূর্গ এবং এ জেকেরই দোজখের আগুণ হতে মুক্তিদাতা রূপে কাজ করবে। এরপর বললেন, 'শরহে মাশায়েখ' কিতাবে বর্ণিত আছে 'যখন কোন মুসলমান আল্লাহ্তায়ালার জেকেরের জন্য মুখ খোলে তখন আসমান হতে আওয়াজ আসে 'আল্লাহ্ তায়ালা তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুণ এবং তোমার গুনাহ মাফ করে দিক।' তার পর বললেন, সিস্তান দেশে

* "আহলে সুলুক" সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান পেতে হলে খাজা গরীব নওয়াজের 'আনিসুল আবুওয়াহ্' পাঠ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি এক দরবেশকে দেখেছি যে তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র জেকেরে মশগুল আছেন। আমি তাঁর নিকট অবস্থান করে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসার অপেক্ষায় তাঁকে অনুসরণ করলাম। যেদিন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন, সেদিন আমাকে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা যাকে বন্দেগী করার সৌভাগ্য দান করেন তার জন্য জেকেরের দরজা প্রশস্ত করে দেন। সে ব্যক্তি তখন শয়নে স্বপনে, জাগরণে, উঠতে, বসতে ও চলতে সর্বাবস্থায় সব সময়ে আল্লাহতায়ালার জেকেরে মশগুল থাকে। এরপর তিনি বললেন শুধুমাত্র মলমূত্র ত্যাগ করার সময় ব্যতীত জেকের হতে বিরত থাকা উচিত নয়। এরপর এরশাদ করলেন, এক বুজুর্গ ছিলেন। যদি কেউ হাদীস না বুঝতো বা কঠিন মনে হতো তখন ঐ বুজুর্গের নিকট নিয়ে যেতো এবং তিনি তাদের অসুবিধা দূর করে দিতেন। আসলে ঐ বুজুর্গ লেখা-পড়া জানতেন না। এ ইল্ম্ তিনি জেকেরের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন।

এরপর হুজুর চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো সম্বন্ধে জ্ঞান দান করলেন। তিনি বললেন দাড়ি আঁচড়ানো নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত এবং এ নিয়ম অন্যান্য নবী ও রসুলদেরও ছিলো। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি রাতে দাড়িতে চিরুনি করবে আল্লাহ্তায়ালা তাকে বিপদাপদ ও দারিদ্র হতে মুক্ত রাখবেন এবং প্রতিটি দাড়ি চিরুনি করার জন্য এক হাজার গোলাম আযাদ করার ছওয়াব দান করবেন। রাতে দাড়ি আঁচড়ানোর পুরস্কার সম্বন্ধে যদি মানুষ অবগত থাকতো তাহলে অন্যান্য ইবাদতের সাথে এটাও সংযুক্ত রাখতো এবং পালিত হতো। এরপর বললেন, একজনের চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানোর সাথে সাথেই ঐ চিরুনি দ্বারা অন্যজন ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা এতে ব্যবহারকারীদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে এক মহিলা জমজ সন্তান প্রসব করলে দেখা গেলো বাচ্চা দুটোর দেহ একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এর প্রতিকারের জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট লোক প্রেরণ করা হলো। এ সংবাদ শ্রবণ করে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তিত হলেন। সাথে সাথে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি নির্দেশ দিন একই চিরুনি দ্বারা একই সঙ্গে উভয় শিশুর চুল আঁচড়িয়ে দিতে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী পাওয়ার পর এভাবেই আগন্তুকদেরকে নির্দেশ দিলেন এবং আদেশ পালিত হওয়ার পরপরই দেখা গেলো শিশু দুটো একে অন্যের দেহ হতে পৃথক হয়ে গেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর জামাতে নামাজ পড়া সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, যদি দুজনও হয় তবু জামাত করে নেয়া উচিত। যদিও দু'জনে জামাত হয়না তবু জামাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। যখন দু'জন হয় তখন মুক্তাদি ইমামের ডাইনে এবং একটু পিছনে দাঁড়াবে। এরপর শায়খুল ইসলাম একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে যেয়ে বললেন, লাহোরের নিকটবর্তী এক বুজুর্গের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ্তায়ালার জেকের করার সময় নিম্নোক্ত জিনিসগুলো লাভ করা যায়—

১। আমি যখন জেকের করি তখন অন্তর সজীব ও জাগ্রত থাকে এবং ঐ স্তর পর্যন্ত আরোহণ করি যেখানে পৌঁছলে আল্লাহ্তায়ালাকে অন্তরদৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়।

২। আল্লাহ্তায়ালার জেকের সমস্ত পাপকর্ম হতে দূরে রাখে, অন্তরে দুনিয়ার খেয়াল আসেনা। জেকেরের সময় যার অন্তর দুনিয়ার খেয়াল হতে মুক্ত হয়না তাকে বুঝতে হবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রহস্য ঐ লোকের নিকট হতে দূরে রাখতে চায়।

৩। আল্লাহ্তায়ালার জেকের করলে আল্লাহ্র সাথে বন্ধুত্বের সম্মান অর্জিত হয়।

৪। যখন আল্লাহ্তায়ালার জেকের অধিক করা হয় তখন সর্বপ্রকার বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকা যায়।

৫। জেকেরকারীর শেষ প্রাপ্তি ও পরিণতি অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

৬। যে জেকের করবে আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তার সাথী হবেন।

এরপর এরশাদ করলেন যে আল্লাহ্তায়ালার জেকের হতে শ্রেষ্ঠ কোন জেকের নেই। আল্লাহ্র কালাম পাঠ করা উৎকৃষ্ট ইবাদত। কেননা সাধারণ ইবাদত হতে এটা অধিক মর্যাদাপূর্ণ। আমি হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট শুনেছি তিনি বলেছিলেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন সূরা 'মূলক-এর নাম তৌরাতে 'মাছুরা' উল্লেখ আছে এবং ফার্সীতে মাছুরার অর্থ হচ্ছে গোর-আযাব হতে পরিত্রাণকারী। এরপর বললেন যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে শবে-কদরের রাত্রির ছাওয়াবের মতো ছাওয়াব লাভ করবে। এরপর বললেন, বাগদাদে এক বুজুর্গ ছিলেন যিনি রাতদিন সদাসর্বদা আল্লাহ্র জেকেরে মশগুল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকতেন। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে চলার সময় হঠাৎ মাথায় একটা কাঠের আঘাত পেলেন। এতে তাঁর মাথা হতে রক্ত ঝরতে লাগলো এবং রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়তেই তা আল্লাহ্নামের নক্সায় রূপান্তরিত হতে লাগলো। সুতরাং এটা ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে ধ্যানই ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। যে ব্যক্তি যে কাজে নিয়োগ হবে তার সমাপ্তিও সেই কাজের মধ্যেই হবে এবং ঐ ধ্যান বা খেয়াল পুনরুত্থিত হবে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো দোয়া সম্বন্ধে হুজুর এরশাদ করলেন, ফতোয়ায়ে কিব্রী'তে লেখা আছে যে আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু-হতে বর্ণিত আছে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

লায়ছা শায়উন আকবারু ইন্দাল্লাহি মিনাদ্ দোয়ায়ি।

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্র নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক বড় বস্তু আর নাই।

এরপর বললেন, খাজা বুজুর্গ হযরত মুঈনুদ্দিন হাসান চিশ্তী রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীর ও মুর্শেদ-এর মাধ্যমে 'কুয়াতুল কুলুব' হতে বর্ণনা শুনেছেন—আয়্যু হিব্বাল মুসলেমিনা ফিদদোয়ায়ি (অর্থাৎ-আল্লাহ্তায়ালা সেই মুসলমানদেরকে বন্ধু ভাবেন যারা দোয়া চায়)। এরপর বললেন, আমি এবং খাজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া এক সময়ে এক জায়গায় বসে দোয়া সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম, সে সময়ে অন্য এক বুজুর্গও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, যখন মানুষ তিনটি ব্যাপার হতে নিষ্ক্রিয় থাকে তখন আল্লাহ্তায়ালা তার নিকট হতে তিনটি জিনিস তুলে নেয়—

১। যে ব্যক্তি যাকাত দেওয়া বর্জন করে আল্লাহ্তায়ালা তার মাল হতে বরকত তুলে নেন।

২। যে ব্যক্তি কোরবানী দেওয়া ছেড়ে দেয় আল্লাহতায়ালা তার নিরাপত্তা তুলে নেয়।

৩। যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করে আল্লাহতায়ালা তার ঈমানের মৃত্যু ঘটায়। (নাউজুবিল্লাহ)

এরপর বললেন যে বাগদাদে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য বাঘের খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সে ব্যক্তি ৭ দিন বাঘের খাঁচার ভিতর থাকা সত্যেও বাঘ তাকে স্পর্শ করলো না। কারণ তিনি তখন সব সময় নিম্নোক্ত ইস্ম পাঠ করতেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১। ইয়া দায়িমান বিলা ফানায়ি।

২। ইয়া কায়িমান বিলা জাওয়ালিন।

৩। ইয়া বাশিরুন।

৪। ইয়া কাদিরুন।

অর্থ ঃ ১। হে ধ্বংসবিহীন সার্বক্ষণিক-চিরন্তন।

২। হে বিনাশহীন-চিরস্থায়ী।

৩। হে শুভ-সংবাদ-প্রদানকারী।

৪। হে সর্ব-শক্তিমান।

হযরত শায়খুল ইসলাম এরপর বললেন, যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট ও শত্রুর হাত হতে বাঁচতে চায় সে যেন উপরোক্ত দোয়া পড়তে থাকে। এ কথা বলতে বলতে হুজুরের নয়ন-যুগল অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং তিনি অশ্রুশিক্ত নয়নে বলতে লাগলেন প্রত্যেকের প্রকৃত শত্রু হচ্ছে নফসে আম্মারা এবং শয়তান। এ কথা বলতে বলতে নামাজের আযান ভেসে এলো; হুজুর নামাজের জন্য মজলিস ত্যাগ করলেন এবং আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ষোড়ষ মজলিস

২রা জিলহজ্ব ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির দৌলত লাভ করলাম। জিলহজ্ব মাসের ফজিলত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। তিনি বললেন, হযরত খাঁজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর অজিফার মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি জিলহজ্ব মাসের প্রথম দিনে দু'রাকাত নামাজ এ মাসের আগমনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করবে আল্লাহ্‌পাক তার আমলনামায় (কর্মফলে) হজ্বের ছওয়াব দান করবেন।

নামাজ পাঠের নিয়ম ঃ

১ম রাকাত ঃ সূরা ফাতেহার পর সূরা আন্‌আমের প্রথম তিন আয়াত।

২য় রাকাত ঃ সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন ১ বার।

হুজুর এরপর এরশাদ করলেন, একজন লম্পট ও দুশ্চরিত্র যুবক ছিল। তার মৃত্যু হওয়ার পর মানুষ তার অন্ধকার ও অপ্রসস্ত কবরে তার অবস্থা জানার জন্য কৌতহলী ছিলো। সেখানে এক বুজুর্গ ছিলেন তিনি সেই যুবককে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ পাক তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে যুবক বললো, 'যখন লোকজন আমাকে দাফন করে চলে গেলো তখন আযাবের ফেরেস্তাদ্বয় হাতে অগ্নিগদা নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আমাকে শাস্তি প্রদানে উদ্যত হতেই আল্লাহ্ রাহ্‌মানুর রাহিমের নিকট হতে নির্দেশ এলো, এ বান্দাকে শাস্তি দিওনা আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি, এর স্থান বেহেস্তে। কেননা সে একজন হাজীর সম্মান প্রাপ্ত।" আযাবের ফেরেস্তাদ্বয় শাস্তি দান হতে বিরত হয়ে বললেন, "ইয়া ইলাহি যুবকটি লম্পট ও দুশ্চরিত্র ছিলো, সে এমন কি কাজ করলো যার জন্য তাকে মাফ করে দিয়েছেন?" আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ এলো, হে ফেরেস্তা এ যুবকের অবস্থা তোমাদের বর্ণনা মতই ছিলো। কিন্তু এ ব্যক্তি প্রত্যেক বছর জিলহজ্ব মাসের প্রথম রাত্রিতে জিলহজ্ব মাসের আগমনের উদ্দেশ্যে দু'রাকাত নামাজ পড়তো, আমি তার সেই নামাজের পুরস্কার দিতে যেয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন, ওহাব বিন মুনিয়া রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সময় হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্য বিশেষ তোহ্ফা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন "রাব্বুল আলামিন আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য জিলহজ্ব মাসের দশটি রোজা পাঠিয়েছেন, এর ছওয়াব হাজার বছর ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং এর কালামগুলোও অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। যে ব্যক্তি এ সমস্ত কালাম ১০০ বার করে পাঠ করবে আল্লাহপাক তার আমল নামায় ১২০০ বার 'তওরাত' (হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর নাজিলকৃত ঐশীগ্রন্থ) পাঠ করার ছওয়াব প্রদান করবেন এবং ১০ হাজার নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে ও সমপরিমাণ পাপ মুছে দেয়া হবে। এ ছাড়াও ১ হাজার ফেরেস্তা তার জন্য দোয়া করবে এবং আসমান জমিনের অন্যান্য আমলকারীদের চেয়ে তার আমল উত্তম হবে"।

এরপর বললেন, 'আওয়ারিফ' গ্রন্থে হযরত শিহাবুদ্দিন সোহ্রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, আবুল লায়ছা সমরকন্দি রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর 'বোস্তান' কিতাবে লিখা আছে যে ইঞ্জিলে নাজিলকৃত কালামগুলো সে সময়কার এক অন্ধ পাঠ করার বরকতে চোখ ফিরে পেয়েছিলো। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন যে এ কালামগুলোর প্রতি প্রত্যেক লোকের সম্মান পদর্শন করা উচিত। অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী আমল করা উচিৎ। যে সব ব্যক্তি এ কালামগুলোর হক আদায় করবে ইনশাল্লাহ এর ফল সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

কালাম ও নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

১। লা-ই-লাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুন লা-ইয়ামুতু বেইয়াদিহিল খাইরুন। ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।

[জিলহজ্ব মাসের ১ম রাত্রিতে ১০০ বার পাঠ করবে]

২। আশ্হাদু আল লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারিকালাহু ইলাহান ওয়াহিদান আহাদান হামাদান ফারাদান বিতরান ওয়ালাম ইয়াত্তাখিজ সাহিবান ওয়ালা ওয়ালাদান।

[জিলহজ্ব মাসের ২য় রাত্রে ১০০ বার]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩। আশ্হাদু আল্ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু আহাদান হামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফু ওয়ান আহাদ।

[৩য় রাতে ১০০ বার]

৪। আশ্হাদু আল্ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিতু বেইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

[৪র্থ রাতে ১০০ বার]

৫। হাসবি ইয়াল্লাহু ওয়া কাফা সামিআল্লাহু লিমান দাআ' লায়ছা ওয়া রা-য়িল্লাহিল মুনতাহা সুবহানা লাম ইয়াজাল কারিমান ওয়ালা ইয়াজালু রাহিমা।

[পঞ্চম রাতে ১০০ বার]

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও দশম রাতে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ম রাত্রির অনুরূপ নিয়মে পড়তে হবে। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি প্রথম হতে ১০ তারিখের মধ্যে কোন এক রাতে দু'রাকাত নফল নামাজ বেতেরের পূর্বে নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালা তাকে এমন ছওয়াব প্রদান করবেন যা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কেউ তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে না।

নামাজ পড়ার নিয়ম ঃ

১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা কাওছার ১ বার ও সূরা ইখলাস ১ বার।

২য় রাকাতে প্রথম রাকাতের অনুরূপ।

যারা এ নামাজ পাঠ করবে তারা বেহেস্তে নিজের স্থান না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। এবং এত অনুদান সে লাভ করবে যা আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না।

এ নামাজী যে পর্যন্ত তার স্থান বেহেস্তে না দেখবে সে পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটবে না। এ সম্বন্ধে তিনি আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করে বললেন, শায়খ সাদউদ্দিন হামুবী রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন পরলোকগমন করলেন তখন এক বুজুর্গ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিম আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমার সকল ইবাদতের জন্যই নির্ধারিত ছওয়াব দান করেছেন কিন্তু জিলহজ্ব মাসের দু'রাকাত নামাজের অন্য এত অধিক ছওয়াব দান করেছেন যা আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেউ অনুমান করতে পারে না। হুজুর এরপর এরশাদ করলেন যে জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের বৃহস্পতিবার রাতে ৬ রাকাত নামাজ নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করলে অশেষ ছওয়াব লাভ করা যায়।

প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ১৫ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে শেষ করবে এবং সালামের পর ১০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহুল মালেকুল হাইয়্যুল মুবিনু" কয়েক বার পাঠ করবে। এ নামাজ দ্বারা এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের ছওয়াব লাভ করা যায় এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত সে নির্বিঘ্নে কাটাতে পারে। গুরুতর কোন অপরাধ না হলে তার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখা হয় না। এরপর বললেন যে আমার এক বন্ধু অত্যন্ত নেককার ও মোত্তাকী ছিলেন। তিনি এ নামাজ প্রত্যেক বছর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত নিয়মে পাঠ করতেন। তার পরলোকগমনের পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো আল্লাহতায়ালা আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন এবং ক্ষমার প্রধান উপাদান ছিলো জিলহজ্ব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের ৬ রাকাত নামাজ। এরপর হযরত খাজা শায়খ মুঈনুদ্দিন হাসান সঞ্জরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ওজিফার কথা উল্লেখ করে বললেন যে তাঁর অজিফায় লেখা আছে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন সূরা 'ওয়াদ্‌দোহা' পাঠ করবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং দোজখের আগুন হতে নাজাত দিবেন। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন, খাজা বুজুর্গ গরীব নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছাল শরীফের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো এ দুর্লভ সৌভাগ্য আপনি কিভাবে লাভ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, হক তায়ালা তাঁর করুনা দ্বারা আমার সকল মুশকিল আসান করেছেন। যখন আমাকে আরশের নীচে নিয়ে যাওয়া হলো আমি মস্তক অবনত করলাম; আওয়াজ হলো মাথা উপরে তুলো। এতো ভয় কি জন্য পাচ্ছ? আমি আরজ করলাম, হে ইলাহি আমি তোমার জব্বারী শান হতে ভয় পাচ্ছি। আওয়াজ হলো, হে মুঈনুদ্দিন যে ব্যক্তি আমার জন্য কাজ করে আমি তার জন্য কাজ করি। যে ব্যক্তি জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন সূরা 'আল-ফজর' পড়ে তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাও আমি তোমাকে পুরস্কৃত করলাম; আমি তোমাকে সাক্ষাৎকারীর মর্যাদা দান করলাম। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন সূরা 'আল-ফজর' পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফায়দাজনক। এরপর এরশাদ করলেন যে হযরত রাসূলে মাকুবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রিওয়ায়ত আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দশদিন নিম্নোক্ত নিয়মে ছয় রাকাত নামাজ পড়বে সে এতো অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে যে সমস্ত মখলুক যদি একত্রিত হয়ে পরিমাণ নির্ধারণ করতে চায় তাহলেও তা সম্ভব হবে না।

নামাজ পড়ার নিয়ম ঃ

১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা আল আছর ১ বার।

২য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কুরাইশ ১ বার।

৩য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন ১ বার।

৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এজা জাআ নাস্‌রুল্লাহ্ ১ বার।

৫ম ও ৬ষ্ঠ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার করে।

এরপর এরশাদ করলেন জিলহজ্বের আরফার রাত্রিতে যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামাজ সূরা ফাতেহার পর আয়েতুল কুরশী ১০০ বার করে পাঠ করবে হকতায়ালা তার জন্য ছওয়াব লিখকদের হুকুম দিবেন যে এ লোকের জন্য এক হাজার হজ্বের পূর্ণ ছওয়াব লিখ। হজ্জের এরপর এরশাদ করলেন যে, একবার আমি আজমীর শরীফে মুসাফির ছিলাম, যখন খা'জা গরীব নওয়াজের রওজা মোবারকে পৌঁছলাম তখন ইত্তেকাফ করলাম এবং এ সৌভাগ্য অর্জন করলাম। অতঃপর আরাফার নামাজ হযরত খাজা মখদুমে জাহানের (খাজা বাবার) রওজা মুনব্বরায় পাঠ করলাম এবং পাশে বসে কোরান শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল হলাম। রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হয়েছে যখন আমার ১৫ পাড়াহ পাঠ শেষ হয়েছিলো। ঠিক স্মরণ করতে পারছিনা সূরা কাহ্‌ফ অথবা সূরা মরিয়ম পাঠ করছিলাম হঠাৎ একটা অক্ষর মাঝখানে বাদ পরে যাওয়ায় রওজা মোবারক হতে আওয়াজ এলো, এই অক্ষরটি পাঠ কর। আমি দ্বিতীয় বার শুদ্ধ করে পাঠ করলাম। পুনরায় আওয়াজ হলো, খুব ভাল পড়েছো। পড়া এমনই হওয়া উচিত। আমি সম্পূর্ণ কোরান শরীফ খতম করে স্বীয় মস্তক মাজার মোবারকের কদমে রেখে কাঁদতে লাগলাম এবং মোনাজাত করলাম, ইয়া বুজুর্গ আমি জানিনা আমি এ খান্দানের অন্তর্ভূক্ত না বহিষ্কৃত? আমি সঠিক পথে আছি না গোত্র হতে বিতারিত? এ ভয় যখন আমার মনে বাসা বেধে উঠলো তখন পবিত্র রওজা হতে আওয়াজ এলো, হে মওলানা ফরিদ, যে ব্যক্তি এ নামাজ, যা তুমি আজ পাঠ করলে সে ব্যক্তি ক্ষমাকৃত ও পুরস্কৃতদের অন্তর্ভূক্ত। আমি দ্বিতীয়বার আমার মস্তক কদম মোবারকে স্থাপন করলাম এবং স্নেহের পরশে আপ্লুত হলাম। কিছুদিন সেখানে থাকার পর আমি চলে এলাম। রওজা মোবারক হতে আমি যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নেয়ামত লাভ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিন যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে চার রাকাত নামাজ সূরা ফাতেহার পরে সূরা ইখলাস ২৫ বার এবং সালামের পর সূরা ইখলাস ১০০ বার পাঠ করবে সে এমন ছওয়াব লাভ করবে যা স্বয়ং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ অনুমান করতে পারবে না। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিন সূর্যাস্তের সময় নিম্নোক্ত দোয়া ১০০ বার পাঠ করবে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'হে আমার বান্দা আমার নিকট চাও, যা তুমি চাইবে তাই তোমাকে দেয়া হবে'। এ ছাড়াও এর আর একটি উপকারিতা হচ্ছে যদি কেউ শয়ন করার সময় ও জাগ্রত হয়ে এ দোয়া পাঠ করে তাহলে সে শয়তানের ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকবে।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

বিস্মিল্লাহি মাশাআল্লাহু লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। বিস্মিল্লাহি মাশাআল্লাহু লাইয়াছুকুল খায়রু ইল্লাবিল্লাহ্। বিস্মিল্লাহি মাশাআল্লাহু কুল্লু নে'মাতিম্মিনাল্লাহ। বিস্মিল্লাহি মাশাআল্লাহুল খায়রু কুল্লুহু বেইয়াদিল্লাহ। বিস্মিল্লাহি মাশাআল্লাহু লাইউছার্‌রিফুছুছুয়ু ইল্লাবিল্লাহ। বিস্মিল্লাহি মাশাআল্লাহু ওয়া মা কানা মিন্‌নিমাতিন ফামিনাল্লাহ্।

এরপর এরশাদ করলেন যে, ঈদুল আযহার রাতে পড়ার জন্য ১২ রাকাত নামাজ এসেছে যা পাঠ করলে হজ্ব ও ওমরার ছওয়াবের মধ্যে গণ্য হয় এবং মালেও বরকত হয়।

১২ রাকাত নামাজ পড়ার নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

প্রত্যেক রাকাতে ফাতেহার পর সূরা মুরছালাত একবার পাঠ করবে। যদি এ সূরা জানা না থাকে তাহলে সূরা 'ওয়াশ্‌শামস' পাঁচবার পাঠ করবে। এরপর এরশাদ করলেন, খাজা ওসমান হারুনী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর লেখায় দেখেছি যে জিলহজ্ব মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিনে যদি কেউ নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে নিজ হেফাজতে ও শান্তিতে রাখেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়া ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিমে আল্লাহুম্মা মা-আমিলতু মিন আলামিন ফি হাজিহিসছানাতি মিম্মা নাছায়তানি ওয়া নাছিতু ওয়ালাম নানতাছিবহু ওয়া আলিমতা আন্নি, বিকুদরাতিকা আলা আকুবানি ওয়া দাআওতানি ইলা ত্তাওবাতি। বাদাজুরমি আলাইকা আল্লাহুম্মা ইন্নি আতুবু ইলাইকা ওয়াসতাগ ফিরুকা মিন্‌হা ইয়া গাফুরু ফাগফিরলি মা 'আমিলতু মিন আমালিন তারদাহু আন্নি ওয়া ওয়া আদ্‌তানি আলাইহি তাওবাতা ফাতাকাব্বালহু মিন্নি ওয়ালা তাকতা' রিজাই ইয়া আজিমুর রিজায়া আল্লাহুম্মারজুকনি খাইরা হাজিহিস সানাতি ওয়া কিনি ফিতনাতাহা বেরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহেমিন।

এরপর বললেন যে, শ্রদ্ধেয় যাকারিয়া কুদ্দুছিল্লাহিল আযীয বলতেন, যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামাজ জিলহজ্ব মাসের শেষ দিনে সূরা ফাতেহার পর ১০০ আয়াত কোরআন শরীফ হতে পড়বে এবং সালামের পর ৭ বার উপরোক্ত দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালা তার সারা বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি নামাজে নিবিষ্ট হলেন। মজলিস শেষ হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সপ্তদশ মজলিস

১৭ই জিলহজ্ব ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির দৌলত লাভ করলাম। মাযহাব সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি এরশাদ করলেন প্রথম মাযহাব ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর, দ্বিতীয় মাযহাব ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর, তৃতীয় মাযহাব ইমাম আহ্মদ হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এবং চতুর্থ মাযহাব ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর। কোন মুসলমান যদি এ চার মাযহাবের কোন একটির প্রতি সন্দেহ পোষণ করে তাহলে সে সুন্নত জামাতের হবে না। জেনে রাখা উচিত যে মাযহাবের দাবীদার হচ্ছে ইমামে আযম রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং অবশিষ্ট তিনটি মাযহাব তারই অনুসরণে হয়েছে, কিন্তু সবই বিশুদ্ধ। প্রথম মাযহাব হিসাবে যেটাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে হযরত ইমামে আযমের। এটা সর্বোতকৃষ্ট ও সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিতেই হয়েছে। এরপর বললেন, আমি ইমামে আযম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাব পালন করি। এ মাযহাব উৎকৃষ্ট ও ভুল ভ্রান্তি হতে পবিত্র। অন্যান্য মাযহাবও এ রকমই। অনেকেই 'বলেছেন যে চারটি মাযহাবই সুন্নত জামাতের অন্তর্ভূক্ত। এর প্রবর্তকগণ প্রত্যেকেই ইসলামিক জ্ঞানে সুপণ্ডিত (মুজতাহেদ) ছিলেন, কাউকেই নফসের অপবিত্রতা গ্রাস করতে পারেনি এবং এরা বিদাতের মধ্যেও ছিলেন না। তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্পাকের কিতাব ও রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের অনুসারী ছিলেন। এরপর বললেন, 'ফতুয়ায়ে জহিরায়' বর্ণিত আছে, যখন হযরত ইমামে আযম রহমতুল্লাহি আলাইহি শেষ হজ্ব করলেন তখন বলেছিলেন, জানিনা পুনরায় হজ্ব আর নসীব হবে কিনা। একথা বলার পর কাবা ঘরের খাদেমকে বললেন, হেরেম শরীফের দরজা খুলে দিলে একরাত ইবাদাত হেরেম শরীফের ভিতরে করতাম। তিনি বললেন, হে ইমাম এ কাজ আপনারই জন্য। এর পূর্বে এ সৌভাগ্য আর কারও হয়নি এবং আপনার এ সৌভাগ্য লাভের কারণ হচ্ছে আপনি জ্ঞান বিস্তার করেছেন এবং জামানার বীর পুরুষদেরকে অনুসরণ করেছেন। একথা শুনে হযরত ইমামে আযম রহমতুল্লাহি আলাইহি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং দুটো স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে ডান পায়ের উপর ভর করে অর্ধেক কোরান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীফ পাঠ করলেন। মোনাজাতে বললেন, হে বারে ইলাহি, না আমার দ্বারা কোন ইবাদাত হলো আর না আমি তোমার পরিচয় পেলাম। যেভাবে তোমার পরিচয় লাভ করা উচিত ছিলো তা আর হলো কৈ? আমার সমস্ত ক্ষতি ও ভুলভ্রান্তি মাফ করে দাও। তাঁর এ মোনাজাত শেষ হলে গায়েবী আওয়াজ হলো, হে আবু হানিফা যথার্থভাবে তুমি আল্লাহতায়ালার জাতের পরিচয় লাভ করেছো এবং যেভাবে তাকে জানার প্রয়োজন ছিল সেভাবেই জেনেছো। আল্লাহতায়ালা তোমায় ক্ষমা ও পুরষ্কৃত করেছেন এবং যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে তাকেও পুরষ্কৃত ও ক্ষমা করা হবে। এ পর্যন্ত জ্ঞান দান করার পর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমি তাঁর অনুসারী। তারপর বললেন, হযরত ইসমাইল বোখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ হাসান শায়েবানী রাদিআল্লাহু আনহু-কে তিনি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, রাব্বুল ইজ্জত (আল্লাহ) আপনার সংগে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? ইমাম মুহাম্মদ উত্তরে বললেন, আল্লাহ রাহমানুর রাহীম আমায় পুরষ্কৃত করেছেন এবং বলেছেন যদি আমি তোমাকে আযাব দিতে চাইতাম তাহলে জ্ঞানের ঐশ্বর্য দান করতাম না। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি এরপর বললেন, আমি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহি কোথায় আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার ও তাঁর মাঝের ব্যবধান আকাশ ও জমীনের মত। ইমাম বোখারী ইমামে আযম সম্বন্ধে জানতে চাইলে, তিনি উত্তরে বললেন তিনি ঈল্লীনে (উন্নত হতে আরও উন্নত স্তরে) অবস্থান করছেন।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি মাযহাবের পার্থক্য সম্বন্ধে একটা প্রশ্নের আলোচনায় বললেন যে, ইমামে আযম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর রুতবা (গুণাবলী ও মহত্ব) কোন মুখে বর্ণনা করবো? তার সাগরেদ (শিষ্য) ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি যারা তাঁর ঘোড়ার রেকাব ধরে সংগে সংগে চলতেন। সুতরাং এ থেকেই বুঝে নেয়া উচিত কোন মাযহাবের মর্যাদা অধিক।

এরপর বললেন যে, এক সময় কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ জালালউদ্দীন তিরমিজী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি দিল্লীর জামে মসজিদে কয়েকদিন একসংগে ইত্তেকাফে ছিলেন এবং প্রত্যেক রাত-দিনে দুবার কোরআন শরীফ খতম করা আবশ্যিক হিসাবে নিয়েছিলেন। একরাতে প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন যে, আজ রাতে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করবেন এবং দু'রাকাত নামাজে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করবেন। রাতে কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি সকলের ইমামতি করলেন এবং প্রথম রাকাতে সম্পূর্ণ কোরাণ খতম করার পরও আরও চার সিপারাহ্ অধিক পড়লেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় খতমের অবশিষ্ট ২৬ সিপারাহ্ পাঠ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দোয়ার জন্য হাত তুলে দোয়া চাইলেন; ইয়া ইলাহী আমাদের দ্বারা তোমার ইবাদত যেভাবে করা দরকার ছিল তেমনভাবে হয়নি। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং তোমার খেদমতে আমাদের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে তা মাফ করে দাও। দোয়া হতে বিরত হওয়ার পর মসজিদের একদিক হতে গায়েবী আওয়াজ হলো, 'তোমরা আমার ইবাদতে সামান্যতম অবহেলাও করোনি, আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করলাম এবং তোমাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করলাম'। এ স্বর্গীয়বাণী শ্রবণ করার পর প্রত্যেকে শুকরিয়া আদায় করে একে অন্যের নিকট হতে বিদায় নিয়ে পৃথকভাবে চলে গেলেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরপর পীরগণের সেজরা (তরীকার বংশ-পরম্পরার তালিকা) সম্বন্ধে বললেন যে, প্রত্যেক মুরিদকে নিজের পীরগণের সেজরা জানা উচিত। কত পুরুষের পর নিজের পীর অবস্থান করছেন, তা জানা মুরিদের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

এরপর এরশাদ করলেন যে, যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কোন মাযহাবের? তখন উত্তরে বলবে–

১। ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাবের এবং তিনি

২। হযরত ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাবের এবং তিনি

৩। হযরত ইমাম আল কুমা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাবের এবং তিনি

৪। হযরত ইমাম ইব্রাহিম নাখেয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাবের এবং তিনি

৫। হযরত ইমাম আবদুল্লাহ মাসউদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাবের এবং তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬। হযরত ইমাম আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহ আনহুর-এর মাযহাবের এবং তিনি

৭। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাযহাবের এবং তিনি

৮। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর মাযহাবের এবং তিনি

৯। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর মাযহাবের এবং তিনি

১০। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর মাযহাবের এবং তিনি

১১। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম-এর মাযহাবের এবং তিনি

১২। হযরত মিকাইল আলাইহিস্ সালাম-এর মাযহাবের এবং তিনি

১৩। হযরত আযরাইল আলাইহিস্ সালাম-এর মাযহাবের এবং তিনি

১৪। হযরত ইসরাফিল আলাইহিস্ সালাম-এর।

তারপর যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কোন মাযহাবের তাহলে বলবে যে, আল্লাহুস সামাদ ও তাঁর মাঝে একটা নিগূঢ় রহস্য আছে যেটা সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করা যায় না। মূল মাযহাব সেখানে অবস্থিত।

এরপর দোয়ায়ে মাসূরা ও কোরআন শরীফের আয়াত সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, দোয়ার শুরুতে আল্লাহ্র কালাম হতে কিছু পাঠ করে তারপর দোয়ায় নিমগ্ন হবে তাহলে আল্লাহ্তায়ালার রহমত তোমাদের প্রতি বর্ষিত হবে। এরপর বলেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর তাহাজ্জোদের নামাজ ফরয ছিল এবং আমাদের জন্য সুন্নত। তাহাজ্জোদ নামাজ ৮ (রাকাত)। এ নামাজের জন্য নির্দিষ্ট কোন সূরা কারাত নির্ধারণ করা নেই। কোরআন শরীফ হতে যা কিছু জানা আছে তাই পড়বে। কিন্তু নামাজে সূরা কারাত লম্বা করে পড়া হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল। এরপর তিনি হযরত শায়খ এহ্ইয়া মুঈনউদ্দিন সম্বন্ধে বললেন যে, তিনি পরিপূর্ণ কামেল বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর কারামতের কথা লোকমুখে বহুল প্রচারিত। একদিন তাঁর তাজাজ্জোদের নামাজ ক্বাজা হয়ে যাওয়ায় তাঁর পায়ে ব্যথা হলো এবং সে ব্যথা বহু দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন হঠাৎ এ রকম ব্যাথার কারণ কি? হঠাৎ ইলহাম (ঐশীবাণী) হলো, তাহাজ্জোদ নামাজ ক্বাজা করার কারণে। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন, হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাজা গরীব-নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ওজিফায় বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি সূরা বাকারার দশ আয়াত, অর্থাৎ আয়েতুল কুরসী ও তার পূর্বের তিন আয়াত এবং তার পরের চার আয়াত এবং সূরার শেষ দুই আয়াত প্রত্যহ পাঠ করবে তার ঘরে ঐ আয়াতের বরকতে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর বললেন, এক বুজুর্গ বলেছেন, যদি কেউ লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়িল আজিম পাঠ করে তাহলেও সে অনুরূপ ফল ভোগ করতে পারবে। পরে বললেন, শায়খ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, 'আমার জীবিকা নির্বাহে অত্যন্ত কষ্ট হয়।' হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে নির্দেশ দিলেন যে তুমি লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়িল আজীম অধিক মাত্রায় পাঠ করতে থাকলে তোমার অভাব দূর হয়ে যাবে। সে ব্যক্তি মাথা নুয়ায়ে তসলীম করে চলে গেল। পরে জানা গিয়েছিলো সে অল্পদিনের মধ্যেই ধনী হয়ে গিয়েছিল। এরপর এরশাদ করলেন যে, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়িল আজিম অনেকবার পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালা অনাগত বিপদ হতে তাকে মুক্ত রাখবেন। এরপর বললেন, তম্বীহ কিতাবে লিখা আছে, "আল্লাহ তাঁর এক পয়গম্বরের উপর অহী প্রেরণের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, আমি বিস্মিত হচ্ছি ঐ দলের কাজ দেখে যারা বিপদে পতিত হয়েও দুয়ায়ে ইউনুস (লা-ই-লাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জলেমিন) পাঠ করেনা।" এ দোয়া বিপদ-মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আল্লাহ্তায়ালা কোরাণ পাকে এরশাদ করেছেন, ফাস্তাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মে ওয়া কাজালিকা নুনজিল মুমিনিন। এরপর বললেন যে, হযরত আয়ুব আলাইহিস্ সালাম শারিরিক অসুস্থতায় ৪০ বছর পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। যখন তাঁর রোগ মুক্তির সময় হলো তখন তিনি রোগ নিরাময়ের জন্য দোয়া চাইলেন। বারগাহে ইলাহি হতে হুকুম হলো লা-ই-লাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায্যলেমিন অনেক বার পাঠ করতে থাক। এ নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত আয়ুব আলাইহিস্ সালাম উক্ত দোয়া কয়েকদিন অধিক সংখ্যকবার পাঠ করার পর আল্লাহ্পাক তাঁকে রোগমুক্ত করলেন। এক সময় বাদশাহ্ হারুনুর রশীদ এক যুবককে গ্রেফতার করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুবক কয়েদখানায় বন্দী; এমন সময় ঐ পথ দিয়ে এক বুজুর্গ যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো তাঁর ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যুবকটির উপর। মৃত্যুর আদেশ শুনলে মানুষের যে অবস্থা হয় যুবকটির চেহারায়ও সেইভাব ফুটে উঠেছিলো। বুজুর্গ ব্যক্তি যুবকটির অবস্থা কাশ্ফ (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা বুঝতে পেড়ে তাকে দোয়ায়ে ইউনুছ পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। আদেশ পাওয়ামাত্র যুবকটি উক্ত দোয়া পড়তে লাগলো এবং সে মৃত্যুদণ্ড হতে মুক্তি পেয়ে গেলো। পরে অবশ্য ঐ যুবক সেই বুযুর্গের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করে ছিলো।

এরপর হযরত এরশাদ করলেন, তম্বীহ কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, আমি ঐ দলকে দেখে বিস্মিত হই যারা কোন কিছু দেখে ভয় পায় অথচ "হাসবি আল্লাহু ওয়া নে'মাল ওকিল" পাঠ করেনা।" আল্লাহ্তায়ালা পাক কালামে এরশাদ করেছেন, ফান কালাবু বে নে'মাতিম্মিনাল্লাহি ফাদলিল্ লাম ইয়ামসাসহুম সুও।' হুজুর এরপর বললেন, এক জালিম অহঙ্কারী বাদশাহ ছিলো। সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করতো (তার অপবিত্র মুখে ছাই পড়ুক)। সে তার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানা প্রকার ফন্দি ফিকির আটতে লাগলো এবং তার এ কল্পনার কথা মন্ত্রীকে বললো। মন্ত্রী ছিলো অত্যন্ত ধূর্ত। সে রাজাকে পরামর্শ দিলো, মহারাজ আপনি যদি আমার কথা মতো দু'তিনটে কাজ করতে পারেন তাহলে আপনার 'খোদাই দাবী' প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রথম কাজ হচ্ছে এ শহরের সমস্ত জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মপ্রচারকদেরকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। তারা চলে গেলে আপনার পথের কাটা দূর হবে। মন্ত্রীর পরামর্শ মতো রাজা তার রাজ্যময় আদেশ জারী করলো। রাজার নির্দেশানুযায়ী অধিকাংশই দেশত্যাগ করলো। কিন্তু যারা গেলো না মন্ত্রীর নির্দেশে রাজা তাদেরকে হত্যা করলো। এরপর রাজা মন্ত্রীকে দ্বিতীয় পদক্ষেপ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। মন্ত্রী পরামর্শ দিলো এবার পুস্তক-অনুলিপিকারকদের উপরও পূর্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং দেশে মওজুদ সমস্ত কিতাব ধ্বংস করে ফেলা হোক যাতে করে কেউ কোন প্রকার জ্ঞান আহরণ করতে না পারে। রাজা মন্ত্রীর দ্বিতীয় পরামর্শও কার্যে পরিণত করলো। এরপর শহরের ধর্মভীরু লোকগুলো আস্তে আস্তে বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। এবার সুযোগ বুঝে রাজা নিজেকে খোদা বলে প্রচার করতে লাগলো। এমতাবস্থায় হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বংশধর এক বুজুর্গ দেশত্যাগ না করে সর্বদা হাসবী আল্লাহু ওয়া নে'মাল ওকিল' পাঠ করতে ছিলেন। যথা সময়ে তাঁর দেশ ত্যাগ না করার কথা বাদশাহ্র কর্ণগোচর হলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাদশাহ তাঁকে হত্যা করার জন্য দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিলো। নির্দেশানুযায়ী তাঁকে দরবারে হাজির করা হলে রাজা অতি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সিংহাসন হতে নেমে এসে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো আপনি মুক্ত। এরপর তার লোকজনকে বললো হুজুরকে শাহী পোষাক পরিয়ে যথাস্থানে সসম্মানে রেখে এসো। সে বুজুর্গ দরবার কক্ষ ত্যাগ করার পর মন্ত্রী তার ও অদ্ভূত আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলো। বাদশাহ্ তখনও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে ছিল। সে বললো, যখন এ বুজুর্গকে আমার সম্মুখে হাজির করা হলো তখন দেখতে পেলাম এর ডানে বামে বিরাট বিরাট অজগর সাপ ও বিচ্ছু। তাদের মুখগুলো এতো বড় যে মনে হলো তারা আকাশ ও জমীন এক গ্রাসেই শেষ করে ফেলবে। তাদের মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছিলো; ভিতরে প্রবেশ করেই আমাকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছিলো। আমি তখন মনে মনে বললাম এ বুজুর্গের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। তখন ওরা আক্রমণ হতে বিরত হলো এবং আমি তৎক্ষণাৎ এ বুজুর্গের নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রাণ বাঁচালাম। মন্ত্রী এ ঘটনা শ্রবণ করার পর ঐ বুজুর্গের নিকট গমন করে এ অলৌকিক ঘটনার তাৎপর্য জানার জন্য প্রার্থনা জানালো। বুজুর্গ বললেন আমি প্রতিদিন অসংখ্যবার 'হাসবি আল্লাহু ওয়া নে'মাল ওকিল' পাঠ করি যার বরকতে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এ সম্মান দান করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দোয়া অসংখ্যবার পাঠ করবে সে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এরপর সে রাজ্য আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি বা যারা শত্রু হতে ভয় পায় অথচ 'ওফায়িদু আমরি ইল্লাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাছিরুন বিল ইবাদ' পাঠ করেনা তাদের দেখে আমার অবাক লাগে। কেননা আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ফাওয়াকাহুল্লাহু সাইয়্যেআতি মা মাকারু।' এ সম্বন্ধে হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর একটা ঘটনা বর্ণনা করছি। তিনি যখন হেজাজ বিন ইউসুফের নিকট গমন করতেন তখন উপরোক্ত দোয়া পাঠ করে যেতেন। হেজাজ বিন ইউসুফ বলতো যে আমি কখনও কোন ব্যক্তিকে এরূপ ভয় পাইনা যে রূপ ভয় পাই হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে দেখে। কেননা তিনি যখনই আমার নিকট আসেন তখন তাঁর দু'পাশে দু'টো বাঘকে আমি দণ্ডায়মান দেখতে পাই এবং বাঘ দু'টো আমাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিলে হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাদেরকে নিবৃত্ত করে রাখেন। এমতোবস্থায় আমার নাড়ীর গতি তখন বৃদ্ধি পায় এবং আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ দল যাদেরকে দেখে আশ্চর্য লাগে এজন্য যে তারা বেহেস্ত কামনা করে কিন্তু তা পাওয়ার জন্য এ দোয়া পাঠ করে না। "মাশাআল্লাহু কানা ওয়ালাম ইয়াশায়্যু লাম ইয়াকুন লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়িল আযিম।" আল্লাহপাক বলেছেন, 'ফাআছা রাব্বি আইয়্যু তায়িনী খায়রান মিন জান্নাতিকা।' এরপর বললেন, আছারে তাবেঈন কিতাবে বর্ণিত আছে যে এক লম্পট ও দুশ্চরিত্র যুবকের কাজ ছিলো সব সময় পাপ কার্যে লিপ্ত থাকা কিন্তু সে শয়ন করার সময় ও জাগ্রত হওয়ার সময় প্রত্যহ উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতো। তার মৃত্যুর পর তাকে এক বুজুর্গ বেহেস্তে বিচরণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করলে? যুবক উত্তরে বললো, যদিও আমি দুশ্চরিত্র ছিলাম তবু শয়ন করার সময় ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় মাশাআল্লাহু কানা ওয়ালাম ইয়াশায়্যু লাম ইয়াকুন লা-হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযিম অনেকবার পাঠ করতাম এবং এ কারণেই আল্লাহ্পাক আমাকে এ সৌভাগ্য দান করেছেন।

এরপর কবরের ভয় ও মুনকীর-নকীরের ছাওয়াল (প্রশ্ন) সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হুজুর এরশাদ করলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু-এর নিকট এক যুবক আরজ করেছিলো আমি কবর ও মুনকীর-নকীরের ভয়ে অত্যন্ত ভীত থাকি। তিনি সেই যুবককে বললেন, আমি তোমাকে এমন এক জিনিস শিক্ষা দিব যা আমল করলে সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। তোমার উচিত হবে তা নিয়মিত পালন করা। আমলটি হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দু'রাকাত নামাজ সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ৫০ বার পাঠ করা। এ আমল কবরের ভয় হতে নাজাত পাওয়ার এক মোক্ষম ঔষধ। বুজুর্গের নির্দেশে যুবকটি আমরণ ঐ আমল পালন করেছিলো। শরহে আউলিয়া কিতাবে ঐ যুবক সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে ঐ যুবকের মৃত্যুর পর তাকে এক বুজুর্গ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন এবং কবরে মুনকীর-নকীরের প্রশ্নের জওয়াব কিভাবে দিলে? উত্তরে সে বললো, আমি কবরস্ত হওয়ার পর মুনকীর-নকীর আযাব প্রদান করার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হলো এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলাম। তখন তারা আযাবের গুর্জ নিয়ে শাস্তি দেয়ার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু হঠাৎ ইলাহীর ফরমান ভেসে এলো—'এ ব্যক্তিকে শাস্তি দিওনা, আমি একে ক্ষমা করে দিয়েছি। এ আওয়াজ শুনামাত্র তারা চলে গেলো'।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনার নিকট কি এমন কোন আমল আছে যদ্বারা কবরের আযাব হতে মুক্তি পাওয়া যায়? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমার নিকট তেমন আমল রয়েছে। 'যদি কোন ব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দু'রাকাত নামাজ সূরা ফাতেহার পর সূরা ইজাজুলজিলাতুল আরদু ১৫ বার অথবা সূরা ইখলাস ১৫ বার পাঠ করে ইনশাল্লাহ সে গোর-আযাব হতে নাজাত পাবে। হযরত এরপর এরশাদ করলেন একবার আমার উপস্থিতিতে হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মজলিসেও অনুরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিলো। হযরত খাজা উত্তরে অনুরূপ নামাজ পড়ার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ঐরূপ নামাজ পড়বে সে ১৫ পাড়াহ কোরাণ শরীফ পড়ার ছাওয়াব পাবে এবং গোর-আযাব হতেও নাজাত পাবে। এরপর এরশাদ করলেন যে ব্যক্তি "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিমে বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ" পাঠ করবে আল্লাহতায়ালা তাকে গোর-আযাব হতে নাজাত দিবেন এবং অন্ধকার ও অপ্রশস্ত কবর তার নিকট হতে ৪০ বছরের পথের দূরত্বে চলে যাবে। এ সময় দিল্লী শহরের মুফতী শায়খ শিহাবউদ্দিন কোরায়শী দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি একটা কিতাবে লিখা দেখেছি, যে ব্যক্তি সূরা ওয়াকিয়া, মুজাম্মিল, ওয়াশ্‌শাম্‌স্, ওয়াললাইলি এবং সূরা আলাম নাশরাহ পড়তে থাকবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে গোর-আযাব হতে নিরাপদে রাখবেন এবং তার ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে যাবে। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন, চিশ্‌তিয়া খানদানের এক দরবেশের ইন্তেকালের পর যখন লোকজন তাঁকে দাফন করে চলে গেলো তখন রীতি অনুযায়ী মুনকীর-নকীর তাকে প্রশ্ন করতে লাগলো, তিনি জবাব দিলেন। তারপর তাঁর কবর আলোকিত ও প্রশস্ত হয়ে গেলো। কোন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এতো করুণা দান করেছেন যা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। অবশ্য এসব নে'য়ামত দান করার সময় আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান হলো, তুমি যে সব সূরা প্রত্যহ পাঠ করতে (পূর্বে উল্লেখিত সূরাসমূহ) তার বদৌলতে তোমাকে এসব নে'য়ামত দান করা হলো। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আল ইহি বললেন, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্তি ফরয নামাজের পর ১ বার সূরা ফাতেহা ৩ বার সূরা ইখলাস ও ৩ বার দরূদশরীফ এবং একবার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে ফুক দিবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে তিনটি নে'য়ামত দান করবেন–

১। দীর্ঘজীবি করবেন।

২। ঐশ্বর্যশালী করবেন।

৩। উচ্চ মর্যাদাসহ বেহেস্ত দান করবেন।

দোয়াটি নিম্নে প্রদান করা হলো–

ওয়া মায় ইয়্যাত্তা কিল্লাহা ইয়ায্‌য়াল্লাহু মাখরাযাও ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হায়ছু লাইয়াহ্‌তাসিব ওয়ামায় ইয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু ইন্নাল্লাহা বালিগু আমরিহি কাদ জায়া'লাল্লাহু লিকুল্লি শাইয়্যিন কাদরা।

এরপর এ সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিলো কিন্তু নামাযের জন্য আযান আরম্ভ হলো। আলোচনা বন্ধ হলো। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন। মজলিস সমাপ্ত হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অষ্টাদশ মজলিস

২০শে জিলহজ্ব ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি চাশ্‌ত নামাজের পর দরবারে উপস্থিত হলেন। দরবারে অনেক বুজুর্গ ও মোসাফির উপস্থিত ছিলেন। এ অধম নূরের জামাল (সৌন্দর্য) দর্শন করে মাথা জমিনে রাখলো; নির্দেশ হলো মস্তক উত্তোলন কর। নির্দেশানুযায়ী মাথা তুললাম। তিনি বললেন, তুমি এসেছো খুব ভাল হয়েছে।

হযরত শায়খুল ইসলাম দরবারের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি খোদার নিকট প্রার্থনা করছি নিজামুদ্দিনের সকল আশা যেন পূর্ণ হয়। এরপর দরূদ-শরীফ পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। তিনি বললেন 'আছারে আউলিয়া' কিতাবে লিখা আছে যে ব্যক্তি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর মুহাব্বতের সাথে একবার দরূদ-শরীফ পাঠ করে সে গুনাহ হতে এমনভাবে পাক হয় যেন সদ্য মায়ের উদর হতে ভূমিষ্ট হলো। এ ছাড়াও তার কর্মফলে অসংখ্য নেকী লিখা হয় এবং আউলিয়াদের খাতায় তার নাম সন্নিবেশিত হয়।

এরপর অজিফা সম্বন্ধে বললেন যে সাহাবা, তাবেঈন ও পীরগণ যে সব অজিফা নিজেরা পাঠ করার জন্য নির্বাচন করেন তা তাঁরা নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করেন। যদি দিনের অজিফা দিনে পাঠ করা কোন কারণে সম্ভব না হয় তাহলে রাতে পাঠ করে নেন। কিন্তু রাতের কোন নামাজ বা অজিফা ক্বাজা হলে তাঁরা নিজেকে মৃত মনে করেন এবং ক্রন্দন করে বলতে থাকেন যে যদি আমি জীবিত থাকতাম তাহলে খাজায়ে কায়েনাৎ (হযরত নবী করিম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত (নামাজ) আমার দ্বারা ক্বাজা হতোনা। এরপর বললেন, হযরত এহ্‌ইয়া মোয়া'জরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর অজিফা ছিলো প্রতি রাতে তিন হাজারবার দরূদ হযরত রাসূলে কায়েনাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর পাঠ করা কিন্তু এক রাতে এ অজিফা তাঁর ছুটে যায়। তখন তিনি রোদন করতে লাগলেন; তাঁর এ কান্নার কারণ জানার জন্য বহুলোক একত্রিত হয়ে গেলো এবং এ কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগলো। উত্তরে তিনি বললেন একটি বড় নে'য়ামত আমার নিকট হতে দূরে চলে গেছে। যখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এহ্‌ইয়া তাঁর এ দুঃখের কথা বর্ণনা করছিলেন তখন গায়েবী আওয়াজ হলো, 'হে এহ্‌ইয়া আমি তোমাকে প্রতিদিন দরূদ-শরীফ পাঠ করার জন্য যে ছওয়াব প্রদান করে থাকি আজ তোমাকে তোমার অনুশোচনার কারণে তার চেয়ে একশতগুণ অধিক ছওয়াব প্রদান করলাম। এ ঘটনা বর্ণনা করতে করতে হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং কেঁদে ফেললেন। এরপর বললেন, একবার হযরত সিনাই রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখলেন যে তিনি খাজা সিনাই রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। হযরত সিনাই রহমতুল্লাহি আলাইহি তখন দৌড়ে যেয়ে হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কদমমুবারকে পড়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত কিন্তু আপনি আমাকে দেখে আপনার পবিত্র মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন কেন? তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে সিনাই তুমি আমার প্রতি এতো অধিক দরূদ পাঠ করেছো যে তোমাকে দেখে আমার লজ্জা হয়, বিনিময়ে আমি তোমাকে কি দিব?' এ পর্যন্ত বলে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন, তারপর বললেন, তিনি কেমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁর দরূদশরীফ পাঠের আধিক্যতায় হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং পুরষ্কার নির্বাচনে লজ্জিত হয়েছিলেন। হাজার নে'য়ামত সেই বুজুর্গের প্রতি এনায়েত হোক। তিনি অতি উচ্চাসনে আরোহণ করার সম্মান অর্জিত করেছিলেন এবং তিনি একই আসনে অধিষ্ঠিত থেকে জিন্দেগী অতিবাহিত করেছেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি একই অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পুনরুত্থিত দিবসেও তিনি একই মর্যাদা নিয়ে উঠবেন।

এরপর বললেন, একবার একদল ইহুদী এক স্থানে এসেছিলো। এক মুসলমান দরবেশ তাদের নিকট কিছু যাচ্‌না করলো। এমন সময় আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু ঐ দিকেই যাচ্ছিলেন। ইহুদীগণ দূর থেকে তাঁকে দেখে তাচ্ছিলভাবে দরবেশকে বললো, যাও ঐতো শাহে মরদান আসছে, তাঁর কাছেই নিজের দরখাস্ত পেশ করো। দরবেশ তখন আমিরুল মু'মেনীনকে দেখতে পায়নি, তাই সে জিজ্ঞেস করলো তিনি কোথায়? তারা দিক নির্দেশ করে বললো ঐ আসছে। দরবেশ এগিয়ে গেলো। পিছনে পিছনে ইহুদীগণও তাকে অনুসরণ করলো। সে আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে সালাম পেশ করে নিজের অভাব জানালো। কিন্তু তাঁর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিকট সে সময় দেয়ার মতো কিছুই ছিলোনা। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কি করা যায়। তাঁর নিকট কিছুই নেই অথচ কিছু না দিলেই নয়। এ ছাড়াও ইহুদীগণের উদ্দেশ্যটাও তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি দরবেশকে বললেন, হাত উন্মুক্ত করো। দরবেশ হাত খুলে ধরলো। হযরত আমিরুল মু'মেনীন দশবার দরূদ-শরীফ পাঠ করে তার হাতে ফুঁ দিলেন এবং হাত বন্ধ করতে বললেন। সে হাত বন্ধ করলো। এরপর তিনি তাকে ইহুদীদের নিকট যেতে বললেন। সে হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ইহুদীদের নিকট গমন করলো। ইহুদীগণ বিদ্রূপ করে জিজ্ঞেস করলো, কি পেলে হে দরবেশ? দরবেশ বললো, কোন টাকা পয়সা তিনি দেননি, তিনি দশবার দরূদ-শরীফ পাঠ করে আমার হাতে ফুঁ দিয়ে বললেন, মুষ্টিবদ্ধ করে চলে যাও। ইহুদীগণ একথা শুনে আরও বিদ্রূপের সঙ্গে হাসতে লাগলো এবং একজন বললো হাতটা খুল দেখি। যখন সে মুঠ খুললো তখন দেখা গেলো হাতে দশটি আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা)। ইহুদীগণ এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লো। হযরত আমিরুল মু'মেনীনের এ কারামাত দেখে ইহুদীগণের সকলেই ইসলাম কবুল করলো এবং এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর একই সঙ্গে আরও কয়েক হাজার ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। সুবহানাল্লাহ্!

হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরপর বললেন, খলিফা হারুনুর রশীদ একবার অসুস্থ হয়ে ৬ মাস শয্যাগত ছিলেন। তিনি দিনদিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ধমনীর স্পন্দন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছিলো। অবশেষে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছলো যে প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে যায় যায়। সেদিন ঘটনাচক্রে হযরত শায়খ আবু বকর শিব্‌লী রহমতুল্লাহি আলাইহি খলিফার সদর দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সংবাদ হারুনুর রশীদ জানতে পেরে তার উজীরকে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনতে। উজীর খলিফার আদেশ পেয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। হযরত শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জন্য কোনরূপ আদর আপ্যায়ন করতে নিষেধ করলেন। খলিফার এ করুণ অবস্থা দেখে তাঁর মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি কয়েকবার দরূদ-শরীফ পাঠ করে খলিফা হারুনুর রশীদের মুখে ফুঁ দিলেন এবং খলিফা ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, প্রত্যেকের উচিত হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর প্রত্যহ অধিক সংখ্যকবার দরূদ-শরীফ পাঠ করা। যদি একেবারেই সময় না হয় তাহলেও প্রত্যহ অন্ততঃ ৫ বার অবশ্যই পাঠ করবে। একথা মনে রাখতে হবে যে সমস্ত অজিফার মধ্যে দরূদ-শরীফই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শ্রেষ্ঠ। সমস্ত রাত ইবাদত বন্দেগীর চেয়ে কয়েকবার দরূদ-শরীফ পাঠ করা উত্তম। অবশ্য দরূদ বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। এক এক দরূদ-শরীফের ফজিলত এক এক রকম। উপরে প্রত্যহ ৫ বার যে দরূদ-শরীফ পাঠ করার কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ।

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বেয়াদাদে মান ছাল্লু আল্লাইহি ওয়া ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বেয়াদাতে মাল্লাম ইউ ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন; কামাতু হিব্বু ওয়া তারদা আনতু ছাল্লি আলাইহি ওয়া ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা ইয়াম বাগিয়াছ ছালাতু আলাইহি ওয়া ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা আমারতানা বিছছালাতি আলাইহি।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, মওলানা ফকির আবুল হাসান জিন্দোসী রহমতুল্লাহি আলাইহি বিরচিত "রওজা" কিতাবে দরূদ-শরীফ সম্বন্ধে বিস্তারিত ফজিলত ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্য হতে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো—

প্রথম ফজিলত ঃ হযরত ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে তাঁর এক ভক্ত স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁর করুণা ও দয়া দ্বারা আমায় ক্ষমা করেছেন এবং ক্ষমার প্রধান উপাদান ছিলো আমার প্রতিদিনের ৫ বার দরূদ-শরীফ পাঠ।

দ্বিতীয় ফজিলত ঃ একদিন হযরত রাসূলে পানাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে উপস্থিত হলে প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সাহাবাগণ তাঁকে বেষ্টনী করে বসে পড়লেন। হযরত আবু বকরের নির্দিষ্ট স্থান ছিল তাঁর সর্বডানে এবং তিনি সেখানেই বসেছেন। এমন সময় এক যুবক প্রবেশ করে ছালাম পেশ করে অপেক্ষা করলেন। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই যুবককে হযরত আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু-এর পাশে বসতে বললেন। যুবক তাঁর আদেশ পালন করলেন এবং কিছুক্ষণ পর চলে গেলেন। হযরত আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু একটু চিন্তিত হলেন এবং অন্যান্য সাহাবা ভাবলেন আগন্তুক যুবক হয়তো খিজির আলাইহিস্ সালাম হবেন। কেননা সাহাবাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি হযরত আবুবকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর পাশে বসতে পারেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, এ যুবক আমার উপর এতো অধিক সংখ্যকবার দরূদ পাঠ করে যা ভাবনার উর্ধ্বে। হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদি আল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এ যুবক খাওয়া দাওয়া ও অন্য কাজে মশগুল হয় কি না? হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন এ যুবক খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কাজ যথারীতি করে থাকে এবং তার পরেও সে প্রত্যহ অসংখ্যবার দরূদ পাঠ করে; কোনদিনও বাদ দেয়না। উপরে উল্লেখিত দরূদই তিনি পাঠ করতেন। এ আলোচনা চলার সময় হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দরবারে পাঁচজন দরবেশ প্রবেশ করে জমিনবুছি করে বসে পড়লো এবং আরজ করলো, "আমরা কাবা শরীফ অভিমুখে রওনা হয়েছি কিন্তু রাস্তা খরচ নেই" হযরত তাদের কথা শ্রবণ করার পর একটু ধ্যানস্ত হলেন। একটু পড়ে মস্তক উত্তোলন করে সামনে রক্ষিত একটা পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ঐ দরবেশদেরকে দান করলেন। দরবেশগণ এতে মনক্ষুণ্ন হয়ে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলো, এ ভাঙা পাত্রে আমাদের কি কাজে আসবে? হুজুর তাদের কথা বুঝতে পেরে বললেন, ওগুলোর প্রতি ভালো করে তাকিয়ে দেখ, নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। তারা সেই ভাঙা টুকরোগুলো ভাল করে নিরিক্ষণ করার পর দেখতে পেল ভাঙা টুকরোগুলো সবই খাটী স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই কারামাত দেখে তারা সকলেই বিস্মিত হয়ে পড়লো। আমি পরে হযরত শায়খ বদরুদ্দীন ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট হতে জেনেছিলাম হুজুর ঐ টুকরোগুলোর উপর দরূদ-শরীফ পাঠ করে ফুঁক দিয়েছিলেন।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি "আয়েতুল কুরসী" সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি বললেন যেদিন আয়েতুল কুর্‌সী নাজিল হলো সেদিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা যারা আয়েতুল কুর্‌সীর আশেপাশে ছিলো তারা সকলেই হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম-এর সঙ্গে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলো। যখন আয়াতটি হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আনীত হলো তখন তিনি এটাকে সম্মানের সাথে চোখে লাগিয়ে মাথায় রাখলেন। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ জাল্লে শানহু হুকুম করেছেন, আপনার উম্মতদের মধ্য হতে যারা এ আয়াতটি পাঠ করবে তারা এর প্রতিটি অক্ষরের জন্য এক হাজার বছরের ইবাদতের ছওয়াব তাদের আমল নামায় দেখতে পাবে এবং সত্তর হাজার ফেরেস্তা যারা এ আয়াতকে ঘেরাও করে রয়েছে তারাই এ আয়াত পাঠকারীর আমল নামায় এ ছওয়াব লিখে রাখবে। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি বললেন, যারা ঘর হতে বের হওয়ার সময় আয়েতুল কুর্‌সী পাঠ করে বের হয় আল্লাহ্ তায়ালা সত্তর হাজার ফেরেস্তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত করে দেয় এবং যে পর্যন্ত সে ঘরে ফিরে না আসে সে পর্যন্ত ঐ সব ফেরেস্তা তার সাথে থাকে। এরপর তিনি বললেন, হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখ্‌তিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যে ব্যক্তি আয়েতুল কুর্‌সী পড়ে ঘর হতে বের হয় হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তার ঘর হতে বিপদাপদ দূর করে দেন। 'জামিউল হেকায়েত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বাগদাদের এক দরবেশের ঘরে একদিন এক চোর প্রবেশ করলো। কিন্তু সেদিন দরবেশ ঘরে ছিলোনা। সে বাইরে বেরুবার সময় আয়েতুল কুর্‌সী পাঠ করে ঘর হতে নির্গত হয়েছিলেন। চোর ঘরে প্রবেশ করতেই অন্ধ হয়ে গেল। দরবেশ ফিরে এসে এ দৃশ্য দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কে এবং কেন এখানে এসেছো? উত্তরে চোর বললো, আমি চুরি করার জন্য আপনার ঘরে প্রবেশ করেছিলাম কিন্তু প্রবেশ করতেই আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে; যদি আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে দোয়া করেন তাহলে আপনার দোয়ার বরকতে আল্লাহ্‌তায়ালা নিশ্চয়ই আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিবেন। আমি চৌর্যবৃত্তি হতে তওবা করছি। দরবেশ মুচকি হেসে বললেন তুমি চোখ মেলে তাকাও আল্লাহ্‌পাক তোমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিবেন। তাঁর নির্দেশ পাওয়ামাত্র সে দেখলো তার চোখের জ্যোতি ফিরে এসেছে। সে তখন পূর্বের ন্যায়ই দেখতে পাচ্ছে। এ কারামাত দেখে চোর তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

—আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঊনবিংশ মজলিস

২৭শে জিলহজ্ব ৬৫৫ হিজরী। কদমবুসির দৌলত অর্জন করে স্বীয় স্থানে উপবিষ্ট হলাম। 'দোয়া' করা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হুজুর এরশাদ করলেন, ইমাম মুহম্মদ হাসান শায়বানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কিতাবে লিখিত আছে, হযরত ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বিপদে পতিত হয় যা দূর করা তার ক্ষমতার বহির্ভূত, তাহলে তার উচিত ফজরের নামাজ পাঠ করে ১০০ বার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা, এতে তার দুঃখ দূর হবে এবং অভাব মোচন হবে।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়েল আজিমে ইয়া হায়্যু ইয়া কাইয়্যুমু ইয়া ফারাদু ইয়া বিতরু ইয়া সামাদু।

কোন রোগ নিরাময়ের জন্যও এ দোয়া পাঠ করা হয়। যদি দোয়ায় রোগ নিরাময় না হয় তাহলে চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

এরপর এরশাদ করলেন, একবার আমি আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহে অসুবিধা বা কষ্ট হয় তার উচিত নিম্নোক্ত দোয়া অধিক সময় পাঠ করা।

দোয়াটি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিমে ইয়া দা-য়িমাল য়িজ্জি ওয়াল মুল্‌কি ওয়াল বাকা-য়ি ইয়া জাল জালালি ওয়াল জুদি ওয়াল ফাদলি ওয়াল আ-তায়ি ইয়া অদুদু যাল আর্‌শিল মাজিদি ইয়া ফা'য়্যালুল লিমা ইউরিদ।

এরপর বললেন, অভাব ও অনটনের মধ্যে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

আকওয়া মুঈয়ুন ওয়া আহ্‌দা দালিলুন বে-হাক্কে ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া এইয়্যা কানাস্‌তাঈন।

এরপর বললেন ইমাম জাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর তফসীরে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়না তার এ দোয়া অনবরত পাঠ করা উচিত।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলিম।

যখন কেউ দুনিয়া, আখিরাত ও দোজখ হতে বাঁচতে চায় তখন তার উচিত নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পাঠ করা।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দোন্‌ইয়া হাঁসানাতাউ ওফিল আখিরাতি হাঁসানাতাও ওয়া কিনা আজাবান্নার।

কেউ সর্ব অবস্থায় ধৈর্যশীল, সর্ব কাজে দৃঢ় এবং শত্রুর উপর জয়ী হতে চাইলে তাকে নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পাঠ করতে হবে।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

রাব্বানা আফরিগ আলাইনা ছাবরাও ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানছুরনা আলাল ক্বাউমিল কাফেরিন।

এরপর বললেন, যখন কোন ব্যক্তি চাইবে তার অন্তর ঈমানের সাথে নিরাপদ থাকুক এবং আল্লাহর রহমত তার প্রতি জারি থাকুক তখন তার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা দরকার।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

রাব্বানা লাতুজিগ কুলুবানা বা'দা এজ হাদায়-তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।

একবার হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্বের সব নবী রাসূলদের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন এমন সময় এক সাহাবী উপস্থিত হয়ে জমিনে চুমু খেয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান কিভাবে নিরাপদ রাখা যায় যাতে অন্তিম সময় পর্যন্তও তা ঠিক থাকে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নে একটু চিন্তিত হলেন এবং ওহীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাথে সাথে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্তায়ালার বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "রাব্বানা লা-তুজিগ কুলুবানা বাদা এজ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতিন ইন্নাকা আন্তাল ওহ্হাব" পাঠ করলে ঈমানকে নিরাপদ রাখা যায়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এ দোয়া পাঠ করবে সে ঈমানের সাথে পরলোকগমন করবে।

এরপর বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বন্ধুদের দলভুক্ত হতে আশা পোষণ করে তার উচিত প্রত্যহ নিম্নোক্ত দোয়া অনেকবার পাঠ করা।

দোয়া ঃ

রাব্বানা ইন্নাকা জামিয়ু'ননাছি লিইয়াওমিল লারায়বাফি ইন্নাল্লাহা লা-ইউখলিফুল মিয়াদ।

এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি এ আয়াত অধিক পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালা তাকে তাঁর বন্ধুদের সাথে হাশর করাবেন। আমাদের উচিত নয় নিজেকে এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করা। যখন কারও কোন প্রয়োজন বা অভাব দেখা দেয় অথবা গোলাম পালিয়ে যায় অথবা সে যদি চায় যে তার সন্তানগণ নেকবখ্ত ও সিজিল হোক তাহলে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলে ইনশাল্লাহ্ সফলকাম হবে।

রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা জুররিয়াতান তাইয়্যেবাহ; ইন্নাকা ছামিউদ্দোয়া।

এরপর এরশাদ করলেন, হযরত যাকারিয়া আলাহিস্সালাম উক্ত আয়াত পাঠ করায় এহ্ইয়া আলাইহিস্সালাম-এর মত সন্তান পেয়ে ছিলেন। এরপর বললেন, হযরত এহ্ইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর আল্লাহ্ ভীতি অত্যন্ত প্রবল ছিলো। তরুণ বয়সেই তিনি আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে এতো অধিক কেঁদেছিলেন যে তাঁর গায়ের মাংস হাড়ের সাথে মিশে গিয়েছিলো। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর স্ত্রী, ছেলের এ অবস্থা দেখে মুহাব্বাতে বলেছিলেন, 'হে পুত্র তুমি এখনও বালক, এ বয়সে এতো অধিক ক্রন্দন করা ঠিক না'। হযরত এহ্ইয়া আলাইহিস্ সালাম উত্তরে বলেছিলেন, মা তুমিতো জানো ডেকচির নিচে আগুন জ্বালাবার জন্য বড় লাকড়ীর সাথে যে পর্যন্ত না ছোট লাকড়ী দেয়া হয় সে পর্যন্ত আগুন ধরে না। সুতরাং বুঝতেই পারছো হাশরের দিন বাচ্চাদেরকে বুড়োদের আগে দোজখে পাঠানো হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত শায়খুল ইসলাম এরপর বললেন, সিস্তানে একবার ভ্রমণের সময় অনেক সুফিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। একদিন হযরত শায়খ মাহমুদ সিস্তানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। তিনি একাধারে বুজুর্গ, সাহেবে নে'মাত ও সাহেবে বেলায়েত ছিলেন। সেখানে আলোচনা চলছিলো সুলুক সম্বন্ধে। খানকা শরীফের দরবেশগণকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত। এমন সময় এক দরবেশ দরবারে প্রবেশ করে তাঁর সম্মুখে বসে পড়লো। হযরত মাহ্মুদ সিস্তান রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা আগন্তুকের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, কিছু চাইতে এসেছো? আগন্তুক উত্তরে বললো জ্বি। তিনি বললেন এ আয়াতটি পড়তে থাকো আল্লাহ্তায়ালা সুফল দান করবেন।

রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা.....সামিউদ দোয়া।

(পূর্ণ আয়াতটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)

আমি অনেকদিন পর জানতে পেরেছিলাম যে ঐ দরবেশ উক্ত দোয়া পাঠের বরকতে একটা সুসন্তান লাভ করেছেন এবং তিনি সাজ্জাদা নশীন হয়েছেন এবং ৭০ বার উন্মুক্ত পায়ে হেটে হজ্ব করার গৌরব অর্জন করেছেন।

এরপর বললেন, তফসীরে কাশ্শাফ-এ লিখিত আছে যদি কোন ব্যক্তি নেক হওয়ার বাঞ্ছা রাখে এবং হাশরের দিন হাশরের আযাব হতে নাজাত পেতে চায় তাহলে তার উচিত হবে নিম্নোক্ত দোয়া অনেকবার পাঠ করা।

দোয়া ঃ

রাব্বানা আতেনা মা ওয়া আত্তানা আলা রুছুলিকা ওয়ালা তুখ্জিনা ইয়াও মাল কিয়ামাতি ইন্নাকা লাতুখলিফুল মিয়াদ।

এরপর এ ঘটনারই অনুরূপ আর একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন হযরত শায়খুল ইসলাম। বললেন, বোখারায় এক কুখ্যাত ব্যক্তি যার অন্যায় ও দুষ্কর্মের জুড়ি ছিলোনা। তার মৃত্যুর পর তাকে সপ্নে দেখা গেলো সে আউলিয়াদের সঙ্গে আছে। যে ব্যক্তি এ স্বপ্ন দেখেছিলো সে তো অবাক। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি এমন মর্যাদা কি করে লাভ করলে? উত্তরে সে বললো, আমি তফসীরে কাশ্শাফ-এ লিখা দেখেছিলাম যে ব্যক্তি রাব্বানা আতেনা...মিয়াদ (যাহা উপরে দেয়া আছে) প্রত্যহ পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালা তাকে নেক বান্দাদের সাথে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাখবেন। আমি তখন থেকে ঐ আয়াত পবিত্রচিত্তে পাঠ করতাম। আল্লাহ্তায়ালা আমার ঐ আয়াত পাঠের আমলকে কবুল করে নিয়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম এরপর বললেন, যে ব্যক্তি অত্যাচারীর অত্যাচার হতে বাঁচতে চায় তার উচিত নিম্নোক্ত আয়াত সর্বদা পাঠ করা।

আয়াত ঃ রাব্বানা আখরেজনা মিন্ হাজিহিল কারিয়াতিজ জালিমি আহ্লুহা ওয়াজ্আলুল্লানা মিল্লাদুনকা ওয়ালিয়াও ওয়াজ আল্লানা মিল্লাদুনকা নাছিরা।

এ দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্তায়ালার বন্ধুত্বও লাভ করা যায় এবং দোয়া পাঠকারীর জন্য বিজয়ের দরজা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আমিরুল মুমেনীন আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু মরুভূমিতে যাযাবরদের সঙ্গে যুদ্ধে অত্যন্ত অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পতিত হয়েছিলেন। তখন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যুদ্ধের এ অসুবিধার কথা জানিয়ে লিখলেন, "যুদ্ধের যত প্রকার কৌশল আমার জানা ছিলো তার সবই প্রয়োগ করেছি কিন্তু কোন ভাবেই বিজয় লাভ সম্ভব হচ্ছেনা"। এ চিঠি পাওয়ার পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে ভাবতে লাগলেন। ইত্যবসরে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে উপরোক্ত আয়াতটি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে দিয়ে বললেন, এটি লিখে হযরত আলীকে পাঠিয়ে দিন। এ আয়াত পাঠ করলে তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে বিজয়ী হবেন। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতটি লিখিয়ে হযরত আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আলী রাদিআল্লাহ আনহু আয়াতটি অনবরত কয়েকদিন পাঠ করতেই যুদ্ধে জয়ী হলেন এবং যাযাবরদের বন্দী করে মদিনায় নিয়ে এলেন।

এরপর বললেন যে, হযরত মাওলানা বুরহান উদ্দিন জাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর তফসীরে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি চায় যে তার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার করুণা ও রহমত নাজেল হোক, তার রুজী বৃদ্ধি হোক এবং কারও অনুগ্রহে সে না থাকুক, তাহলে তার উচিত নিম্নের আয়াতটিকে অজিফা হিসাবে গ্রহণ করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাব্বানা আনজিল আ'লাইনা মায়িদাতাম্ মিনাস্ সামায়ি তাকুনু লানা ঈদাল্লি আওওয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আইয়াতাম মিনকা ওয়ারজুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাজেকীন।

এরপর এরশাদ করলেন যে, এ আয়াত হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর "কাওম"-এর জন্য ছিলো। তারা যখন এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলোনা তখন উপর হতে তাদের জন্য যা নাজেল হতো তা তুলে নেওয়া হলো এবং তাদের আকৃতি বদলে যা করা হয়েছিলো তা সকলেরই জানা আছে।

এরপর বললেন, যদি কোন ব্যক্তি চায় যে সে জালেমদের সংগ হতে মুক্ত থাকবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ তার প্রতি আল্লাহ্তায়ালা বর্ষিত করবেন তাহলে তার উচিত নিম্নোক্ত দোয়া বহুবার পাঠ করা—

"রাব্বানা লা-তাজআলনা মায়াল কাওমিজ জালিমীন"।

এরপর বললেন, যারা আকাংখা করে ভালভাবে জীবন-যাপন করবে ও ইসলাম তার সাথী হবে তাহলে যেন তারা এ আয়াত বেশী বেশী পাঠ করে—

আয়াত ঃ রাব্বানা আফরেগ আলাইনা ছাবরাঁও ওয়া ছাব্বিত আক্দামানা ওয়ানছুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।

এরপর বললেন মানুষ সাধারণতঃ অত্যাচারীদের কাছে আটকা পরে যায়। এমন অবস্থায় তাদের উচিৎ নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পাঠ করা।

দোয়া ঃ রাব্বানা লাতাজআল্না ফিত্না তাল্লিল কাওমিজ জালিমিনা ওয়া নাজজিনা বেরাহ্মাতিকা মিনাল কাওমিল কাফিরীন।

যখন কোন ব্যক্তি আশা করে যে সে ঈমানদারদের সাথে হাশরে উঠবে এবং জীবনে নেক ভাবে থেকে ছালেহীনদের মত সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে তাহলে তার উচিৎ নিম্নোক্ত আয়াত অধিকবার পাঠ করা।

আয়াত ঃ ফাতিরাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদি আনতা ওলিয়্যি ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি তাওয়াফ্ফানী মুসলিমাও ওয়া আল হিকনী বিছ্ছালিহিন।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বহু বৎসর বিচ্ছেদ থাকার পর। এ সময়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম প্রায়ই উল্লেখিত দোয়া পাঠ করতেন এবং সেজদাবনত হয়ে দোয়া চাইতেন "ইয়া ইলাহি তুমি আমায় বাদশাহী দান করেছো কিন্তু তা আমি চাইনি; এটা তোমার ইচ্ছায়ই হয়েছে। আমার প্রার্থনা হচ্ছে তুমি আমাকে হাশরের দিন বাদশাহ্দের সাথে উত্তোলন করোনা। আমি অভাগা ও অধম, আমার পক্ষে সম্ভব নয় বাদশাহ ও শাসনকর্তাদের সঙ্গে হাশর করা।"

তারপর বললেন, যারা ভূতপ্রেত ও দেও-পরী হতে নিরাপদে থাকতে চায় তাদের উচিত নিম্নোক্ত দোয়া বেশী করে পাঠ করা।

দোয়া ঃ রাব্বিজ আল হাজাল বালাদা আমিনাও ওয়াজনুবনী ওয়া বনিয়্যা আন না'বুদাল আসনাম।

হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এ আয়াতের শানে নুজুল হচ্ছে—একদিন হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন এবং সাহাবাগণ আদেশ উপদেশ গ্রহণ করছিলেন এমন সময় একজন আরবী এসে জমিনে আদব-চুমু খেয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু শিক্ষা দিন যদ্বারা শয়তান ও দেওপরীর হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং আমার আওলাদ যেন মূর্তি-পূজারী না হয়। হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ভাবতে লাগলেন এমন কি শেখানো যায়?

এমন সময় হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম পূর্বে বর্ণিত আয়াত নিয়ে অবতরণ করে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত এ আরবীকে শিক্ষা দিয়ে বলুন সে যেন এটা পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ্ এর বরকতে তাকে এবং তার আওলাদদেরকে এসব বালা মুসিবত হতে দূরে রাখবেন।'

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দুছিল্লাহিল আযীয এরশাদ করলেন, যখন কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করবে যে তার প্রতি যেন কোন কুফরী প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তখন সে নিম্নোক্ত দোয়া অনেকবার পাঠ করবে।

দোয়া ঃ রাব্বানা লাতাজআ'লনা ফিতনাতান লিল্লাজিনা কাফারু ওয়াগ ফিরলানা রাব্বানা ইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত এ ফায়দা বর্ণনা করে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এসব তোমার কামালিয়াতকে উৎসাহ দানের জন্য বললাম। কেননা মুরীদের প্রতি পীরের কর্তব্য মোশাতা (বিয়ের পূর্বে কনেকে যে সাজায়) স্বরূপ। পীরও যে পর্যন্ত মুরীদকে অপবিত্রতা হতে পবিত্র না করবে এবং সর্ব প্রকার তরীকতের শর্তাবলী ও উপদেশ বাণী শিক্ষা না দিবে সে পর্যন্ত তাকে ছাড়বেনা। কেননা এমন না হলে সে বেচারা বিভ্রান্তি হতে মুক্ত হবে না। এরপর বললেন, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দোয়া (নিম্নোক্ত) দিনে একবার পাঠ করবে এবং সেই দিন যদি সে মারা যায় তাহলে অবশ্যই সে বেহেস্তী হবে।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিমে আল্লাহুম্মা আন্তা ওয়ালিয়ি লা-ই-লাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহ্দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতা'তু ওয়া আউজুবিকা মিন শার্‌রি মা ছানা'তু আবুয়ুলাকা বেনি'মাতিকা আলায়্যা ওয়া আবুয়ুলাকা বিজামবি ফাগফিরলি জানবি ফাইন্নাহু লাইয়াগ ফিরুজ্ জুনুবা ইল্লা আন্তা ওয়াতুব আ'লায়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়্যাবুর রাহিম।

এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আব্বাস্ রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, যখন হতে এ দোয়া আমি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখ হতে শুনেছি তখন হতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে একবার করে পাঠ করি এবং কখনও ক্বাজা হয়নি (বাদ পড়েনি)। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আল্লাহ্তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমায় ক্ষমা করেছেন এবং বেহেস্ত দান করেছেন এবং বেহেস্ত লাভের পিছনে ছিলো সেই দোয়া যা আমি প্রতিদিন পাঠ করতাম। (দোয়াটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)।

হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর প্রতিদিন ছ'হাজার বালা-মুসিবাত নাজিল করেন। যে ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ, তসবীহ ও দোয়াতে নিমগ্ন থাকে সে ঐ সমস্ত বালা-মুসিবাত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হতে মুক্তি পায়। 'বালা' যখন আসমান হতে অবতরণ করে তখন ঐ ব্যক্তির বন্দেগী ও দোয়া উপরের দিকে ধাবিত হয়ে বালাকে ফিরিয়ে দেয়। মানুষ যদি দোয়া'তে সিদ্দিক ও পবিত্র না হয় তাহলে ঐ বালা নীচে নেমে তাদের উপর সংক্রামিত হয়। হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখ্তিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর পবিত্র মুখে শুনেছি যে মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকা। হযরত আবু তালিব মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'কুওয়াতুল কুলুব' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত রাসূলে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া দিন-রাতের মধ্যে একবার পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালা তাকে মাহ্ফুজ (নিরাপদ) রাখবেন।

দোয়া ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিমে আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি লা-ই-লাহা ইল্লা আন্তা আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা রাব্বুল আরশিল আজিমি মাশাআল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়া শা'লাম ইয়া কুন আশহাদু আল্-লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আ'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদিরু ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বি কুল্লি শায়ইন ইলমান ওয়া আহ্ছা কুল্লি শাইয়িন আ'দাদান আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন শার্রি নাফছি ওয়া মিন শার্রি গায়রি ওয়া মিন শার্রি কুল্লি দাব্বাতিন আনতা আখিজুন বিনা ছিইয়াতিহা ইন্না রাব্বি আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির।

এরপর বললেন, কাজী ইমাম শা'বী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতাবে লিখেছেন বনি ইসরাইলদের মধ্যে এক জাহিদ অত্যন্ত আবিদ ছিলেন, তাঁর এক অপরূপা সুন্দরী ষোড়ষী ক্রীতদাসী ছিলো। জাহিদ ভয়ে তার সঙ্গে মেলামেশা করতো না। দাসী জাহিদের এ ব্যবহারে বিরক্ত বোধ করতো এবং জাহিদের এ ব্যবহার হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জনের নিকট উপদেশ চাইতো। একদিন পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধা দাসীকে উপদেশ দিলো জাহিদকে শেষ করে দিতে এবং এজন্য তার হাতে কিছু বিষ দিয়ে বললো এ বিষ পানির সাথে মিশিয়ে পান করতে দিবি তাহলেই সব যন্ত্রনার শেষ হবে। যুবতী-দাসী বৃদ্ধার নিকট হতে বিষ নিয়ে পানির সাথে মিশিয়ে ইফতারের সময় জাহিদকে পান করতে দিলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জাহিদ পবিত্র অন্তরে না জেনে সে বিষ পান করলেন। কিন্তু সে বিষ তাঁর সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারলোনা। দাসী জাহিদের মৃত্যুর অপেক্ষায় রাত্রি যাপন করছিলো কিন্তু সকালে যখন জাহিদকে দেখলো বহাল তবিয়তে ঘর হতে বের হচ্ছে তখন তার আর দুঃখের সীমা রইলনা। সে তার ভুল বুঝতে পেরে জাহিদের নিকট যেয়ে নিজের সকল দোষ-ত্রুটীর কথা স্বীকার করে বললো হয় আমাকে শাস্তি দিন না হয়তো মাফ করে দিন। আবারও বলছি, এ কথা সত্য যে কাল সন্ধ্যায় ইফতারের সময় আমি আপনাকে পানির সঙ্গে বিষ দিয়েছিলাম কিন্তু কেন যে তার আছর হয়নি তা আমি জানিনা। জাহিদ মুচ্কি হেসে বললেন আমি প্রতিদিন এমন একটি দোয়া পাঠ করি যা বিপদকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। ইমাম শা'বী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন জাহিদ যে দোয়াটি পাঠ করতেন সেটি নিম্নে দেয়া হলো।

দোয়া ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিমে বিস্মিল্লাহি শাফি বিস্মিল্লাহি কাফি বিস্মিল্লাহিল মোয়া'ফি বিস্মিল্লাহি খায়রুল আসমায়ি বিস্মিল্লাহি রাব্বিল আরদি ওয়াস্সামায়ি বিস্মিল্লাহিল্লাজি লা ইয়া দুর্রু মায়া ইসমিহি শায়উন ফিল আরদি ওয়া লাফিস্সামায়ি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলিম।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দেছা ছিররুহুল আজিজ এরশাদ করলেন দোয়া পাঠের শর্তাবলী অনেক আছে তন্মধ্যে আমি যদি সব বর্ণনা করি তাহলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু কিছু কথা আছে যা না বললেই নয়।

১ম শর্ত ঃ দোয়ার পূর্বে পরওয়ারদীগার আল্লাহ্ জাল্লে শানহু ওয়া আম্মা নাওয়ালহু-র গুণ কীর্তন করা কর্তব্য। কেননা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ রয়েছে—

কুল্লু আমরিন জিবালিন লাম ইয়াবদা বিস্মিল্লাহি ফাহুয়া আবতার।

অর্থাৎ—প্রত্যেক কর্মের প্রারম্ভে আল্লাহ্র নাম নিয়ে আরম্ভ না করলে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

২য় শর্ত ঃ নিজের অন্তরকে এমন অলংকার পড়াতে শব্দ হয়। কেননা হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইন্নাল্লাহা লাইয়াস্‌তাজিবু দোয়া'আ কাওমিন ইয়ারদোনা মিন নিসা—য়িহিম বিলাবাছিল খালখালি মায়াস্‌সাওতি।

৩য় শর্ত ঃ দোয়ার পূর্বে কিছু সদকা (দান) করা। ইমাম শা'ফী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত আছে যে যদি কোন ব্যক্তির বাদশাহের নিকট প্রয়োজন হয় তা হলে প্রথমে তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য আবেদন করতে হয়। তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট যখন কোন ব্যক্তি কিছু যাচ্‌না করবে তখন তার উচিত দোয়ার পূর্বে গরীব-মিসকিনদেরকে কিছু দান করা এবং সেটাই তার আবেদন পত্র বা ওছিলার কাজ করবে। কেননা গরীব-মিসকিন-ফকির আল্লাহ্‌র মহান দরবারের দরজার প্রহরী।

আলোচনা এ পর্যন্ত পৌঁছলে নামাজের আযান আরম্ভ হলো এবং হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি উঠে যেয়ে সালাতে বিলীন হলেন। মজলিস বরখাস্ত হলো।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিংশ মজলিস

৬৫৬ হিজরীর মহর্‌রম মাসের দ্বিতীয় রজনী। কদমবুসির দৌলৎ অর্জন করলাম। অযোধনের ছোট-বড় পীর-মাশায়েখ, দরবেশ, ফকির, মিসকিন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে হস্ত-চুম্বন করতেছিলো এবং হুজুর স্বীয় জায়নামাজের তলায় হাত ঢুকিয়ে মুষ্টি ভরে প্রত্যেককে টাকা পয়সা ধন-দৌলৎ ঐশ্বর্য যার ভাগ্যে যা উঠছিলো দান করে যাচ্ছিলেন। হাজার হাজার লোক এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে হুজুরের আশীর্বাদ ও আকাংখিত বস্তু লাভ করে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। পীর মাশায়েখ, দরবেশ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দরবার গুলজার করে বসেছিলেন। আগত সাধারণ লোক হুজুরের সম্মুখে রক্ষিত পাত্রে তাদের অনীত নিয়াজ ও শিরনী রাখছিলো। হুজুর সেখান হতেও প্রত্যেককে দান করে যাচ্ছিলেন। দরবারের দরবেশগণও এ দানের অংশ হতে বঞ্চিত হলোনা। আমার বিশ্বাস সেদিন অযোধনের একটি প্রাণীও হযরতের খেদমত ও দান হতে বাদ পড়েনি। হযরত শায়খুল ইসলামের রীতি ছিলো প্রত্যেক চাঁদের ২য় রজনীতে এ রকম সাধারণ (আম) মসলিস করা। আজকের দিনে তিনি তাঁর দান ও করুণার দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। আল্লাহ্‌র দীদার-প্রাপ্ত বুজুর্গ হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি এ সময় দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সালাম দোয়া বিনিময়ের পর বসে পড়লেন। হযরত শায়খুল ইসলাম মোরাকাবা করলেন এবং পরে জেকের করতে লাগলেন। জেকের করতে করতে তিনি বেহুস হয়ে পড়ে গেলেন। আমরা সকলে চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং তাঁর পীর ও মুর্শেদের খিরকা এনে হযরত শায়খুল ইসলামের পবিত্র দেহে সংস্থাপন করলাম—অবশেষে অনেক পরে তাঁর জ্ঞান ফিরলো। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তখন তাঁর কদম মোবারকে পড়ে রইলো। তিনি হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ্‌ বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন ভাই আব্দুল্লাহ্‌ এইমাত্র শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া দুনিয়া ত্যাগ করলেন। তাঁর জানাজার নামাজ পড়া উচিত। আসুন আমরা সকলে তাঁর জানাজার নামাজ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদায় করি। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর আহবানে সকলেই নামাজের জন্য সারিবদ্ধ হলেন। নামাজ শেষ হলে হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়ার বিধান রয়েছে। কেননা আমীরুল মু'মেনীন হযরত হামযাহ ও অন্যান্যরা যখন শহীদ হলেন তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের জন্য গায়েবানা জানাজার নামাজ পাঠ করেছিলেন। এমনকি প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পড়েছিলেন।

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো 'আশুরা' সম্বন্ধে। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আশুরার দিনে বাজে কথা বলা এবং দুনিয়ার কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। এ দিনে পড়ার জন্য যে সব দোয়া-দরূদ ও নামাজ-রোজা নির্দিষ্ট আছে তা পড়া দরকার এবং কোরান শরীফ তেলাওয়াত করা উচিত। আশুরা দিনটির দুটো দিক রয়েছে। একদিকে ইহা যেমন বিষাদময় অপরদিকে ইহা কল্যাণময়ও বটে। অনেক শায়খ বা পীর এ দিনটি যখন আসে তখন তাঁরা কষ্ট গ্রহণ করেছেন। এরপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নিজামুদ্দিন তুমি নিশ্চয় জান এ দিনে খান্দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর কিরূপ প্রলয় বয়ে গেছে। তাঁর স্নেহের নাতি ও নাতির পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীদের কিভাবে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে শহীদ করা হয়েছে। তুমি এও জান যে শিশু ও তৃষ্ণার্তদেরকে পর্যন্ত এক ফুটা পানি দেয়নি। হযরত শায়খুল ইসলামের জবান মোবারক হতে যখন এ বিষাদময় কাহিনী বর্ণিত হচ্ছিল এবং শিশু আজগরের নিদারুণ কষ্টের কথা যখন তাঁর মুখে এলো তখন তিনি 'আহ্' বলে জোরে চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশ হলো তখন বলতে লাগলেন, ওরে পাষণ্ডগণ ওরে নির্বোধ-দুর্ভাগাগণ তোরা কি জানতি না যে এ ফরজন্দ (বংশধর বা সন্তান) দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহের, যিনি সৃষ্টি না হলে সমস্ত বিশ্বজগৎ ও জগতের কোন কিছুই সৃষ্টি হতোনা! তা সত্বেও তোরা কি করে এ নিষ্পাপ অসহায়দের কিভাবে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে বধ করলি! তোদের কি খেয়াল এলোনা যে কাল কিয়ামতে হাশরের দিন হযরত রেসালতে পানাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে কি করে মুখ দেখাবি?

এরপর এরশাদ করলেন মহর্‌রম মাসের প্রথম রাতে পড়ার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া এসেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিমি আল্লাহুম্মা আন্তাল্লাহুল ফারাদুল আবাদুল কাদিমু হাজিহি সানাতুন জাদিদাতুন আস আলুকা ফিহিল আছমাতা মিনাশ শায়তানির রাজিমি ওয়াল আমানা মিন শার্‌রিস্ সুলতানি ওয়া মিন শার্‌রি কুল্লিজি শাররিন মিনাল বালাইয়া ওয়াল আফাতি ফি জালিকা ওয়া নাস আলুকাল আ'ওনা ওয়াল আ'দ্‌লা আলা হাজিহিল নাফসিল আম্মারাতি বিস্‌সুয়ি ওয়াল এস্তিগালা বিমালাম ইউ কাররিবনি ইলায়কা ইয়া বাররু, ইয়া রাউফু, ইয়া রাহিমু, ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরামি বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

এরপর বলেন আমি হযরত খা'জা বুজুর্গ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর অজিফায় লিখা দেখেছি, যে ব্যক্তি মহর্‌রম মাসের প্রথম রাত্রিতে ছয় রাকাত নামাজ নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অগণিত সওয়াব প্রদান করবেন।

নামাজ পাঠের নিয়ম ঃ

প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পর আয়েতুল কুরশী একবার ও সুরা ইখলাস ১৫ বার।

সাহাবাদের আরও একটি নির্ভুল বর্ণনা পাওয়া গেছে, যাতে উল্লেখ আছে, উক্তরাতে দু'রাকাত নামাজ—১ম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা আন্‌আম ১ বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ইয়াসিন ১ বার পাঠ করবে। আল্লাহ্‌তায়ালা বেহেস্তে তাকে দু'হাজার প্রাসাদ দান করবেন। প্রত্যেক প্রাসাদে দু'হাজার ইয়াকুতের দরজা থাকবে এবং দরজার মধ্যে একটা করে যবরজদ (পোখারাজ পাথর)-এর তক্তা থাকবে এবং সেই তক্তার উপর একজন হুর বসে থাকবে। এ ছাড়াও ঐ নামাজের জন্য ছয় হাজার বালা-মুসিবত দূরে যাবে এবং ছয় হাজার নেকি তার আমল নামায় সংযুক্ত হবে। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন যে আমি হযরত ইমাম শা'বী রহমতুল্লাহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি-এর কেফায়া গ্রন্থে লিখা দেখেছি, যে ব্যক্তি মহর্‌রম মাসে নিম্নোক্ত দোয়া প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে দোজখের আগুন হতে নাজাত দিবেন।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিমে লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউ'হ্‌য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হায়্যুন লা-ইয়ামুতু বি ইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া' লিমা আতায়তা ওয়ালা মুতিয়া' লিমা মানা'তা ওয়ালা রাদ্দা লিমা কাদায়তা ওয়ালা ইয়ান ফায়ু জাল্‌জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু।

এ দোয়া পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে মুখে মাখিয়ে নিবে। ইন্‌শাল্লাহু গোনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র হবে যেন সদ্য ভুমিষ্ট শিশু। হযরত শায়খুল ইসলাম যখন এ উপক্রিয়া বর্ণনা করছিলেন তখন নামাজের জন্য আজান আরম্ভ হলো এবং মজলিসও শেষ হলো।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবিংশ মজলিস

৯ই মহর্‌রম ৬৫৬ হিজরী। কদমবুসির দৌলত লাভ করলাম। শামস্‌দবীর, শায়খ জামালউদ্দিন হাস্‌বী, শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী এবং আরও অনেক সূফী দরবেশ হুজুরের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। 'আশুরা' দিবসটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হুজুর এরশাদ করলেন, **আশুরা** সম্বন্ধে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে—

মান ছামা ইয়াওমা আশুরা ফাকা আন্নামা ছামাদ্দাহ্‌রু।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোজা রাখলোনা, সে যেন সারা বছর রোজা রাখলোনা।

এরপর বললেন, আশুরার দিন বনের হরিণেরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খান্দানের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনে শোক পালনের মাধ্যমে এ দিন নিজেদের বাচ্চাদের পর্যন্তও দুধপান করতে দেয় না। অথচ এ দিনটির গুরুত্ব মানুষ বুঝেনা। তারা রোজাও রাখে না, দুঃখও প্রকাশ করে না। আশুরা দিনটিতে মানুষের এরূপ নির্লিপ্তভাব সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। মানুষের এ দিন রোজা রাখা অবশ্য কর্তব্য।

বাগদাদে এক বুজুর্গ ছিলেন। কথিত আছে তিনি যখন হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের ঘটনা শ্রবণ করছিলেন তখন দুঃখ-বেদনায় কাতর হয়ে নিজের মাথা এমনভাবে মাটিতে আঘাত করলেন যে মাথা হতে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এ রক্তপাতের কারণে ভুলুণ্ঠিত হয়ে তিনি মারা গেলেন। তাঁর মারা যাওয়ার পর অন্য এক বুজুর্গ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি আমিরুল মু'মেনীন হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খান্দানের বন্ধুদের মাঝে আমার নাম লিখিত হয়েছে এবং আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে, দুই ইমামের খেদমতে নিয়োজিত থাকা।

এরপর এরশাদ করলেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় মো'য়াবিয়া তার পুত্র এজিদকে কাঁধে নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো, তাঁকে দেখে হুজুর পাক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, 'দেখ-দেখ, বেহেস্তীর কাঁধে দোজখী যাচ্ছে।' একথা শ্রবণ করে সভাসদদের মধ্য হতে হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মো'য়াবিয়ার ছেলে এজিদ কি করে দোজখী হবে? উত্তরে তিনি বললেন এই সেই বদবখত্ এজিদ যে আমার হাসান, হুসাইন ও তাদের বংশধরদেরও শহীদ করাবে। হযরত আলী এ কথা শুনা মাত্রই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তলোয়ার উন্মুক্ত করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি নির্দেশ দিন আমি এখনই ওকে শেষ করে দিই। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে বললেন, না তা হয়না। এটা আল্লাহ্তায়ালারই বিধান। কারো ভাগ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহু নিষেধ শুনে বসে পড়লেন এবং কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সেদিন কি আপনি ওদের সঙ্গে থাকবেন? তিনি বললেন, 'না, আমি সেদিন দুনিয়ায় হায়াতে (বেঁচে) থাকবো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার সাহাবাদের মধ্য হতে কেউ কি সেদিন থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'না'। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা রাদি আল্লাহু আনহু কি সেদিন দুনিয়ায় থাকবে? এবারও উত্তরে বললেন 'না'। একথা শুনে হযরত আলী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেদিন আমার গরীবদের জন্য দুঃখ করার কি কেউ থাকবে না? উত্তরে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার উম্মতগণ এদের জন্য শোক প্রকাশ করবে। এরপর তাঁরা উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর হযরত আলী শাহজাদাদ্বয়কে কুলে নিয়ে বলে উঠলেন, হে আমার গরীব জানিনা সেদিন কারবালার ময়দানে তোমাদের অবস্থা কি হবে এবং সে রাত কিভাবে শেষ হবে?

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দিছিল্লাহিল আযীয এরশাদ করলেন, যে দিন হযরত ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু শাহাদত বরন করবেন সে রাতে এক বুজুর্গা স্বপ্নে দেখলেন যে সমস্ত নবী-রাসূলদের বিবিগণ হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জোহ্‌রা রাদিআল্লাহু আনহু-এর নিকট উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁদের নিজেদের কাপড়ের আঁচল দ্বারা কারবালা ময়দান ঝাড়ু দিচ্ছেন। তখন হযরত ফাতেমা রাদি আল্লাহু আনহু-এর পবিত্র চোখ হতে অশ্রু ঝড়তে লাগলো এবং নবী-রাসূলদের বিবিগণ তাঁদের কাপড় দ্বারা সে অশ্রু মুছে দিচ্ছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঐ বুজুর্গ এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে খাতুনে জান্নাত রাদি আল্লাহু আনহু ও রোজ হাশরের সুপারিশকারিনী, আমিতো এসব ঘটনার কারণ বুঝতে পারলাম না। উত্তরে তিনি বললেন, এ কারবালায় আগামীকাল আমার হুসাইন শহীদ হবে।

এরপর হুজুর বললেন, হযরত ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু এজিদ দ্বারা কারবালার ময়দানে শাহাদতবরণ করবেন এ অহী (বাণী) নিয়ে যখন জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌঁছেছিলেন তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম সেদিন যেহেতু আমাদের মধ্য হতে কেউই দুনিয়ায় হায়াতে (বেঁচে) থাকবে না তখন আমার আহ্‌লে বয়াতের জন্য সমবেদনা জানাবে কারা? উত্তরে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বলেছিলেন, আপনার উম্মতগণ অর্থাৎ আপনার অনুসারীগণ সেদিন আপনার ফরজন্দদের জন্য শোক প্রকাশ করবে এবং বনের হরিণও ঐ দিবসটি অনাহারে থেকে এবং তাদের বাচ্চাদেরকে দুধ না খাইয়ে শোক উৎযাপন করবে এবং তখন হতে প্রতি বছরই হযরত হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু-এর জন্য শোক পালিত হতে থাকবে।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আশুরার রাতে পাঠ করার জন্য যে চার রাকাত নামাজ এসেছে তা আমাদের সকলের অবশ্যই পাঠ করা উচিত। নামাজ পড়ার নিয়ম হচ্ছে—

প্রত্যেক রাকাতে ঃ

সূরা ফাতিহা .... ১ বার।

আয়েতুল কুরশী .... ৩ বার।

নামাজের পর ১০০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। এরপর বললেন শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা আবিন্‌নূর ওসমান হারুনী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহ আনহু হতে রিওয়ায়ত (বর্ণিত) আছে যে আশুরার দিন সূর্যাস্তের পর দু'রাকাত নামাজ পড়বে।

নিয়ম ঃ

সূরা ফাতিহা.....১ বার।

অন্যান্য যে কোন সূরা কারাত–১ বার।

নামাজ শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ يَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَ مَا خَلَقْتَ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ وَتَخْلُقُ اٰخَرَ مَا تَخْلُقُ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ اَعْطِنِىْ فِيْهِ خَيْرًا مَّا اَوَّلَيْتَ فِيْهِ اَنْبِيَاءَكَ وَاصْفِيَاءَكَ مِنْ ثَوَابِ الْبَلَايَا وَاَسْهَمْ فِىْ مِثْلِ مَا اَعْطَيْتَ فِيْهِ مِنَ الْكَرَامَةِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

বাংলা উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আউয়্যালুল আউয়্যালিনা ইয়া আখিরুল আখিরিনা লা-ই-লাহা ইল্লা আন্‌তা খালাকতা মা খালাকতা ফি মিছ্‌লি হাজাল ইয়াওমি ওয়া তাখলুকু আখারা মা তাখলুকু ফি মিছ্‌লি হাজাল ইয়াওমি আ'তিনি ফিহি খায়রান মা আউয়্যালায়তা ফিহি আম্বিয়া-য়িকা ওয়া আছ্ ফিয়া-য়িকা মিন ছওয়াবিল বালাইয়া ওয়া আছহাম ফি মিছ্‌লা মা আ'তায়তা ফিহি মিনাল কারামাতি বেহাক্কে মুহাম্মাদিন আলাইহিস্ সালাম।

এরপর বললেন শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী আউশী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আশুরার দিন ছয় রাকাত নামাজ নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করবে ইনশাল্লাহ তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

নামাজ পড়ার নিয়ম

প্রত্যেক রাকাতে সূরাহ ফাতিহা—১ বার
আশ্‌শামস্—১ বার
ইন্না আনজালনা—১ বার
ইজা জুলজিলাতুল আর্‌দু—১ বার
ইখলাস—১ বার
ফালাক্—১ বার
নাস—১ বার।

নামাজ শেষ করার পর পুনরায় সেজদায় যেয়ে সূরা কাফেরুন ও দরুদ শরীফ পাঠ করে নিজের যা যা প্রার্থনা আছে সব ব্যক্ত করবে।

একই কিতাবে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি আশুরার দিন **"হাসবি ইয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল"** ৭০ বার পাঠ করবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তার নাম মাশায়েখ ও আওলিয়াদের দফতরে লিখা হয়ে যাবে।

এরপর হুজুর একজন কাফন-চোরের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, এক কাফন-চোর ছিল। সে দু'হাজার দু'শরও অধিক মৃতের কাফন চুরি করেছিলো। সে যখন স্বীয় কর্ম হতে তওবা করে হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মুরীদ হলো তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'তুমি যে এতোদিন মুসলমানদের কাফন চুরি করতে যেয়ে গোর খুঁড়তে তখন কি তোমার চোখে কখনও এমন কিছু ঘটনা ধরা পড়েছে যা বর্ণনা করার মতো অর্থাৎ গোর আযাব বা গোর-নাজাত এর মতো কোন ঘটনা? সে উত্তরে বললো, আমি কবর খুঁড়তে যেয়ে বহু লোকের বহু ঘটনাই আমার চোখে পড়েছে, যা বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু হুজুর যখন জানতে চাইছেন তখন উল্লেখযোগ্য দু'একটি ঘটনা বলছি।

একদিন এক ব্যক্তির কবর উন্মুক্ত করতে যেয়ে দেখলাম লোকটির মুখ কালো, হাতে পায়ে অগ্নির শিকল, জিহ্‌বা বেরিয়ে আছে, মুখ হতে পুঁজ পড়ছে, পেট ফুলে আছে এবং পঁচা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। যদি দুনিয়ার লোকের নাকে ঐ দুর্গন্ধ একবার প্রবেশ করে তবে কস্মিন কালেও সে ঐ রাস্তায় যাবে না। সুতরাং আমিও কাফন চুরি করার চিন্তা বাদ দিয়ে পালাচ্ছিলাম। কিন্তু কবর থেকে আওয়াজ হলো, কেন পালাচ্ছ? আমার এমন অবস্থা কেন হলো শুনবে না? এ আওয়াজ শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি তোমার পরিচয়? উত্তরে সে বললো, আমি মুসলিম-সন্তান। কিন্তু শরাব (মদ) খেতাম এবং পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতাম। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লম্পট ও দুশ্চরিত্র ছিলাম। বেহুশ অবস্থায় বিনা তওবায় আমার মৃত্যু হয়েছে। কবরে আছি অবধি এ আযাবে আবদ্ধ। এ কথা শ্রবণ করে আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলে আসি। এরপর অন্য আর একটি কবরবাসীর কথা বলছি—সে কবরটি যখন খোঁড়লাম দেখলাম লোকটি ভীষণ আযাবে নিপতিত। মুখের রং ছিলো কয়লার মতো কালো। এদিক সেদিক আগুন জ্বলছিলো এবং আযাবের ফেরেস্তাও সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলো। ঐ ব্যক্তি বললো, একটু পানি দেবে আমাকে, আমি বড় পিপাসার্ত। তার এ করুণ অবস্থা দেখে আমি বললাম দেই। কিন্তু এক ফেরেস্তা আমাকে দেখে ধমক দিয়ে বললো,

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খবরদার একে পানি দিবে না। আল্লাহ্‌র আদেশ হচ্ছে একে পানি না দেয়া। তার এ আযাবের কারণ জানার জন্য আমার ইচ্ছা হলো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এ আযাবের কারণ কি?

উত্তরে সে বললো, আমি কোনদিন নামাজ পড়িনি এমন কি ভুলেও কোনদিন আল্লাহ্‌র জন্য সেজদা প্রদান করিনি; যে কারণে মৃত্যুর পর হতেই আমার এ দূর্দশা। এরপর আমি আরও একটি কবর খোঁড়লাম। সেখানে দেখলাম এক যুবক, মনমুগ্ধকর পরিবেশে মোহনরূপে শায়িত আছে। আমি জীবনে কখনও এমন সুন্দর পুরুষ দেখিনি। তার চারিদিকে ছিলো সবুজের সমারোহ। পানির হাউস ছিলো এবং বেহেস্তের হুর তার খেদমতে উপস্থিত ছিলো। আমি সে যুবককে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ সৌভাগ্য কিভাবে অর্জন করেছো? উত্তরে যুবক বললো, আমি তোমার মত কাফন-চোর ছিলাম। কিন্তু একদিন আশুরার ওয়াজ-মাহফিলে উপস্থিত থেকে শুনেছিলাম, যে ব্যক্তি আজ রাতে ছয় রাকাত নামাজ নির্ধারিত নিয়মে পাঠ করবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি সেই রাতেই প্রথম ঐ নামাজ পাঠ করি এবং যতদিন জীবিত ছিলাম প্রতি বছরই আশুরার রাতের ছয় রাকাত নামাজ নির্ধারিত নিয়মে পাঠ করেছি। কখনও সে নামাজ ত্যাগ করিনি। এবং আজকের আমার এ সৌভাগ্য সেই নামাজের বদৌলতেই আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিম দান করেছেন।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর শত্রুগণকে তার প্রতি অনুগত রাখতে চায় অথবা তাদের হাত হতে সে মুক্তি পেতে চায় তবে তার উচিত আশুরার দিন চার রাকাত নামাজ পাঠ করা। আল্লাহ্‌তায়ালা সে নামাজের বরকতে তার আশা পূর্ণ করবেন এবং মুনকীর ও নকীরের ছাওয়াল-জওয়াব ও গোর-আযাব হতে তাকে নিরাপদ রাখবেন। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এসব উপকারিতা বর্ণনা করতে করতে নামাজের আযান ভেসে এলো। হুজুর আলোচনা হতে বিরত হলেন। আমরা যে যার স্থানে ফিরে এসে নামাজের প্রস্তুতি নিলাম। মজলিস শেষ হলো।

—আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বাবিংশ মজলিস

৪ঠা সফর ৬৫৬ হিজরী। কয়েকদিনের জন্য আমরা কয়েকজন ভক্তবৃন্দ হাসি গ্রামে হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এক বন্ধুর খেদমতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে প্রত্যেকেই হুজুরের কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আমার সময় এলে আমি মাথা জমিনে রাখলাম। তিনি আমাকে মাথা উত্তোলন করে বসতে বললেন আমি নির্দেশ পালন করলাম এবং খাজা বোরহান উদ্দিন সূফির একটা চিঠি তাঁর খেদমতে পেশ করলাম। হুজুর চিঠিটা পাঠ করলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি বড় দেরিতে ফিরলে। আমি দ্বিতীয়বার কদমবুসি করে বললাম, সত্যি খুব দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু শুধু দেহটাই ওখানে ছিলো প্রাণটা হযরতের কদমবুসির জন্য কাঁদছিলো। হুজুর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো, এখানে পৌছার জন্য একটা আকর্ষণ আমি তোমার মাঝে দেখতে পেয়েছি। তুমি আক্ষেপ করে বলেছিলো, যদি ডানা থাকতো তাহলে উড়ে অযোধন চলে যেতাম। এরপর তিনি মজলিসের অন্যান্যদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, মুরীদ এবং সন্তান-সন্ততি এমনই হওয়া দরকার যেমনটি মাওলানা নিজামুদ্দিন। এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি হাসি (একটি স্থানের নাম) থেকে একটা চিঠি লিখেছিলে যার মধ্যে সমস্ত হাল (অবস্থা) ও কদমবুসির বাসনা উল্লেখ ছিলো এবং সেই সাথে একটা 'রুবাঈ' (কবিতা)ও লিখেছিলে, সেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। রুবাঈটা আমি মুখস্ত করে ফেলেছি। যখন তোমার কথা মনে হতো তখনই পড়তাম সেটা। সত্যি অপূর্ব হয়েছে কবিতাটি, যদি তোমার মনে থেকে থাকে তা হলে পাঠ কর না একবার। আমার শোনার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আমি তা'যিমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

বাংলায় উচ্চারণ ঃ যাঁ রুজকে বান্দায়ে তু দানন্দ মুরা
বর মরদমোকে দীদাহ নাশানান্দ মুরা।
লূত্‌ফ আমত ইনায়েতে ফরমোদাস্ত
বরনাহ কিমো চে ইম চে খোয়ানন্দ মুরা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ—দাসত্ব দিয়েছ যে দিন হতে তুমি আমায়
ছিলনা কিছুই মোর, অতি নগন্য আমি
করেছো করুনা সারাটি সময় ব্যাপিয়া
নচেৎ কে বা আমি, কি বা আমি, কি বা ছিলো মোর?

যখন আমি এ কবিতা পাঠ করলাম তখন শায়খুল ইসলামের উপর একটা 'হাল' (ভাব) এর সৃষ্টি হলো। তিনি দাঁড়িয়ে এমনভাবে নৃত্য করতে লাগলেন যা সীমা অতিক্রম করে গেলো। অর্থাৎ বেখুদিতে ঐশী-অচৈতন্য-লোকে অবস্থান করলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর তিনি আমাকে ডেকে তাঁর সেই খাছ (বিশিষ্ট) খিরকাটি দান করলেন যা তরীকার ও দরবেশীর আমানত। আমি অধম নিজামুদ্দিন মহাত্মনের শুকরিয়া আদায় করলাম। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন, "মাওলানা নিজামুদ্দিন এখন সেই সময় উপস্থিত যা তোমাকে আমাকে পৃথক করে দিলো (ওল্লাহু আ'লম)।' তুমি চলে যাওয়ার পর তোমাকে আর দেখব কি না জানি না। আজ হতেই চিশ্‌তিয়া খান্দানের তরীকা ও সিলসিলার শাসন ক্ষমতার উপর তোমার দাবী প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু আরও কয়েকদিন এখানেই থেকে যাও আমি তোমাকে প্রাণ ভরে দেখে নেই। কেননা তোমার আমার দেখা এ ধরাধামে আর নাও হতে পারে। কথা বলতে বলতে তাঁর পবিত্র চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়তে লাগলো এবং অবশেষে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এ অবস্থায়ই তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

বাংলায় উচ্চারণ ঃ দীদারে দোস্তাঁ মোয়াফিক গানিমত আস্ত
চুঁ ইয়াফতিম হায়ফা বুয়াদ গার রাহা কুনিম।

অর্থাৎ—বন্ধুর দর্শন তো আশীর্বাদ
দুঃখ তো পাবো, যদি না পাই করুনা তার।

এ সময় মূলতানের কয়েকজন মোসাফির দরবেশ দরবারে উপস্থিত হয়ে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কদমবুছি করলো। হুজুর তাঁদেরকে বসতে বললেন। দুপুরের খাবার প্রস্তুত ছিলো, তাদেরকে আপ্যায়ন করা হলো।

এরপর হুজুর 'সফর' মাস সম্বন্ধে বললেন যে এ মাস যেমন দুঃখ পূর্ণ তেমনি বেদনাদায়ক। এ মাসের আগমনে রসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথিত হতেন এবং নির্গমনে খুশী হতেন। আঁঃ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.AmarIslam.com

সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস শেষ হওয়ার সুসংবাদ দিবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিব। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক বছর দু'লাখ 'বালা' (বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, জড়া-ব্যথি) আসমান হতে নাজিল করেন। যার মধ্যে হতে শুধু এই সফর মাসেই নাজিল হয়ে একলাখ বিশ হাজার। যে ব্যক্তি এ মাসটি ইবাদত-বন্দেগী করে কাটায় তার উপর এ বালা কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। শায়খুল ইসলাম এরপর বললেন, আমি এক বুজুর্গের মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি সফর মাসের বালা হতে বাঁচতে চায় তার উচিত নিম্নোক্ত দোয়া অনেকবার পাঠ করা।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিমে আউজুবিল্লাহি মিন হাজাজ্জামানে ওয়াসতায়িজুহু মিন শুরুরিল আজমানে আউজুবিকা বি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া কামালি কুদসিকা আন্‌তুহরিছনি মিন মূফসিদিস সানাতি ওয়া কিনি মিন শাররে মা কাদায়তা ফিহা ওয়া আকরিমনি ওয়াখতিমহু বিস্‌সালামাতি ওয়াস্‌ সায়াদাতি লি-আহলি, ওয়া আউলিয়ায়ি ওয়া আকরুবায়ি ওয়া জামিয়িআ' উম্মাতা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হুজুর এরপর এরশাদ করলেন, সফর মাসের প্রথম রাতে মুসলমানদের জন্য চার রাকাত নফল নামাজ পাঠ করার জন্য নির্দেশ রয়েছে। এশার নামাজের পর এবং বেতের নামাজের পূর্বে নিম্নোক্ত নিয়মে পড়তে হয়।

প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন ১৫ বার।
দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ১৫ বার।
তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ফালাক ১৫ বার।
চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা নাস ১৫ বার।

সালামের পর এইয়্যা কানা'বুদু ওয়া এইয়্যা কানাস তায়ীন ১০০ বার পাঠ করতে হবে এবং ৭০ বার দরুদ-শরীফ পাঠ করে দোয়ার মাধ্যমে নামাজ শেষ করতে হবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা এ নামাজ পাঠকারীকে ঐ সমস্ত বালা মুসিবত হতে নিরাপদ রাখবেন। এরপর বললেন যে "শরহে শায়খুল ইসলাম খাজা মুঈনুদ্দিন হাসান সঞ্জরী রহমতুল্লাহি আলাইহি"তে লিখা আছে যে সফর মাসে একলাখ বিশ হাজার 'বালা' নাজিল হয় এবং সবদিনের চেয়ে 'আখেরী চাহার শুম্বা'তে (সফর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাসের শেষ বুধবার) নাজিল হয় সবচেয়ে বেশী। সুতরাং ঐ দিন যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত নিয়মে চার রাকাত নামাজ পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালা তাকে ঐ বালা হতে রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাকে হেফাজতে রাখবেন।

নামাজ পাঠের নিয়ম

প্রত্যেক রাকাতে ঃ সূরা ফাতেহা ১ বার।
সূরা কাওসার ১৭ বার।
সূরা ইখলাস ৫ বার।
নামাজ শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে ঃ

দোয়া ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমে ইয়া শাদীদুল কুয়া ওয়া শাদীদুল মিহালি ইয়া মুফাদ্দিলু ইয়া মুকাররিমু লা-ই-লাহা ইল্লা আন্তা বেরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহেমিন।

এপর বললেন, বালায় আক্রান্ত যারা হয়, তাদের বেশীর ভাগই সফর মাসে আক্রান্ত হয়। বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এ সফর মাসে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে বেহেশ্ত হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং এ ভুলের জন্য তিনি ৩০০ বছর কেঁদেছিলেন। ঐ সময় তাঁর শরীরে হাড় ছাড়া মাংস ছিলো না; ইলাহির ভয়ে সব গলে গিয়েছিলো। তারপর তাঁর প্রতি তওবার হুকুম হয়েছিলো এবং তওবা করার পর তাঁকে মার্জনা করা হয়েছিলো। এ দুঃখ-দুর্দশা যা তাঁর উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার সূচনা হয়েছিলো এ সফর মাস হতে।

হাবীল, কাবীল* দু'ভাই শিকার করার জন্য গিয়েছিলো এ সফর মাসে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে নিষেধ করে বলেছিলেন, এ মাসে শিকার করতে যেয়ো না; কারণ, এটা সফর মাস। জংগলে পৌঁছে উভয়ের মধ্যে বাক-বিতণ্ড শুরু হলো এবং ঝগড়ার এক পর্যায়ে কাবীল তলোয়ার বের করে হাবীলকে মেরে ফেললো। পরে অবশ্য সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছিলো। যখন তাদের পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এ সংবাদ পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হলেন। এ সময়ে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, হাবীলের ফরজন্দ বা বংশধরগণ নেক্কার হবে এবং কাবিলের ফরজন্দ ঝগরাটে, ত্রাস-সৃষ্টিকারী ও মুশরিক হবে। কেননা সে নিজের ভাইকে হত্যা করেছে এবং তাও সফর মাসে।

* হযরত আদাম (আঃ)-এর দুই পুত্র।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এ মাসেই হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর কওম ধ্বংস হয়েছিলো এবং এ মাসেই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো এবং দিনটি ছিলো সফর মাসের শেষ বুধবার। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম যে বিপদে পড়েছিলেন তাও এ মাসেই। হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামকে মাছে ভক্ষণ করেছিলো এ মাসেই।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর চোখের কোণে অশ্রুকণা জমতে লাগলো এবং হঠাৎ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন। চেতনা ফিরে পাওয়ার পর বলতে লাগলেন অন্যান্য নবীদের উপরও যেসব বড় ধরনের বালা নাজিল হয়েছিল তাও এ সফর মাসেই। সফর মাস অত্যন্ত দুঃখদানকারী মাস। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তোমাকে ও সকলকে এ মাসের বালামুসিবত হতে দূরে রাখুন, আমিন। আলোচনা এ পর্যায়ে পৌঁছলে নামাজের জন্য আজান আরম্ভ হলো এবং মজলিস বরখাস্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ত্রয়োবিংশ মজলিস

২৫শে সফর ৬৫৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। মুজাহিদা সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিলো। শায়খ বোরহান উদ্দিন হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ বোরহান লাহোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ জামাল উদ্দিন হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহি, অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও সূফী খেদমতে উপস্থিত ছিলেন এবং চিশ্‌তিয়া খান্দানের কয়েকজন সূফিও হাজির ছিলেন। হুজুর এরশাদ করলেন, খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি সত্তর বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার বন্দেগীতে এমনভাবে নিমগ্ন ছিলেন যে, তিনি কখনও জানতেন না যে, আজ কোন্‌দিন বা কোন্ মাস। তাঁর নিকট একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো **মুজাহিদার হাল** (অবস্থা) কি, অর্থাৎ মুজাহিদা কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন আমি ৩০ বছর আলমে হায়রাত-এ (ভীতির জগতে) দাঁড়িয়ে ধ্যানস্ত ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে বসা ও শোয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমার পা থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতো এবং পায়ের তলাও ফেটে গিয়েছিলো। এরপর দু'বছর আমি সচেতনার জগতে ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে নিজের নফ্‌স্‌কে (নিজেকে) কখনও তার ইচ্ছামতো আহার বা পানি কিছুই দিইনি। মাসে অথবা দু'সপ্তাহে এক তোলা অথবা দু'তোলা পানি পান করতাম। এ পানি পান করাতেও যখন দেখলাম কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না তখন এক বছর পর্যন্ত একটু পানিও নফ্‌স্‌কে দিইনি। একবার নফ্‌সের ইচ্ছা ছিলো মিষ্টি আনার (ডালিম) খাবে। আমি প্রত্যেক দিন 'দিব-দিব' করে থামিয়ে রাখলাম। এভাবে বহুদিন চলে গেলো। একদিন সে বিদ্রোহ করে বললো, এভাবে আর কতদিন ওয়াদা ভঙ্গ করবে? আমি বললাম, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত। আমি যদি এর পরের মুজাহিদার অবস্থা বর্ণনা করি তাহলে তোমাদের শ্রবণ করার ক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে। আমি নফ্‌স্‌কে যেভাবে কষ্ট দিয়ে দুঃখ দিয়ে বস করেছি, তা শ্রবণ করলে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে এবং খুব অদ্ভুত ও অলীক মনে হবে। যখন সাধনার ৭০ বছর পূর্তি হলো তখন আমার ও তাঁর (আল্লাহ্‌তায়ালার) মাঝের পর্দা উন্মোচিত হলো। আওয়াজ হলো ভিতরে এসো। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। ফরমান (বাণী) এলো, মুজাহিদার যা প্রাপ্য ছিলো তা তুমি করেছো, কোথাও একটুও ভুল করোনি। সুতরাং এখন আমার করণীয় হচ্ছে আমি তোমাকে জ্যোতির্ময় (তাজাল্লি) করি। এ আওয়াজ আসতেই খাঁজা বায়েজীদ বোস্তাবী রহমত্‌ল্লাহি আলাইহি চিৎকার করে উঠলো এবং প্রাণ বেরিয়ে যেয়ে প্রাণের মালিকের সাথে মিলিত হলো। এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয বললেন, হযরত খা'জা বায়েজীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছালের ঘটনা এ রূপই ছিলো, যেরূপ বর্ণনা করা হলো। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য মুজাহিদা করে তার মুশাহেদাও হয়।

এরপর নিম্নোক্ত মসনবীটি পাঠ করলেন।

দর কোয়েতু আশেকান চুনানে জান বদেহান্দ
কাঁজা মালাকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।

অর্থাৎ—তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ
মৃত্যুর ফেরেস্তাও পারে না বুঝতে কৌশল তার।

এরপর এরশাদ করলেন, এক বুজুর্গকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো মুজাহিদার অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন নিজের নফ্‌স্‌কে কষ্টের পর কষ্ট দেয়া। অর্থাৎ নফ্‌সের কোন আকাংখা পূরণ না করা। সুতরাং নফ্‌স যখন বশ্যতা স্বীকার করবে তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এরপর বললেন যে, হযরত ইউসুফ চিশ্‌তী কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয নিজের নফ্‌সকে বলতেন, হে নফ্‌স্ যদি আজ রাতে তুমি আমার ইচ্ছা মতো চলো তাহলে দু'রাকাত নামাজে কোরান শরীফ খতম করবো। প্রত্যেক দিনই এরকম বলতেন। একদিন তাঁর নফ্‌স্ বিরুদ্ধাচরণ করায় নামাজ দু'রাকাত ছুটে গেলো। পরের দিন মোনাজাতের সময় তিনি এর প্রতিশোধ হিসেবে শপথ করলেন, বিশ বছর নফ্‌স্‌কে পানি পান করতে দিব না। কারণ, পূর্বে তাঁর পানি পান করার ইচ্ছা জেগেছিলো এবং তিনি ইচ্ছানুযায়ী পানি পান করেছিলেন। যার জন্য তার নামাজ ছুটে গিয়েছিলো।

এরপর বললেন, হযরত শাহ্ সোজা ৪০ বছর পর্যন্ত শয়ন করেননি। হঠাৎ একদিন শোয়ে পড়লেন এবং রাব্বুল ইচ্ছতকে স্বপ্নে দেখলেন। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনি সব সময়ই নিজের সাথে বিছানা রাখতেন। কারণ, তিনি যদি আবার তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পান। একদিন গায়েবী আওয়াজে তিনি শুনতে পেলেন, 'হে শাহ সোজা পূর্বের সাক্ষাৎ চল্লিশ বছর তোমার না শোয়ার জন্য ছিলো। পুনরায় যদি তুমি পূর্বের অবস্থা অনুসরণ করো তাহলে ঐ দৌলত লাভ করতে পারবে অর্থাৎ আমার দর্শন পাবে'। এরপর হযরত শায়খুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং এরশাদ করলেন যেদিন হযরত শাহ সোজা কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দুনিয়ার হায়াত শেষ হয়ে এলো সেদিন তিনি এক হাজার রাকাত নামাজ পড়লেন এবং জায়নামাজের মধ্যেই শুয়ে পড়লেন। রাব্বুল ইজ্জতকে (আল্লাহ্ তায়ালাকে) স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি বলছেন, হে শাহ সোজা এখানে আসবে, না আরও কিছুদিন দুনিয়ায় থাকবে? উত্তরে তিনি আরজ করলেন, ইয়া

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বারে ইলাহি, আমার থাকার জায়গা আর নেই, আর এখানে থাকতে চাই না। এ স্বপ্ন দেখে তিনি জেগে উঠলেন এবং অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন, তার পর মাথা সেজদাবনত করে প্রাণ দিয়ে দিলেন। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয একটা চিৎকার মেরে বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে নিম্নোক্ত মছনবী পবিত্র মুখে আবৃত্তি করলেন।

দরকোয়েতু আশেকানে চুনানে জান্ বদেহান্দ
কাঁজা মালেকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।

অর্থাৎ—তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ
মৃত্যুর ফেরেস্তাও পারে না বুঝতে কৌশল তার।

এরপর এরশাদ করলেন যে, একবার হযরত খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হয়েছিলো আপনি মুজাহিদা সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, আমার বলতে আপত্তি নেই কিন্তু তোমরা শুনে সহ্য করতে পারবে না। এক রাতে মুজাহিদাতে আমার নফস্ বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো। কারণ প্রতিদিনের চেয়ে ঐ দিন আমি দু'টো খুরমা বেশী খেয়েছিলাম বলে আমার নফ্স্ অনুকূলে ছিলো না। যখন সকাল হলো তখন প্রতিজ্ঞা করলাম আর খুরমা খাবো না। এরপর ১৫ বছর আর নফ্স্কে খুরমা দিইনি অথচ তার খাওয়ার ইচ্ছা লেগেই ছিলো। এরপর আমার নফ্স্ একদিন বললো, এখন থেকে তুমি যা বলবে তাই করবো কখনও আর তোমার অবাধ্য হবো না। সে সময় থেকে আমি তাকে পুনরায় খুরমা দিতে শুরু করলাম। এরপর থেকে আমি তাকে যা বলতাম সে তাই শুনতো।

হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন, হযরত খা'জা জুন্নু মিসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে বলা হয়েছিলো, আপনি নিজের কাজে কোন পর্যন্ত পূর্ণতা (কামালিয়াত) অর্জন করেছেন? তিনি বলেছিলেন, দশ বছর যাবৎ নিজের নফ্স্কে ইচ্ছানুযায়ী চলতে দিই না, দু'তিন বছর যাবত তাকে পানি পান করা থেকে বিরত রেখেছি এবং প্রতি রাতে যে পর্যন্ত দু'বার কোরান শরীফ খতম না করি সে পর্যন্ত অন্য কাজে নিমগ্ন হই না। এরপর হযরত খা'জা জুন্নু মিসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ওফাতের ঘটনা বর্ণনা করলেন হযরত শায়খুল ইসলাম। একদিন হযরত খা'জা জুন্নু মিসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বন্ধু বান্ধবসহ বসেছিলেন। আউলিয়াদের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। এমন সময় সবুজ জামা পরিহিত এক সুন্দর যুবক একটা সেব (আপেল) নিয়ে উপস্থিত হয়ে জমিনবুসি করে বসে পড়লো। হযরত খা'জা তার প্রতি লক্ষ্য করে বারবার বলতে লাগলেন, "আগমন শুভ হোক"। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ কেটে গেলো। পরে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঐ যুবক আপেলটি নিয়ে তাঁর নিকট এলে তিনি সেটা গ্রহণ করলেন এবং একটু মুচকি হেসে উঠলেন। তারপর যুবককে বিদায় দিলেন। যুবকটি চলে যাওয়ার পর তিনি মজলিসের সকলকে বিদায় দিয়ে কেবলার দিক হয়ে কোরান শরীফ পড়তে শুরু করলেন, যখন পড়া শেষ হলো তখন তিনি সেই আপেলটি সোঁঙলেন (ঘ্রাণ লইলেন) এবং প্রাণ প্রাণের মালিক আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সঁপে দিলেন। তাঁর দেহ গোসল ও কাফনের পর জানাজা উঠিয়ে বাইরে এনে মসজিদের চত্বরে নামাজ আদায়ের জন্য রাখা হলো। নামাজ শুরুর পূর্বে মোয়াজ্জেন যেইমাত্র আশহাদু আল-লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বললেন, সাথে সাথে হযরত খাজা জুন্নু মিসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি কাফনের ভিতর হতে হাত বের করে শাহাদত অঙ্গুলী দাঁড় করিয়ে দিলেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর আঙ্গুল বসিয়ে দেয়ার জন্য অনেকে চেষ্টা করলেন কিন্তু সম্ভব হলো না। গায়েবি আওয়াজ হলো, 'হে মুসলমানগণ, জুন্নু, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামের উপর আঙ্গুল তুলেছে; অতএব যে পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর আঙ্গুল না ধরবেন সে পর্যন্ত ঐ আঙ্গুল বসবে না।' এ পর্যন্ত বলার পর হযরত শায়খুল ইসলাম হায়-হায় করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং এ মসনবীটি আবারও পাঠ করতে লাগলেন—

দরকুয়ে তু আশেকানে চুনানে জান বদেহান্দ
কাঁজা মালেকুল মওত না গুণজাদ হরগেজ

অর্থাৎ—তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ
মৃত্যুর ফেরাস্তাও পারেনা বুঝতে কৌশল তার।

এরপর এরশাদ করলেন আব্দুল্লাহু সোহেল তসতরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছাল হওয়ার পর যখন জানাজা বাইরে আনা হলো তখন একদল মুনকির ইহুদী উলঙ্গ পায়ে সামনে এগিয়ে এসে বললো জানাজা নিচে নামাও, আমরা মুসলমান। যখন জানাজা নিচে নামানো হলো তখন তাদের মধ্যে হতে একজন ইহুদী হযরতের জানাজার নিকটে এসে উচ্চস্বরে বললো, যদি আপনি আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেন তাহলে মুসলমান হয়ে যাবো এবং আমার সঙ্গী আরও এক হাজার ইহুদী মুসলমান হয়ে যাবে। লোকটি তার কথা শেষ করার সাথে সাথে হযরত খাজা কাফনের ভিতর হতে মুখ বের করলেন এবং দু'টো চোখই উন্মুক্ত করে বললেন, বলো আশহাদু আল-লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যখন তারা সোহেল তস্তরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এ কারামাত দেখতে পেল তখন সকলেই কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো। এরপর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লোকজন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এমন কি কারণে বাড়ী থেকে খালি পায়ে এখানে এলে? উত্তরে তারা বললো, আমরা আসমানে একটা বিকট আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশ হতে অনেক ফেরেস্তা নূরের ডালি নিয়ে নীচে নামছে এবং আরও দেখতে পেলাম যে তারা সে নূর হযরত খা'জার জানাযার উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা এ দৃশ্য দেখে মুসলমান হয়েছি এ জন্য যে আল্লাহ তাঁর পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্মে এমন এমন লোক পয়দা করেছেন যাঁদের জন্য এ দুর্লভ অভ্যর্থনা! হযরত শায়খুল ইসলাম এ ঘটনা বলতে বলতে চোখের পানি ফেলতে লাগলেন এবং সেই পুরানে মসনবীটা আবার নতুন করে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

দর কোয়ে-তু আশেকানে চুনানে জান বদেহান্দ
কাঁজা মালেকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।

অর্থাৎ—তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ
মৃত্যুর ফেরেস্তাও পারে না বুঝতে কৌশল তার।

এরপর এরশাদ করলেন যে, একবার হযরত শায়খ আলী মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি আরশ মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। সকালে উঠে চিন্তা করতে লাগলেন এ স্বপ্ন কার নিকট বলবো। হঠাৎ তার খেয়াল হলো যে এ শহরে হযরত খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো বুজুর্গ আর কেউ নেই। অতএব তাঁর নিকট যাওয়া যাক। তিনি হযরত খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বাড়ীর নিকট পৌঁছেই শুনতে পেলেন যে, আজ রাতে হযরত শায়খ বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল হয়েছে। এ কথা শুনার সাথে সাথে সে একটা চিৎকার দিয়ে লোকজনের ভীড় কেটে বহু কষ্টে ঘরের ভিতর পৌঁছলেন এবং খা'জা বায়েজীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর জানাজা কাঁধে নিলেন। হযরত বায়েজীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি জানাজার ভিতর হতে মুখ বের করে হযরত আলী মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে বললেন, তোমার স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) এটাই এবং আরশ হচ্ছে আমার জানাজা।

হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এরপর বললেন, আমি অধম ৩০ বছর পর্যন্ত 'আলমে মুজাহিদায়' (মুজাহিদার জগৎ) ছিলাম এ সময়ের মধ্যে দিন-রাতের কোন খবরই রাখতাম না অচৈতন্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম অবশ্য নামাজের সময়ে নামাজ পড়তাম এবং পরে আবার ঐশী-অচৈতন্যলোকে গমন করতাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত খা'জা মওদুদ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বেছালের দিন ইন্তেকালের সামান্য আগে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অবশ্য দু'দিন তাঁর শরীরে ব্যথা ছিলো। তিনি যখন মজলিসে বসা তখন একজন লোক এসে তাঁকে এক টুকরা কাগজ দিলো। তিনি কাগজটা খুলে পড়লেন। তার মধ্যে শুধু আল্লাহ তায়ালার নামটি লেখা ছিলো। ঐ জাগজটা দেখার সাথে সাথে তাঁর মাঝে একটা হালের সৃষ্টি হলো ঐ অবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। সর্বত্র প্রচার হয়ে গেলো যে হযরত খা'জা মওদুদ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল হয়েছে। যখন গোসল দিয়ে জানাজা বাইরে আনা হলো তখন কারও এমন ক্ষমতা হলো না যে জানাজা উঠাবে। সকলেই স্থানুর ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো। এমন সময় হঠাৎ একটা বিরাট আওয়াজ হলো। লোকজন ভয় পেয়ে সরে গেলো। একটু পর তারা আবার একত্রিত হয়ে জানাজার নামাজ পাঠ করলো এবং জানাজা উঠাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কাজ হলো না। অবশেষে দেখা গেলো জানাজা লোকজন ছাড়া এমনিই হাওয়ায় ভেসে চলতে লাগলো এবং লোকজন জানাজার পিছনে চলতে লাগলো। এ অভিনব ও ব্যতিক্রম দৃশ্য দেখে বহু অপরিচিত বেদ্বীন লোক মুসলমান হয়ে গেলো। দাফন করার পর জানা গেলো ফেরেস্তাগণ জানাজা তুলেছিলো। হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয এ ঘটনা বলতে বলতে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। হুশ ফিরে এলে সেই মস্‌নবীটা আবার পাঠ করলেন।

দর কোয়ে-তু আশেকানে চুনানে জান বদেহান্দ
কাঁজা মালেকুল মওত না গুনজাদ হরগেজ।

অর্থাৎ—তব দ্বারে প্রেমিকগণ যেভাবে বিলায় প্রাণ
মৃত্যুর ফেরেস্তাও পারেনা বুঝতে কৌশল তার।
এরপর আজান হয়ে গেলো এবং মজলিস বরখাস্ত হলো।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্বিংশ মজলিশ

২রা রবিউল আউয়াল ৬৫৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয এদিন এ অধম নিজামুদ্দিন (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-কে হুজুর তাঁর বিশিষ্ট পোষাক দান করলেন। মজলিসে হুজুরের অনেক বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও আহ্‌লে সুফ্‌ফা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মাওলানা নিজামুদ্দিনকে হিন্দের বেলায়েত দান করা হয়েছে এবং তাঁকে সাহেবে সাজ্জাদা (তরীকার ক্ষমতাসহ গদীনসীন) করা হয়েছে। যখন আমি এ অভাবনীয় মর্যাদার কথা শ্রবণ করলাম তখন পুণরায় তাঁর কদম মোবারকে স্থান নিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, 'হে জাহাঙ্গীর-এ আলম' মাথা তুলো, আমি মাথা তোলার সাথে সাথে তিনি তাঁর পীর ও মুর্শেদের পাগড়ী মোবারক যা তাঁর নিকট আমানত হিসেবে ছিলো তিনি নিজ হাতে সেটা আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন এবং তরীকার আমানত আছা (লাঠি) যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে হযরত খাজা হাসান বসরী রাদি আল্লাহু আনহু হয়ে চিশ্‌তীয়া তরীকায় প্রবেশ করেছে তা তিনি আমায় দান করলেন এবং তরীকার ও দরবেশী খিরকা যা পূর্বেই দান করেছিলেন। এছাড়া খাজেগানে-চিশ্‌তি রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইন হতে সিলসিলা-ব-সিলসিলা (তরকার বংশ পরম্পরা) যে খিরকা মোবারক তাঁর নিকট আমানত ছিলো তাও তিনি আমাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, দু' রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় কর। যখন আমি নামাজ পড়ার জন্য কেবলামুখী হয়েছি তখন তিনি আমাকে আসমানের দিকে মুখ করে বললেন, যাও আমি তোমাকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সোপর্দ করলাম। এরপর তিনি বললেন এসব আমি তোমাকে দিচ্ছি এ জন্য যে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় তুমি যেন অযোধনে না থাক। এরপর সান্তনা দেয়ার জন্য এ ফকিরকে বললেন, আমিও আমার মুর্শেদের বেছালের সময় দিল্লীতে ছিলাম না, হাসীতে ছিলাম। এরপর শায়খ বদরুদ্দিন ইসহাককে নির্দেশ দিলেন, খিলাফাতনামা লিখে ওকে দিয়ে দাও। তিনি নির্দেশ পাওয়া মাত্র খিলাফাতনামা লিখে হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয-এর হাতে দিলেন এবং তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত দ্বারা আমাকে দান করলেন। তারপর আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, যাও তোমাকে আল্লাহ্‌র নিকট সঁপে দিলাম এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকারী করলাম। এরপর বললেন হাসিতে শায়খ জামালউদ্দিন কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয-এর নিকট সাক্ষাৎ করতে যেয়ো। তারপর বললেন, আজকের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিনটা এখানেই থেকে যাও, কেননা আজ হযরত রেসালাতে পানাহ (হযরত মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম-এর উর্‌স মোবারক। কালকে চলে যেও। এরপর বললেন, ইমাম শাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে রাওয়ায়ত আছে যে হযরত রেছালতে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম-এর বেছাল মোবারক রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে। তাঁর দেহ মোবারক মো'জেজার জন্য দশ দিন রাখা হয়েছিলো। দুনিয়ায় জীবিত কালে তাঁর পছিনা (ঘাম) মোবারকের সুগন্ধ ছিলো সমস্ত উৎকৃষ্ট সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট। সেই একই খুশবু একইভাবে বেরিয়েছে ঐ দশ দিন একটুও কমেনি (সোবহানাল্লাহ)! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ মো'জেজা দেখে কয়েক হাজার ইহুদী তখন মোসলমান হয়েছিল। এ দশদিনের প্রতিদিন গরীব-মিস্‌কিনদেরকে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে বিভিন্ন বিবিদের ঘর হতে। ঐ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নয়টি হুজরা ছিল এবং নয় দিন তাঁদের সেখান থেকে দান করা হয়েছে এবং দশম দিন অর্থাৎ ১২ রবিউল আউয়াল দান করা হয়েছে হযরত সিদ্দিকে আকবর আবুবকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর ঘর হতে। এদিন মদিনার সমস্ত লোককে পেট ভরে পানাহার করানো হয়েছে এবং এ দিনই তার পবিত্র দেহ মোবারক দাফন করা হয়েছে। এ জন্যই মোসলমানগণ ১২ রবিউল আউয়াল উর্‌স্ করে এবং ১২ রবিউল আউয়াল দিনটিই উর্‌সের দিন হিসেবে প্রসিদ্ধ। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেছালের দিনটি যে ২রা রবিউল আউয়াল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং ১২ রবিউল আউয়াল তাঁর জন্ম দিন।

এরপর বললেন যে, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হলেন তখন তিন দিন মসজিদে যেতে পারেননি। অবশ্য তৃতীয় দিনেই হযরত বেলাল রাদি আল্লাহু আনহু ঘরের দরজায় এসে আওয়াজ দিয়েছিলেন 'আস্‌সালাত' (নামাজ) ইয়া রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত বেলাল রাদি আল্লাহু আনহু-কে বললেন, আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাদি আল্লাহু আনহু-কে ডেকে আন, মস্‌জিদে যাব। নির্দেশ পেয়ে হযরত বেলাল রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদেরকে ডেকে আনলেন। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারজনের কাঁধে হাত রেখে মসজিদে পৌঁছলেন। ইমামতি করতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। হযরত আবুবকরকে পেশ ইমাম নিযুক্ত করলেন। সাহাবাগণ কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের ক্রন্দনে প্রাণ ফেটে যাচ্ছিলো। নামাজ আদায় করে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। সাহাবাগণও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলে গেলেন। ঘরে পৌঁছে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুয়ে পড়লেন। একটু পরে একজন আরবী এসে ঘরের দরজায় আঘাত করলো। তাঁর আঘাতে ঘরের দরজা কেঁপে উঠলো। হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহ আনহু দরজায় এসে বললেন, হে আরবী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই অসুস্থ এটা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নয়। তোমার কষ্ট হবে তবু ফিরে যাও। বারবার তাকে মিনতি করা সত্ত্বেও সে শুনছিলো না। এদের দু'জনার কথা হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ণগোচর হতেই তিনি হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, হে আমার কলেজার টুকরা এ আওয়াজ আরবীর নয়। এ আওয়াজ তাঁর যে দরজা বন্ধ করে দিলেও দেয়াল দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। এ ব্যক্তি সন্তানগণকে এতিম বানায়, সধবাদেরকে বিধবা বানায়। এখন তোর পিতার উপর নজর পড়েছে। সে অনুমতি চায়। তাকে অনুমতি দিয়ে দাও এবং যে কাজের জন্য সে এসেছে তাকে সে কাজ করতে দাও। এ আদেশ পাওয়া মাত্র দেয়ালের মধ্য হতে আওয়াজ হলো মালাকুল মওত আসছে। হযরত আযরাইল আলাইহিস্ সালাম প্রবেশ করে জমিনবুসি করলেন। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বললেন কি জন্য আসা হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন আপনার দর্শনের জন্য আমার প্রতি হুকুম হয়েছে এবং সে জন্যই হাজির হয়েছি। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ ছিলো, 'অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করবে না এবং অনুমতি পেলে আদবের সাথে ঢুকবে।' এবার আপনার আদেশ পেলে জান কবচ করবো নচেৎ ফিরে যাবো। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে মালাকুল মওত একটু অপেক্ষা করো ভাই জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম আসছে। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই জিব্রীল কেমন আছ? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত ফেরেস্তা নূরের ডালি হাতে নিয়ে হযরত সরকারে কায়েনাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র রুহের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। সমস্ত নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন এবং বেহেস্তের হুরগণ আপনাকে দেখার জন্য ব্যাকুল। রেদওয়ান (বেহেস্তের দ্বাররক্ষী) বেহেস্তকে সাজিয়ে রেখেছে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, হে ভাই জিব্রীল! আমি আপনার নিকট এ সব জানতে চাইনি। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে আমার উম্মতদের কি হাল হবে? হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্পাক বলেছেন, আপনার উম্মতগণকে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর হাতে সোপর্দ করে যান। হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন যে, আমার ইচ্ছাও তাই। এরপর তিনি মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেস্তা)-কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার আপনি আসুন, এবং যে কাজের জন্য এসেছেন তা সমাধা করুন। নির্দেশ পেয়ে হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কদম মোবারকে হাত রাখলেন, তখন হযরত রেছালতে কায়েনাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার পা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। মালাকুল মওত এরপর যখন ভিতরে হাত ঢুকিয়ে রুহ মোবারক কবজ করতে শুরু করলেন তখন হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে রক্ষিত এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানিতে বারবার হস্ত মোবারক ভিজিয়ে সিনা মোবারকে সংস্থাপন করছিলেন এবং বলছিলেন—

আল্লাহুম্মা হাওনুন আলাইনা সাকরাতুল মাওত।

অর্থাৎ—হে আল্লাহ জান কবজের কষ্ট আসান কর।

যখন রুহ হল্‌ক্ (কণ্ঠনালী) পর্যন্ত পৌঁছেছে তখনও তাঁর ঠোঁট মোবারক নড়ছিলো। হযরত ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহু তখন তাঁর ঠোঁট মোবারকের নিকট কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন তিনি কি বলছিলেন, তিনি শুনলেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলছিলেন, তার ফার্সী অনুবাদ—

ইলাহি বহুরমতে জাঁ দাদানে মুহাম্মদ (আলাইহি আফজালুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) বরউম্মাতিওয়ানিশ্।

অর্থাৎ—প্রভু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রাণ সসম্মানে প্রদান করলো (তুমি আমার) উম্মতের জন্য (এ মৃত্যু) আরামদায়ক করো।

অন্য এক রিওয়ায়াতে (বর্ণনায়) আছে--

ইলাহি বহুরমতে জাঁ দাদানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম— রহমত কুনি বর উম্মাতিয়ামান।

অর্থাৎ—প্রভু! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সসম্মানে জান প্রদান করলো। তুমি আমার উম্মতগণের জন্য এ মৃত্যু আরামদায়ক করো।

এটিই তাঁর পবিত্রমুখের শেষ বাক্য। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন হতে এ ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন হতেই মজলিশের সবার মধ্যে একটা বিষাদ ছেয়ে গিয়েছিলো এবং বর্ণনা এ পর্যন্ত পৌঁছতেই সকলে 'আহ্' করে উঠলো এবং হযরত শায়খুল ইসলাম একটা চিৎকার দিয়ে যার যার হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন। চেতনা ফিরে এলে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, যাঁর জন্য এ জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে যাঁর বন্ধুত্বকে প্রকাশ ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিকাশের জন্য এবং যাঁর প্রেমকে সকলের মধ্যে সংস্থাপন করার জন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জগতকে সাজিয়েছেন তাঁকেই যখন আল্লাহ্তায়ালা তুলে নিলেন তখন আমরা কে যে বাঁচার কথা বলবো? আমাদের উচিত নিজের দেহকে মৃত মনে করা। বেঁচে আছি বা বেঁচে থাকবো এ অলীক চিন্তার পর্দা নিজের কল্পনা থেকে মুছে ফেলে সব সময় তাঁর ধ্যানে লেগে থাকা উচিত যাতে কিয়ামতের দিন লজ্জিত না হতে হয়।

এরপর শামস্দবির দাঁড়িয়ে আরজ করলো খাজা নিজামী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কালাম যা মসনবী কালামের একই ভাবার্থে, আমার স্মরণ হয়েছে, যদি আদেশ পাইতো আবৃত্তি করি। হুজুর অনুমতি দিলেন। শামস্দবির মসনবী আবৃত্তি করতে লাগলো, হযরত শায়খুল ইসলাম কুদ্দিছা ছির রুহুল আজিজ-এর 'হাল' ধীরে ধীরে ঐশী-অচৈতন্যলোকের দিকে চলছিলো এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বেহাল হয়ে গেলেন। প্রায় এক প্রহর ঐশী-অচৈতন্য-লোকে অবস্থান করার পর তিনি চেতনার জগতে ফিরে এলেন এবং শামস্দবিরকে নিজের জামাটি দান করে দিলেন। এরপর তিনি কোরান শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল হলেন এবং মজলিস এখানেই শেষ হলো।

—আল্ হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪

পরবর্তী সময়ে অযোধনবাসীদের নিকট হতে শুনা গিয়েছিলো ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর কারও প্রতি মনোযোগ দিতেন না। তিনি তার অবশিষ্ট দিনগুলোতে শুধু আল্লাহ্র ধ্যানেই মশগুল থাকতেন।

ওয়াল্লাহু আলম মিস্সওয়াব।

পরবর্তী কিতাব হযরত খাজা নিজামুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মজলিসে আলোচিত কথামালা 'রাহাতুল মুহেব্বীন' লিখেছেন পরবর্তী চিশ্তীয়া তরীকার কর্ণধার হযরত খাজা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দেহলী।

✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪

পরবর্তী কিতাব ঃ

১। রুহে তাসাওউফ

কথা ঃ সৈয়দ মুহাম্মদ গেছুদারাজ বান্দা নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২। কুতুবুল মাশায়েখ মুঈনুদ্দিন হাসান চিশ্তী সঞ্জরী সুম্মা আজমেরী রহমতুল্লাহি আলাইহি খাজা গরীব নওয়াজের পূর্ণাঙ্গ জীবনী।

৮০০ বছর যাবৎ তাঁর পবিত্র জীবনালেখ্য-এর রচিত প্রায় চল্লিশটি কিতাবের আলোকে লিখিত এ গ্রন্থ অচিরেই আপনাদের সামনে পেশ করা হবে।

— ০ —

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আমাদের প্রকাশিত কিতাবসমূহ

(১) **আনিসুল আরওয়া**—কথা ঃ হযরত খাজা ওসমান হারূনী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(২) **দলিলুল আরেফীন**—কথা ঃ খাজা গরীব নওয়াজ মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৩) **ফাওয়ায়েদুস্ সালেকীন—কথা ঃ** হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৪) **রাহাতুল মুহেব্বীন—কথা ঃ** হযরত খাজা শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৫) **রাহাতুল কুলুব—কথা ঃ** হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৬) **ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ—কথা ঃ** হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৭) **খায়রুল মাজালিস** আপনাদের কর কমলে পেশ করছি।

(৮) **রুহে তাসাউওফ**—কথা ঃ সৈয়দ মুহাম্মদ গেসু দারাজ বান্দা নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি। (যন্ত্রস্ত)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com